শিল্পঘর: আইরিন রহমানের সিন্ডারেলা'স ড্রিম ক্রোজেট পৃষ্ঠা ৩৪

প্রথম আলো

Prothom Alo North America

14 March 2024, Thursday, 7th Year, Issue 365, 40 Pages

ইসরাইলি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের প্রতীক হয়ে উঠেছেন অ্যারন বুশনেল পৃষ্ঠা ৩০

১৪ মার্চ ২০২৪, ৩০ ফাল্গুন ১৪৩০, ৪ রমজান ১৪৪৫, বৃহস্পতিবার, বর্ষ ৭, সংখ্যা ৩৬৫, পৃষ্ঠা: ৪০

অপরাধ বৃদ্ধিতে সম্পর্ক কম ইমিগ্র্যান্টদের

যুক্তরাষ্ট্র

অভিবাসীদের অপরাধে জড়ানোর সম্ভাবনা আমেরিকায় জন্ম নেয়া লোকজনের চেয়ে ৬০ শতাংশ কম।

- ইমিগ্রেশন বিতর্কের সঙ্গে নথিপত্রহীন লোকজনের ব্যাপক আগমনের বিষয়টিকে এখন জড়ানো হচ্ছে অপরাধের সঙ্গে।
- সম্প্রতি সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, আমেরিকার রক্ত বিষাক্ত করে ফেলছে ইমিগ্র্যান্টরা।

ইব্রাহীম চৌধুরী

ইমিগ্র্যান্টরা নয়, যুক্তরাষ্ট্রে জন্ম নেয়া লোকজনই বেশি করে অপরাধের সাথে জড়িত। ইমিগ্র্যান্টদের ব্যাপক আগমনের ফলে যুক্তরাষ্ট্রে অপরাধ বেড়ে গেছে বলে রক্ষণশীল আমেরিকানদের দাবির কোন ভিত্তি নেই। ইমিগ্র্যান্ট বিরোধীদের রাজনৈতিক বিতর্কের এ বিষয়টি জাতীয় বিতর্কে পরিণত হয়েছে।

প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের স্টেট অফ ইউনিয়নে দেয়া বক্তৃতার সময়ে এ নিয়ে কংগ্রেসের অধিবেশন কক্ষে তোলপাড় করেছেন রিপাবলিকান আইনপ্রণেতা। তথ্য জরিপ প্রমাণ করে, আমেরিকার বেড়ে উঠা অপরাধমূলক ঘটনার সাথে ইমিগ্র্যান্টদের ব্যাপক আগমনের কোন সম্পর্ক নেই। ইমিগ্রেশন বিতর্কের সাথে নথিপত্রহীন লোকজনের ব্যাপক আগমনের বিষয়টি এখন জড়িয়ে ফেলা

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ১

অস্ত্রের মুখে জিম্মি অপহৃত বাংলাদেশি জাহাজের নাবিকরা

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

সোমালি জলদস্যুদের কাছে জিম্মি এমভি আব্দুল্লাহর নাবিকদেরকে অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে রাখা হয়েছে। অস্ত্রের মুখে দস্যুদের কথা মেনে চলতে বাধ্য করা হচ্ছে। এই অবস্থায় জিম্মিদের অনেকেই মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছেন। বৃহস্পতিবার বিকেলে পরিবারের কাছে পাঠানো এক অডিও বার্তায় এমনটাই জানিয়েছেন অপহরণের শিকার জাহাজের চিফ অফিসার আতিকুল্লাহ খান। খবর বিবিসি বাংলার

সামনে দিয়ে ওরা অস্ত্র নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আশপাশে নেভি জাহাজ দেখলেই মাথায় অস্ত্র ঠেকাচ্ছে। মাথায় অস্ত্র ঠেকিয়ে ওরা আমাদের জিম্মি করে রাখছে, বলেন মি. খান। তিনি আরও বলেন, 'শারীরিকভাবে সুস্থ থাকলেও আমরা মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছি....আমাদের জন্য দোয়া করো।'

জাহাজটিতে অন্তত ২০ জন সশস্ত্র

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ১

ইফতার পবিত্র রমজানে নিউইয়র্কে বাংলাদেশি অধ্যুষিত এলাকার চিত্র হয় আলাদা। স্বদেশি রেস্টুরেন্টগুলোতে থাকে বাহারি ইফতারি। বেগুনি, পেঁয়াজুর সাথে জিলাপি বিক্রি হয় দেদারসে। গত সোমবার রমজানের প্রথম দিনে ব্রংকসের স্টার্লিং এলাকার ছবি। সৈয়দ মাসুদুল কবির

দেশ হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র কি শ্রেষ্ঠত্ব হারাতে বসেছে?

বিশেষ প্রতিনিধি

পরিবর্তিত বিশ্ব বাস্তবতায় যুক্তরাষ্ট্র দেশ হিসেবে তাদের শ্রেষ্ঠত্ব ধরে রাখতে পারবে কি না , এ নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে। গোয়েন্দা সংস্থাগুলো এ বিষয়ে মার্কিন প্রশাসনকে সতর্ক করেছে। ১১ মার্চ সোমবার প্রকাশিত যুক্তরাষ্ট্রের ২০২৪ সালের বার্ষিক হুমকি মূল্যায়ন প্রতিবেদনে এই সতর্কবার্তা এসেছে।

বৈশ্বিক পরিসরে যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তার জন্য হুমকিবিষয়ক ওই প্রতিবেদনে সাবধান করা হয়েছে যে চীন, ইরান ও রাশিয়া বর্তমান আন্তর্জাতিক বিধিবিধানভিত্তিক বিশ্বব্যবস্থাকে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রের গোয়েন্দা মহলের সামগ্রিক উপলব্ধি প্রতিফলিত হয়েছে প্রতিবেদনে। এতে বলা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্র ক্রমবর্ধবান ভঙ্গুর বিশ্বব্যবস্থার মুখোমুখি হচ্ছে। বৃহৎ শক্তিগুলোর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এ ব্যবস্থা নাজুক হচ্ছে। তা ছাড়া আন্তঃদেশীয় চ্যালেঞ্জ ও আঞ্চলিক

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ৪

রমজান আসলেই কি দাম বেড়ে যায়?

নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য

প্রতিবছর রমজানে একটা ঘোলাটে পরিস্থিতি তৈরি করতে সোচ্চার একটি চক্র।

তানভীর সিদ্দিকী

বিষয়টি নতুন নয়। বারবার ঘটছে। এমনকি এ আচরণ ধর্মীয় ভাবমূর্তির সাথেও যায় না। অনেকটা ধর্ম বিরোধী। কিন্তু ঘটেই চলেছে। রমজান আসলেই জিনিস পত্রের দাম বাড়ে বাংলাদেশে। শুধু বাড়ে না, এক লাফে দ্বিগুন তিনগুন হয়ে যায়। যেমন গেল সপ্তাহে বেগুন ছিল প্রতি কেজি ৩০ থেকে ৪০ টাকা । সেই বেগুন হয়ে গেছে ১০০ থেকে ১২০ টাকা। অথচ এই বেগুন আগে থেকে বাগানে বড় হয়ে আছে।

এভাবে রমজানে একটা ঘোলাটে পরিস্থিতি তৈরি করতে সোচ্চার

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ১

কাঁদছেন স্বজনরা

ঢাকা অফিস

ভারত মহাসাগরে সোমালিয়ার জলদস্যু দলের কবলে বাংলাদেশি 'এমভি আবদুল্লাহ' জাহাজের ২৩ নাবিক ও ক্রু নিয়ে উৎকণ্ঠা বেড়েই চলেছে। প্রাণ সংশয়ের আশঙ্কায় স্বজনরা উদ্বিগ্ন। সুস্থ অবস্থায় ফিরে পেতে কারও মা জায়নামাজে বসে তসবিহ জপছেন তো বাবা ছুটছেন জাহাজটির মালিক কোম্পানির কার্যালয়ে। ছোট ছোট ছেলেমেয়ে বাবার জন্য ব্যাকুল, করছে কান্না। বুকে পাথর চেপে তাদের সান্ত্বনা দিচ্ছেন মা। দেশের স্বজনের চাওয়া, প্রিয় মানুষ সুস্থ অবস্থায় দ্রুত ফিরে আসুক। এ জন্য সরকার ও জাহাজের মালিক উদ্যোগ নিক।

ক্ষমা করো, হয়তো এটাই শেষ যোগাযোগ

এমভি আবদুল্লাহর দ্বিতীয় প্রকৌশলী তৌফিকুল ইসলাম খুলনা নগরীর সোনাডাঙ্গার করিমনগর এলাকার মো. ইকবাল ও দিল আফরোজা দম্পতির ছেলে। তিন ভাইয়ের মধ্যে সবার ছোট

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ৪

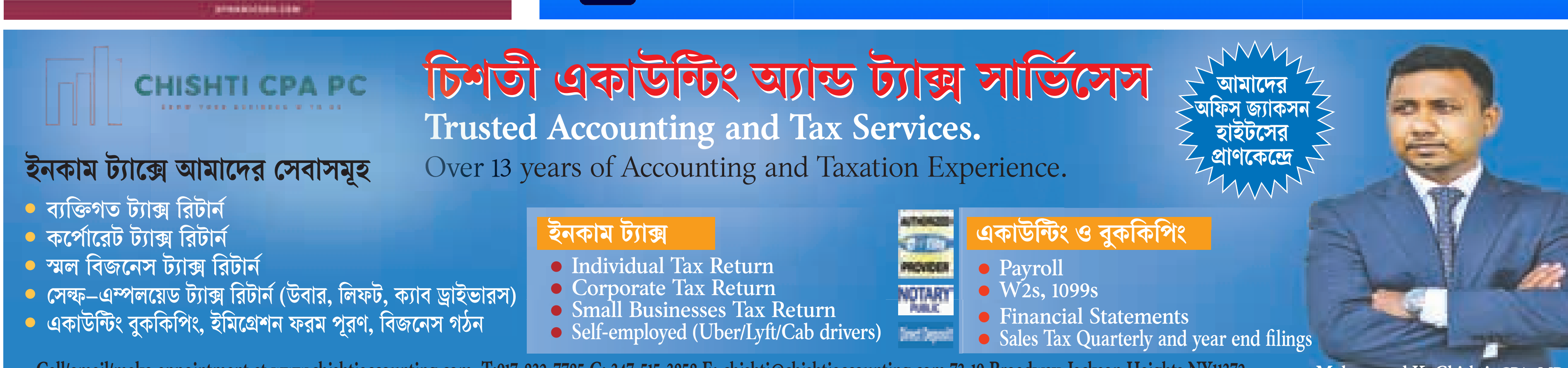

Queens Social Adult Day Care Center Inc

কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইন্‌ক

কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইন্‌ক একটি ডে-কেয়ার সার্ভিস সেন্টার। আমরা লিঙ্গ, জাতি অথবা ধর্ম বৈষম্যহীনভাবে সবধরণের গ্রাহক সেবা প্রদান করি। আমরা দুরারোগে অসুস্থ্য এবং প্রতিবন্ধী গ্রাহকদের, প্রবীণ ব্যক্তিদের নিরাপদ এবং উপযুক্ত ডে-কেয়ার সার্ভিস প্রদান করে থাকি। আমরা নিশ্চিত করি যেন গ্রহক মানসম্পন্ন সেবা আমাদের সেন্টার থেকে পেতে পারেন যাতে করে তাকে কোন নার্সিং হোমে যেতে না হয়। মেট্রোপলিটন এলাকায় আমাদের অভিজ্ঞ কর্মীরা সর্বাত্মক ডে-কেয়ার সেবা প্রদান করে থাকেন।

ব্যক্তিগত পরিচর্যা

আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য গ্রাহককে সাহায্য করা। আমরা গ্রাহকের ব্যক্তিগত চাহিদা সম্পর্কে পরিপূর্ণ পরিচর্যার পরিকল্পনা তৈরী করি। পরিচর্যা পরিকল্পনাসমূহ হচ্ছেঃ

- নাস্তা ও দুপুরের খাবার পরিবেশন (হালাল)
- ফিল্ডট্রিপস (পিকআপ এন্ড ড্রপস)
- ডায়াবেটিক প্রতিরোধক কার্যক্রম
- নিম্নলিখিত সেবাসমূহে আবেদনে সহায়তা (মেডিকেইড, মেডিকেয়ার, ফুড স্ট্যাম্প, এসএসআই, উইক, অক্ষমতা আয়, চাইল্ড সাপোর্ট, নগদ সহায়তা, ভাড়া, এইচইএপি)
- চুলকাটা ও প্রসাধনী সহায়তা
- ওজু ও নামাজের ব্যবস্থা
- টেলিভিশন, ইন্টারনেট ও কম্পিউটার
- ইংরেজী ও কম্পিউটার ক্লাস
- সংগীত চর্চা ও শোনার ব্যবস্থা

শিক্ষা কার্যক্রম
- কম্পিউটার ও প্রযুক্তি দক্ষতা প্রশিক্ষণ
- গ্রন্থাগার

শারিরীক স্বাস্থ্য কার্যক্রম
- ইয়োগা, তাইচি, ব্যয়াম ও জিমের ব্যবস্থা
- ফিজিক্যাল থেরাপী

মানসিক স্বাস্থ্য পরামর্শ
- রিলাক্সেশন স্কিল ট্রেনিং
- পরামর্শ এবং সহায়তা গ্রুপ
- মানসিক স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট

বিনোদনমূলক কার্যক্রম
- পিকনিক
- যাদুঘর ভ্রমণ
- সমূদ্র সৈকতে পার্টি
- নৌ-ভ্রমণ ও মৎস শিকার

আধ্যাত্মিক কার্যক্রম
- শান্ত সময়
- ধ্যান

অবসর কার্যক্রম
- কেরাম বোর্ড
- লুডু
- দাবা
- ধাঁধা
- অধ্যায়ন

We speak Spanish, Urdu, Hindi & Arabic

আমরা নিজস্ব ট্রান্সপোর্টে ফ্রি পিকআপ এবং ড্রপস করে থাকি

আমরা ৭ দিনই খোলা

For details information please contact

ENGINEER MAHFUZUL HAQUE

MS in Telecom (Pace University, NY), US Coast Guard Licensed Captain

148-41 Hillside Ave, Jamaica, NY 11435

718-647-4444, 646-591-6782 | info@qsadcc.com | www.qsadcc.com

Fame Tech

Become a Backend Developer

Have you been thinking about starting your career as a software developer?

Have you been working as a QA or automation engineer, and want to move to software development?

Did you know backend and frontend developer's salary starts from 120k+, and sky's the limit?

Backend Development :
- Java
- Spring Boot
- Mongo BD
- REST API
- Software testing (Unit, Component, Integration)

Frontend Development :
- React JS
- Material US
- Fetch

37-07 74th street, Suite-3
Jackson Heights, NY-11372
+1(914) 468-3475

raju law
ONE OF THE TOP IMMIGRATION LAW FIRMS IN THE USA

আপনি কি জানেন?

ব্যাচেলর ডিগ্রী থাকলেই H1-B ভিসা আপনাকে দিচ্ছে দ্রুততম সময়ে আমেরিকায় থাকা ও কাজের সুযোগ

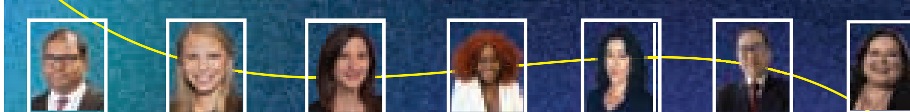

Raju Mahajan, Esq. | Chelsea Smith, Esq. | Rachael Eva Warner Gilburd, Esq. | Ericline M. Williams, Esq | Stephanie Mazzotta, Esq. | John P. Yun, Esq. | Amanda V. Skiscim, Esq.

Head Office (Washington DC)
301-919-3610

BRANCH OFFICES
Atlanta : 770-655-9166, 458-272-5793
Los Angeles : 323-499-5815, 213-729-9345
Bangladesh : 01602-270365, 01760-697648, 01728-383454

NEW YORK OFFICE
118-35 Queens blvd.
Suite 400, Forest Hills
NY 11375

934-345-7003
info@rajulaw.com
833-725-8529 (24x7)

জ্যামাইকার সাটফিন বুলেভার্ডে এই প্রথম বাংলাদেশি ডাক্তার

আমরা ইমিগ্রেশনের জন্য মেডিকেল করি

মোহাম্মদ এ. ওয়াহিদ, এমডি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

আমাদের সেবাসমূহ
- যত্নসহকারে পূর্ণাঙ্গ স্বাস্থ্যসেবা দেওয়া হয়
- প্রাইমারি কেয়ার/ইন্টারনাল মেডিসিন
- রক্ত, প্রস্রাব, ইকেজি, সনোগ্রাম, এলার্জি পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
- হজ ও ওমরাহ যাত্রীদের জন্য ফ্লু/ভ্যাকসিন
- জব, স্কুল, টিএলসি সম্পর্কিত শারীরিক পরীক্ষা (ফিজিক্যাল এক্সাম)
- হেলথ ইনসুযরেন্স ছাড়া রোগীদের বিশেষভাবে চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে
- ফ্রি ব্লাড প্রেসার ও ডায়াবেটিস পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
- স্কুল ফর্ম পূরণ, WIC ফর্ম, PAP Smear পরীক্ষা, ড্রাগ টেস্ট করা হয়
- স্কুল–কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
- প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা হয়।
- অন্য সব ধরনের চিকিৎসা অত্যন্ত যত্নসহকারে করা হয় এবং পরার্মশ দেওয়া হয়।
- আমরা প্রায় সব ধরনের ইনসুরেন্স গ্রহণ করে থাকি।
আমাদের অফিস প্রায় ৭ দিনই খোলা।

আপনি জানেন কি?
- বাংলাদেশি ও ভারতীয় অভিবাসীদের হৃদরোগের আশঙ্কা অন্যান্য আমেরিকানদের চেয়ে বেশি।
- আপনার কোলেস্টেরল, ব্লাড প্রেসার, ডায়াবেটিস, হার্টের অসুখ, থাইরয়েড, এ্যাজমা (হাঁপানি), বাতের ব্যথা, চর্মরোগ, এলার্জি, যৌন রোগসহ যাবতীয় মেডিকেল সমস্যার জন্য পরীক্ষা এবং চিকিৎসা করিয়ে নিন।
- নিয়মিত শারীরিক পরীক্ষা ও বয়স অনুযায়ী নির্ধারিত SCREEN করিয়ে ভবিষ্যৎ রোগের আশঙ্কা সম্পর্কে জেনে নিন।

রুবিনা আক্তার, এমডি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

WAHID MEDICAL PLLC
147-28, Hillside Avenue, Jamaica, NY-11435
Tel: 718-487-3671, Fax: 718-487-3715

Gehi & Associates
ATTORNEYS AT LAW
www.gehilaw.com

Grand Opening
আমরা এখন Jackson Height
ফ্রি কনসালটেশন

74-09 37th Ave, Suite 205, Jackson Heights, NY 11372 — TEL: 718-263-5999
104-05 Liberty Ave, Ozone Park, NY-11417 — TEL: 718-577-0711
173-29, Jamaica Ave, Jamaica, NY-11432 — TEL 718-764-6911

*ইমিগ্রেশন *ব্যাংক্র্যাপসি *ক্রেডিট কার্ড মেটার *ডিভোর্স *সিটিজেনশিপ *চাইল্ড কাস্টডি *চাইল্ড সাপোর্ট অর্ডার অব প্রোটেকশন *সব ধরনের ভিসা ও ফিয়ানসি ভিসা প্রসেসিং

আমরা বাংলায় কথা বলি

- Do you want apply for a green card?
- Are you having credit card problems?
- Has your bank account been sealed?
- Are you being deported?
- Are you unable to pay your debts?
- Are you getting harrassed by creditors?

WE ARE OPEN 7 DAYS a week

IF YOU ANSWERED YES, WE CAN HELP YOU TO RESOLVE YOUR DEBT, IMMIGRATION, BANKRUPTCY AND CREDIT CARD MATTERS.

ON MANY OCCASIONS, OUR CLIENTS DEBTS WERE CLEARED WITHOUT PAYING ANYTING TO THEIR CREDITORS, PRIOR RESULTS DO NOT GUARANRTEE FUTURE OUTVCOME

CALL: 718-263-5999

*তুলনামূলকভাবে কম ফি *সন্ধ্যা এবং সাপ্তাহান্তে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

সুরাইয়া রহমান

সিঙ্গাপুরে দেখেছি, জিনিসপত্রের দাম দ্বিগুণ-তিন গুণ

জানালেন ওবায়দুল কাদের

ঢাকা অফিস

ওবায়দুল কাদের

আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেছেন, 'সিঙ্গাপুরে রুটিন হেলথ চেকআপে গিয়েও আমি দেখেছি সেখানে জিনিসপত্রের দাম দ্বিগুণ-তিন গুণ বেড়েছে। আমাদের দেশে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে চেষ্টা হচ্ছে। এখানে সরকার নিষ্ক্রিয় নেই। প্রধানমন্ত্রী সারাক্ষণ সংকট মোকাবিলায় সময় দিচ্ছেন।'

বৃহস্পতিবার সকালে রাজধানীর বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউয়ে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এক মতবিনিময় সভায় ওবায়দুল কাদের এসব কথা বলেন। দেশের দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'আমাদের এখানে কোনো অবহেলা নেই। সরকার সব পদক্ষেপ যথাযথভাবে চেষ্টা করছে। গ্যাস, জ্বালানি, দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির মুখোমুখি সারা দুনিয়াই। আমেরিকা, ইউরোপ, উন্নত-অনুন্নত বিশ্বেও এই সংকট।'

বাজার সিন্ডিকেট ও মজুতদারির সঙ্গে কারা জড়িত ও তাদের সঙ্গে বিএনপির কোনো যোগসাজশ আছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলেও জানান ওবায়দুল কাদের। তিনি বলেন, 'রমজান মাসে সরকারকে বিব্রত করার জন্য সিন্ডিকেট থাকতে পারে। খতিয়ে দেখতে হবে এ ধরনের অপকর্মের সঙ্গে বিএনপির সম্পৃক্ততা আছে কি না।'

বাজারে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি নিয়ে সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী বলেন, 'চলমান বৈশ্বিক যে পরিস্থিতি, অর্থনৈতিক সংকট সারা বিশ্বে আজ যে অস্থিরতা চলছে তার প্রভাব বাংলাদেশেও পড়বে।

আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বলেন, 'বাংলাদেশে এই সংকটের মধ্যেও নির্বাচনে বিএনপি আসেনি। আন্দোলনে ব্যর্থ হয়ে নির্বাচন যখন হয়েই যাচ্ছে তখন তারা বলেছিল, বাংলাদেশে নির্বাচনের পর মার্চ মাসে দুর্ভিক্ষ হবে। আমাদের ক্রয়ক্ষমতা আছে। এখনই গ্রাম পর্যন্ত আলোকসজ্জা শুরু হয়ে গেছে। একটা লোকও কি না খেয়ে মারা গেছে?'

নিউইয়র্কে স্নিগ্ধতা ছড়াচ্ছে চেরি ফুল

নিউজ ডেস্ক

বরফ জমা শীতের সময় শেষ। প্রকৃতি এখন কিছুটা উষ্ণ, সূর্যও আগের থেকে প্রখর রোদ দিচ্ছে। সকালের দিকে তাপমাত্রা কিছুটা কম থাকলেও বেলা বাড়ার সাথে সাথে তা বাড়তে থাকে। নিউইয়র্কের প্রকৃতিতে এখন বসন্তের শুরু। আগের বছরের মতো এবারও জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে খানিকটা আগেই ধরা দিচ্ছে বসন্তের চিত্র। শহরের বিভিন্ন পার্ক কিংবা সড়কে শোভা পাচ্ছে সাদা-গোলাপি রঙের চেরি ফুল। আর চেরির সৌন্দর্য স্নিগ্ধতা ছড়াচ্ছে চারদিক।

জানা গেছে, মার্চের শেষের দিকে কিংবা এপ্রিলের শুরুর দিকে বেশি সংখ্যক চেরি ফুটে থাকে। তবে সম্প্রতি সময়ে মার্চের শুরু থেকেই চেরি ফুলের দৃশ্য চোখে পড়ে। এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি। নিউইয়র্কের সেন্ট্রাল পার্ক, ব্রুকলিন বোটানিক্যাল গার্ডেন, ব্রঙ্কস বোটানিক্যাল গার্ডেনসহ বিভিন্ন স্থানে এখন শোভা পাচ্ছে চেরি ফুল।

এনওয়াইসি পার্কের ওয়েবসাইট অনুসারে, ওকামে গাছে (ছোট গোলাপী ফুল) মার্চের মাঝামাঝি থেকে শেষের দিকে চেরি ফুটতে শুরু করে। তারপরে ইয়োশিনো চেরি এবং শেষ পর্যন্ত কোয়ানজান চেরি গাছ, যেগুলোর ফুলে গোলাপি ফুল রয়েছে। যারা পুরো এপ্রিল জুড়ে ফোটে।

সরজমিনে দেখা যায়, পত্রপল্লবহীন বিমর্ষ ন্যাড়া-গাছগুলো প্রাণ পেতে শুরু করে। গাছের ডালে ডালে ফোটে আছে নানান রঙের ফুল। কিছু ডালে কলিরা ফোটার অপেক্ষায় পাপড়ি মেলছে। হালকা বাতাসে দৌল খাচ্ছে সাদা-গোলাপি ফুল। দূর থেকে দেখলে মনে হয় গাছের ডালে ডালে পরীরা পাখা মেলে বসে আছে। শত-সহস্র ফুলে চেয়ে যাওয়া গাছগুলো যেন বিলিয়ে বেড়াচ্ছে সৌন্দর্যের অমেয় সুধা।

সেন্ট্রাল পার্কের ওয়েবসাইট অনুসারে—চেরি হিল, পিলগ্রিম হিল এবং শীপ মেডোর গাছগুলো এখনও প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে। ব্রুকলিন বোটানিক্যাল গার্ডেনের মানচিত্র বলছে, বেশিরভাগ চেরি ফুল এই মুহূর্তে প্রি-ব্লুম পর্যায়ে রয়েছে। ব্রঙ্কসের বোটানিক্যাল গার্ডেনে গ্রেডিয়েন্ট গ্রাফ অনুযায়ী, সেখানে ফুলগুলি বর্তমানে প্রস্ফুটিত হচ্ছে। দেখে মনে হচ্ছে চেরি ফুল এবং ড্যাফোডিল সবেমাত্র সেখানে ফুটতে শুরু করেছে। কিন্তু ম্যাগনোলিয়াস, অ্যাজালিয়াস এবং লিলাকগুলি এখনও ফুটেনি।

بسم الله الرحمن الرحيم

রূপসী চাঁদপুর ফাউন্ডেশন নিউইয়র্ক, ইন্‌ক
RUPOSHI CHANDPUR FOUNDATION NEW YORK, INC.

ইফতার ও দোয়া মাহফিল ২০২৪

তারিখঃ
১৮ মার্চ সোমবার
স্থানঃ
নবান্ন রেস্টুরেন্ট এন্ড পার্টি সেন্টার
37-22 73rd St,
Jackson Heights
NY 11372

সম্মানিত সুধী,
আসসালামু আলাইকুম। আসছে ১৮ মার্চ, ২০২৪, রোজ সোমবার রূপসী চাঁদপুর ফাউন্ডেশন ইন্‌ক, নিউইয়র্ক এর উদ্যোগে ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে।
উক্ত ইফতার ও দোয়া মাহফিলে আপনি স্বপরিবারে আমন্ত্রিত।

আমন্ত্রণে

মু. ফখরুল ইসলাম মাছুম
সভাপতি
৬৪৬-৪৩৬-৬৮৩০

নূরে আলম মনির
সাধারণ সম্পাদক
৬৪৬-৫৭৫-৪০৯৭

মোঃ আবু ছাদেক
আহ্বায়ক
(৬৪৬-৬৪২-৮২৪৭)

মোঃ আবুবকর
সদস্য সচিব
(৯২৯-২৬১-৯৯৬৭)

সম্পাদকীয়

সংযম ও আত্মশুদ্ধির এই মাস রমজান ও বাস্তবতা

প্রতিবছর সংযম ও আত্মশুদ্ধির মহান বার্তা নিয়ে আমাদের মাঝে আসে পবিত্র মাহে রমজান। পৃথিবীর সব দেশেই আসে। লোভ, হতাশা, সংকীর্ণতা, ক্রোধ, দুর্নীতি অসততা ইত্যাদি অসৎগুণাবলি সমাজকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে যায়। এগারো মাস চলে আসা এ পঙ্কিল জীবন থেকে মুক্তির পথ দেখায় সিয়াম। সিয়াম কুপ্রবৃত্তিগুলোকে দমন করে নির্লোভ, নিরহঙ্কার, সমাজ হিতৈষী, হতাশামুক্ত জীবন গঠনে সহায়তা করে। সালাতের পরই সার্বজনীন গুরুত্বপূর্ণ ফরজ ইবাদত রমজান মাসের সিয়াম। এর মধ্যে আত্মিক বা আধ্যাত্মিক এবং স্বাস্থ্যগত দ্বিবিধ উপকারিতা রয়েছে। সিয়ামে অসৎগুণাবলি থেকে যেমন আত্মাকে রক্ষা করা যায় তেমনি খাদ্যাভ্যাস নিয়ন্ত্রিত হয়ে স্বাস্থ্যেরও উপকার হয়। সারাবছরের পাপ ও আত্মশুদ্ধির জন্য মহান আল্লাহর কাছে মাগফেরত কামনা করে ধর্মপ্রাণ মুসলমান। বিগত দিনের ভুলত্রুটি ও অন্যায়ের জন্য মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে। কিন্তু আমাদের মাঝে আসা এই পবিত্র রমজান যেন হাজির হয় একটু ভিন্ন আঙ্গিকে। রমজান আসলেই যেন এদেশের বাজারে আগুন লাগে। অনেক ঢাকঢোল পিটিয়ে সে আগুন আয়ত্ত্বে রাখার চেষ্টা করলেও কোন এক অদৃশ্য শক্তির কাছে পরাজিত হয় সব চেষ্টা ও কলা কৌশল। প্রতিবছর রমজানের আগে এই মহড়ার পূনরাবৃত্তি ঘটলেও মজুদার, মুনফাখোররা অঘোষিত আর পূর্ব পরিকল্পনা মোতাবেক নিজ নিজ দায়ত্ব পালনে থাকেন দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। ফলে সাধারণ জনগন প্রতি রমজানেই পুড়তে থাকে এক অদৃশ্য অনলে। মহান আল্লাহর দরবারে তার এবাদত বন্দেগী দ্বারা তার পাপ মোচন করতে পারলেও বাজারের আগুনে সে ঝলসাতে থাকে প্রতিনিয়ত। এর থেকে তার কোন পরিত্রান নাই। পবিত্র রমজানকে সামনে রেখে মূল্যবৃদ্ধির এই খেলা কেবলমাত্র আমাদের দেশেই সম্ভব। বিশ্বের আর সব মুসলিম দেশেই পবিত্র রমজান এলে জিনিষপত্রের মূল্য কমে, সকল জনগণের মাঝেই সংযম বাড়ে। আর আমাদের দেশে মানুষের মাঝে অসংযমতা বৃদ্ধি পায় আর সেই সুযোগে জিনিস পত্রের মূল্য বৃদ্ধিপায়। জনগণ যেন এই মাসে বেহিসেবীর মত খরচ করতে পিছপা হন না। তারা ভুলে যান রমজান সংযমের মাস। এ থেকে মনে হয় মানুষ মানুষকেই বেশি ভয় করে, আল্লাহকে নয়। সারাদিন অভুক্ত থেকে ইফতারী ও সেহরীতে বাহুল্য অতিআয়োজন ও অপচয় করার নাম সংযম বা রোজা নয়। প্রতিক্ষেত্রে সংযম প্রদর্শন করাই রমজানের আদর্শ।

বর্তমান বিশ্বের দ্রুত গতির জীবনধারা, বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতি এবং বিভিন্ন ধর্মীয় বিশ্বাসের সৌন্দর্যের যে ব্যাপ্তি তৈরি হয়েছে, মানবসভ্যতার বিকাশে এর গুরুত্ব অপরিসীম। ইসলাম এক শান্তিপূর্ণ ধর্ম। এ ধর্মের প্রতিটি নির্দেশ ও আমলের পেছনে যেমন রয়েছে আধ্যাত্মিকতা, ঠিক এর বিপরীতে রয়েছে বিজ্ঞানময় ব্যাখ্যা। ইসলামে যেসব বিধিবিধান সরাসরি মানুষকে সংযত, আত্মশুদ্ধি ও আধ্যাত্মিক চেতনা ও প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করে, মাহে রমজানের সিয়াম সাধনা তথা রোজা তার মধ্যে অন্যতম। রমজান পালন আধ্যাত্মিকতা, ব্যক্তি ও সম্প্রদায়ের আত্ম-উন্মেষের আলোকবর্তিকা হিসাবে কাজ করে। রমজান ইসলামিক চন্দ্র ক্যালেন্ডারের নবম মাস। এই মাসটি বিশ্বব্যাপী মুসলমানদের জন্য গভীর তাত্পর্য বহন করে, তবে এর প্রাসঙ্গিকতা ধর্মীয় সীমানা ছাড়িয়ে সমসাময়িক বিশ্বের জন্য অমূল্য আধ্যাত্মিক সাংস্কৃতিক আন্দোলনে রূপ নিয়েছে।

মাহে রমজানে সমাজের স্থিতিশীলতা, শান্তি, সম্প্রীতি ও নিরাপত্তার সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিদ্যমান। সমাজের প্রত্যেক ধর্মপ্রাণ মানুষ যদি মাহে রমজানের মতো অন্যান্য মাসেও আত্মসংযমের সঙ্গে জাতি-ধর্ম-বর্ণ ও দলমতনির্বিশেষে সব ধরনের বিরোধ এড়িয়ে যান, তাহলে কোনো রকম সামাজিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয় না। সমাজ-জীবনে পরস্পরের প্রতি সাহায্য-সহযোগিতা, সহানুভূতি ও সহমর্মিতা প্রদর্শনের ক্ষেত্রে এবং সাম্য, মৈত্রী, ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের ক্ষেত্রে রোজার ভূমিকা অনস্বীকার্য। আজকের রমজানের এ সংযমের শিক্ষায় পৃথিবীতে চলমান সকল যুদ্ধ ও হানাহানি বন্ধ হোক, আমাদের সকলের মধ্যে মানবতাবোধ জন্ম হোক, আবারও পৃথিবীতে শান্তি ও সমৃদ্ধি ফিরে আসুক, মহান রাব্বুল ইজ্জতের কাছে এই মোনাজাত করি। সকলকে জানাই রমজানুল মোবারক।

দুঃখজনক হলেও রূঢ় সত্য এটাই যে, এমনই একটি পবিত্র সময়েও আমরা বাংলাদেশে বৃহত্তম মুসলিম দেশের নাগরিক হওয়া সত্ত্বেও দ্রব্যমূল্যের বৃদ্ধি আর ভেজাল খাদ্যের দাপটে প্রচণ্ডভাবে হিমশিম। অথচ খোঁজ নিলে দেখা যাবে, বিশ্বের বিভিন্ন মুসলিম দেশ রমজান উপলক্ষ্যে জিনিসপত্রের দাম কমিয়েছে এবং সরবরাহ বৃদ্ধি করেছে। বাংলাদেশে বইছে উল্টোস্রোত।

আমরা নিজেদের ধর্মপ্রাণ ভাবতে পছন্দ করি, কিন্তু ধর্ম প্রকৃত উপায়ে পালন করি না, বাস্তব জীবনে চর্চা করি না। আমাদের দেশের ধর্মীয় নেতাদের উচিত এ ব্যাপারে সক্রিয় ভূমিকা পালন করা; তারাই পারেন সাধারণ মানুষকে ধর্মের প্রকৃত বার্তা বুঝতে সহযোগিতা করা। প্রকৃত বার্তা গ্রহণ না করে আমরা যদি ধর্মের ব্যাপারে কেবল আচার-সর্বস্ব থেকে যাই, তাহলে সমাজ থেকে অন্যায়-অনাচার আর ধনী-গরিবের বৈষম্য দূর করা কঠিনই হবে।

বৈষয়িক প্রত্যাশা বা আকাঙ্ক্ষা এবং সব ধরনের লোভের ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করাই সংযম। এ মাসে যেখানে দরিদ্রের না খেয়ে থাকার কষ্ট, বেঁচে থাকার জন্যে প্রয়োজনীয় ন্যূনতম সম্পদ না থাকার কষ্ট বোঝার সাধনা করার কথা, সেখানে যদি ব্যবসায়ীরা কেবল বেশি মুনাফার লোভে প্রতিদিনের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম বাড়িয়ে দেন, এই অসততা মেনে নেয়া যায় না। খাদ্যাভ্যাসে সংযমের পরিবর্তে দেখা যায় ইফতারের বাজারের রমরমা বাণিজ্য; এতো চটকদার ইফতার আয়োজন কোনোভাবেই সংযমের পরিচয় বহন করে না। আর ভেজাল ও ক্ষতিকর দ্রব্য মিশিয়ে সেসব খাবারকে বাহারি ও সুস্বাদু করার যে প্রবণতা ইফতারি বিক্রেতাদের মধ্যে দেখা যায়, তা রোজাদারদের সঙ্গে কেবল প্রতারণাই নয়, রীতিমতো অপরাধ। আমরা ধর্মকে ভয় হয়তো পাই, কিন্তু ধর্মের শিক্ষা গ্রহণ করি না।

রমজান মাস উপবাস পালনের মাস। যাতে ধনীরা অভাবী মানুষের ক্ষুধার যন্ত্রণা উপলব্ধি করতে পারেন। কিন্তু আমরা রমজানকে ভোজের আয়োজনে পরিণত করি। পানাহারের প্রতি এত বেশি মনোযোগী হই, যাতে ইবাদতে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়। সামর্থ্যবানেরা এত বেশি বাজার করেন, এতে গরিব মানুষ কেনার সুযোগ পায় না, যা রমজানের শিক্ষার ও উদ্দেশ্যের পরিপন্থী। সহমর্মিতার এ মাসে আমাদের আশপাশে প্রতিবেশী ও আত্মীয়স্বজন যাঁরা অভাবী আছেন, তাঁদের ইফতার ও সাহ্রির ব্যবস্থা করা আমাদের আমাদের সবার নৈতিক দায়িত্ব।

রোজার সুযোগ নিয়ে অসাধু ব্যবসায়ীদের কিছু পণ্যের দাম বাড়িয়ে পরিস্থিতি অস্থিতিশীল করার চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে । চিনির শুল্ক কমানো হলেও পণ্যটির দাম এক টাকাও কমেনি। কারণ ছাড়াই পোলট্রি মুরগির দাম অযৌক্তিকভাবে বাড়িয়ে দ্বিগুণ করা হয়েছে। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়ার ঘোষণা দিয়েছে সরকার। ব্যবসায়ী সংগঠনগুলো লাইসেন্স বাতিলের হুমকি দিচ্ছে; তবে এসবে পাত্তা দিচ্ছে না বাজার সিন্ডিকেট।

দুঃখজনক হলেও রূঢ় সত্য এটাই যে, এমনই একটি পবিত্র সময়েও আমরা বাংলাদেশে বৃহত্তম মুসলিম দেশের নাগরিক হওয়া সত্ত্বেও দ্রব্যমূল্যের বৃদ্ধি আর ভেজাল খাদ্যের দাপটে প্রচণ্ডভাবে হিমশিম। অথচ খোঁজ নিলে দেখা যাবে, বিশ্বের বিভিন্ন মুসলিম দেশ রমজান উপলক্ষ্যে জিনিসপত্রের দাম কমিয়েছে এবং সরবরাহ বৃদ্ধি করেছে। বাংলাদেশে বইছে উল্টোস্রোত। অবাধে দাম বাড়ানো হচ্ছে এবং সৃষ্টি করা হচ্ছে কৃত্রিম সঙ্কট। এক শ্রেণির ব্যবসায়ীর ধর্ম ও নৈতিকতা প্রশ্নের সম্মুখীন। ব্যবসার নামে যদি এহেন অনৈতিকতা ও অমানবিকতা প্রদর্শন করা হয়, তাহলে যে রমজান উচ্চ নৈতিক চরিত্র, উন্নত মানবতাবোধ, ত্যাগ, পরহিত, কৃচ্ছ্বতার শিক্ষা দেয়, সেই পবিত্র মাসের আমল-ইবাদতের সঙ্গে চরম অবমাননাই করা হয়।

বিশ্ব রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট বিবেচনা করলেও, কৃত্রিম সংকটের কারণে দেশের বর্তমান দ্রব্যমূল্যে নাভিশ্বাস মধ্যবিত্তের। এরমধ্যে চলমান রমজানে যদি আরেক দফা দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায়, তাহলে সাধারণ মানুষের কী অবস্থা হতে পারে- সেটি সহজেই চিন্তা করা যায়।

মানবিক মূল্যবোধের চর্চাই পারে মানুষকে সত্যিকারের মানুষ হতে সাহায্য করতে। বাহ্যিক সৌন্দর্যের পরিচর্যার পাশাপাশি অন্তরের সৌন্দর্যেরও পরিচর্যা করা উচিত। জাগ্রত মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন মানুষ কখনো অন্যায় করতে পারে না, কখনো তার দ্বারা অপরের ক্ষতি হতে পারে না। বিবেককে সঙ্গী করে যে সুবোধ তৈরি হয়, তা দ্বারা মানুষ ভুল পথে পরিচালিত হতে পারে না। তাই প্রত্যেকের উচিত মানবিক মূল্যবোধের চর্চা করা। তবেই বদলে যাবে জাতি, বদলে যাবে দেশ।

পাকিস্তানি প্রলোভনের ফাঁদে বুদ্ধিজীবীরা

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

প্রলোভন ও ভীতির সাহায্যে বুদ্ধিজীবীদের বিচ্ছিন্ন করার কাজ পাকিস্তান আমলে অবিরাম চলেছে এবং সফলতাও এসেছে এই দরিদ্র দেশে, ভয়ের দেশে। তবে প্রলোভন ও ভীতির বাইরেও পাকিস্তান যে একটা আদর্শভিত্তিক রাষ্ট্র, এ রকম কথা কেউ কেউ বলেছেন নিজেদের বিশ্বাস থেকে।

আমাদের দেশের বুদ্ধিজীবীদের প্রসঙ্গে বলতে গেলে বলতে হয়, সবাই না হলেও অনেক বুদ্ধিজীবী পাকিস্তানি প্রলোভনে পড়ে পাকিস্তানবাদীতে পরিণত হয়েছিলেন। তবে স্বীকার করতে হবে দেশের বুদ্ধিজীবীরা যে পরিমাণে দেশের সাধারণ মানুষের স্বার্থের সঙ্গে নিজেদের স্বার্থকে যুক্ত করতে পেরেছেন, সেই পরিমাণেই তাঁরা প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করেছেন বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে অনিবার্য করে তুলতে। কিন্তু বলাই বাহুল্য, বুদ্ধিজীবী সমাজের সব মানুষ সব সময় সাধারণ মানুষের সঙ্গে থাকেননি। তাঁরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন নিজেদের স্বার্থকে জনসাধারণের স্বার্থ থেকে স্বতন্ত্র হিসেবে দেখে।

এটা মোটেই অস্বাভাবিক কিছু ছিল না, বিশেষ করে অপেক্ষাকৃত পরিণত বয়সের বুদ্ধিজীবীদের পক্ষে। বুদ্ধিজীবীরা ছিলেন এ দেশের উঠতি মধ্যবিত্ত শ্রেণির লোক এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণি চিরদিনই আত্মস্বার্থ সচেতন। তরুণ বয়সে আত্মত্যাগের সাহস থাকে, পরিণত বয়সে আসে বিষয়বুদ্ধি। তাই পরিণত বয়সের বুদ্ধিজীবীরা স্বভাবতই সজাগ ছিলেন, ছিলেন আত্মসচেতন। এর আরও একটা কারণ ছিল। উঠতি মধ্যবিত্ত শ্রেণির ভিত্তি ছিল অর্বাচীন ও দুর্বল। তাই এই শ্রেণির লোকদের পক্ষে কোনো ঝুঁকি নেওয়া কঠিন ছিল। দেশভাগের আগে মুসলমান মধ্যবিত্তরা দেখেছিল অবিভক্ত বাংলার তুলনায় অধিকতর পুরোনো ও প্রতিষ্ঠিত হিন্দু মধ্যবিত্তের সঙ্গে প্রতিযোগিতার কারণে তাদের নিজস্ব শ্রেণিগত বিকাশের সুযোগ খুব সংকীর্ণ। আশা ছিল পাকিস্তানে সেই বিকাশ অনেক সহজ ও দ্রুত হবে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর মধ্যবিত্তদের মধ্যে তাই একটা ব্যস্ততা দেখা গিয়েছিল নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করার। বুদ্ধিজীবীরাও ব্যস্ত ছিলেন। কিন্তু সুবিধা যতটা আশা করা গিয়েছিল, ততটা পাওয়া যায়নি। সুযোগ অবাধ হয়নি, কিছুটা দ্রুত হয়েছিল যদিও। হিন্দুরা চলে যাওয়ায় চাকরি খালি হয়েছিল, সেগুলো পাওয়া গেল। কিন্তু ওই পর্যন্তই।

হিন্দু মধ্যবিত্তের জায়গায় নতুন প্রতিযোগী এসে জুটেছে, পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যবিত্ত, যারা আগে থেকেই অনেকটা প্রতিষ্ঠিত ছিল। ব্যবসা-বাণিজ্য তো বটেই, বাংলাদেশের মধ্যবিত্তের প্রধান যে অবলম্বন চাকরি, সেই চাকরির ক্ষেত্রে পশ্চিম পাকিস্তানিরা যে শক্তিশালী প্রতিযোগী হয়ে দেখা দিল তা-ই নয়, চাকরির তারা মালিকও হয়ে রইল। ছোট-বড় সব রকমের চাকরির। স্পষ্ট সত্য হয়ে দাঁড়াল এই, পশ্চিম পাকিস্তানিদের অসন্তুষ্ট করলে জীবিকার্জনের পথ সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যাবে, তুষ্ট করলে উন্নতি কিছু ঘটতে পারে। প্রধানত এই অর্থনৈতিক কারণেই বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবী সমাজের একাংশ সাধারণ মানুষের কাছ থেকে দূরে সরে গিয়েছিল, সরে গিয়ে পাকিস্তানের গুণগানে ব্রতী হয়েছিল। এ কাজ করে তাদের লাভ হয়েছে ব্যক্তিগতভাবে। তা ছাড়া সামনে প্রত্যাশার একটা দিগন্তও দেখা যাচ্ছিল।

বুদ্ধিজীবীদের প্রলোভন দেখানোর কাজ পাকিস্তান সরকার শুরু থেকেই করেছে। উদ্দেশ্যটা সহজ। সরকার চেয়েছে জনসাধারণকে শোষণ করতে। বুদ্ধিজীবীরা যদি জনসাধারণের অংশ হয়ে যান, জনসাধারণের সঙ্গে থাকেন, তবে তাঁরা মানুষের চোখ খুলে দিতে পারেন, চোখ খুলে দিলে শোষণ করতে অসুবিধা। আর যদি বুদ্ধিজীবীদের দিয়ে পাকিস্তানের মহিমা প্রচার করানো যায় তাহলে শোষণকাজটা আরও নির্বিঘ্নে হতে পারে। বুদ্ধিজীবীদের জীবনে যেহেতু অভাব ছিল সচ্ছলতার এবং লোভ ছিল স্বাচ্ছন্দ্যের, তাই অল্পতেই তাঁরা আকৃষ্ট হতেন। চাকরিতে উন্নতি, পুস্তকের জন্য পারিশ্রমিক পরবর্তীকালে তঘমা ও পুরস্কার, বিদেশ ভ্রমণের সুযোগ—এসবের সাহায্যে জনসাধারণ থেকে বুদ্ধিজীবীদের বিচ্ছিন্ন করার প্রয়াস সরকার করেছে, সফলও হয়েছে অনেক ক্ষেত্রে। বুদ্ধিজীবী সমাজের, লেখক, শিক্ষক, সাংবাদিক, ব্যবহারজীবী—তাঁদের মধ্যে বিশিষ্ট যাঁরা, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর তাঁদের প্রায় সবার জীবনেই সমৃদ্ধি এসেছে। তাই পাকিস্তানের প্রতি তাঁদের কৃতজ্ঞতাবোধ না থেকে পারেনি, তাঁদের জীবন ও সাধারণ মানুষের জীবন বিপরীত দিকে চলেছে অনিবার্যভাবেই।

তুলনায় যাঁরা প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন কম, তাঁদের পক্ষেও সরকারি বক্তব্য সমর্থন না করে উপায় থাকেনি। এর কারণ তাঁদের জীবনে অর্থনৈতিক নিরাপত্তাবোধের অভাবটা ছিল আরও বেশি, তাঁরা ভয় পেয়েছেন যে সামান্য ধাক্কাতেই তাঁরা গড়িয়ে পড়বেন নিচের খাদে এবং ধাক্কার আশঙ্কা সব সময়ই ছিল। সরকার শুধু প্রলোভনই দেখায়নি, ভয়ও দেখিয়েছে এবং প্রলোভনের তুলনায় ভয় কিছু কম শক্তিশালী ভূমিকা পালন করেনি। ভয়ের জন্য ভুলকে ভুল, অন্যায়কে অন্যায় বলে প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি। মধ্যবিত্তের মনেও অর্থনৈতিক অসন্তোষ ছিল, কিন্তু সেই অসন্তোষ কিংবা তার চেয়েও বড় অসন্তোষ সাধারণ মানুষের অসন্তোষকে উন্মোচিত করার মতো পর্যাপ্ত সাহস বুদ্ধিজীবীদের অনেকের মধ্যেই দেখা যায়নি। ভয়টা কল্পিত ভয় ছিল না।

বামপন্থী বলে পরিচিত যাঁরা, প্রয়োজনবোধে তাঁদের কারাগারে নিক্ষেপ করার ব্যাপারে সরকার দ্বিধা করেনি। অন্যদিকে অবাধে চিন্তা ও মতামত প্রকাশ করার সুযোগ বা স্বাধীনতা কোনো দিনই ছিল না বাংলাদেশে। যেমন পত্র-পত্রিকা প্রকাশের কথা উল্লেখ করা যায়। এমনিতে এ কাজটা দুরূহ ছিল অর্থনৈতিক কারণে। তদুপরি পত্রিকা প্রকাশ করতে হলে আগে অনুমতি নিতে হতো সরকারের। সরকারের অপছন্দ হলে চালু পত্রিকা যেকোনো সময় বন্ধ করা হতো। সম্পাদককে কারাদণ্ডাদেশ দেওয়ার উদাহরণও অজানা নয়।

প্রলোভন ও ভীতির সাহায্যে বুদ্ধিজীবীদের বিচ্ছিন্ন করার কাজ পাকিস্তান আমলে অবিরাম চলেছে এবং সফলতাও এসেছে এই দরিদ্র দেশে, ভয়ের দেশে। তবে প্রলোভন ও ভীতির বাইরেও পাকিস্তান যে একটা আদর্শভিত্তিক রাষ্ট্র, এ রকম কথা কেউ কেউ বলেছেন নিজেদের বিশ্বাস থেকে। তাঁরা হচ্ছেন আল-বদর বাহিনীর শিক্ষাগুরু। ভুল শিক্ষার কারণে, সংস্কারের বশে, প্রচলিত ধারণার প্রভাবে তাঁরা ইসলামি সমাজব্যবস্থা নামে একটি বাস্তবতার সঙ্গে সম্পর্ক বিরহিত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পরীক্ষাস্থল হিসেবে পাকিস্তানকে কল্পনা করেছেন। তাঁদের মধ্যে এমনকি সাধারণ মানুষের দুঃখে দুঃখিত মানুষও ছিলেন, তাঁরা সমাজতন্ত্র চাইতেন, কিন্তু বলতেন এ হবে ইসলামি সমাজতন্ত্র, অর্থাৎ ভয় যে একেবারে ছিল না তা নয়, ছিল অন্য এক ভয়, ঈশ্বরহীনতার ভয়। এই বিশ্বাস গোঁড়ামিতে পরিণত হয়েছে। গোঁড়ামি থেকে জন্ম হয়েছে আল-বদরের। সমাজতন্ত্রের প্রয়োজন জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য, কিন্তু ইসলামের মায়া এসে তাঁদের চিন্তাকে দূর আরবের এমন একটা মনগড়া রাজ্যে নিয়ে গিয়েছে, যেখান থেকে ফিরে আসা সম্ভব হয়নি। তাঁদের বুদ্ধিজীবী কর্মগুলো গণবিরোধী, অর্থাৎ বাংলাদেশবিরোধী শক্তিকেই পুষ্ট করেছে।

কিন্তু বিভ্রান্তি আরও ছিল। বিভ্রান্তি ছিল উদ্দেশ্যহীনতা, ছিল তথাকথিত আধুনিকতার। ইসলামি আদর্শের অনুসারীরা ছিলেন অপেক্ষাকৃত প্রবীণ, তুলনায় তরুণ যাঁরা, তাঁদের একাংশ এই দ্বিতীয় বিভ্রান্তির করতলগত হয়েছেন আর উভয় বিভ্রান্তির পেছনে হাত ছিল সাম্রাজ্যবাদীদের। পাকিস্তানবাদীরা ভীষণ জোরে বলেছেন যে পাকিস্তানের পুণ্য মাটিতে বিদেশি সংস্কৃতি ও আদর্শের কোনো স্থান নেই। বলা বাহুল্য, বিদেশি সংস্কৃতি বলতে বোঝানো হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি, বিদেশি আদর্শ বলতে সমাজতন্ত্রের আদর্শ। বিদেশি সংস্কৃতি বলতে সাম্রাজ্যবাদী সংস্কৃতিকে, বিদেশি বলতে ধনতন্ত্রের আদর্শকে তাঁরা প্রায় কখনো বোঝাননি; বরং সাম্রাজ্যবাদ ও ধনতন্ত্রের প্রভাবকে বিশেষ আদরের সঙ্গে স্বাগত জানানো হয়েছে। পত্র-পত্রিকায়, চলচ্চিত্র, বেতারে, টেলিভিশনে, সভা-সমিতিতে ধনতান্ত্রিক দুনিয়ার মাহাত্ম্য প্রচারের সুযোগ ও সুবিধা করে দেওয়া হয়েছে অবাধে। ফলে এই অতিদরিদ্র ও ভয়ংকর অনগ্রসর দেশে বিলাসের অত্যাধুনিক সাজসরঞ্জাম যেমন এসেছে, তেমনি সঙ্গে এসেছে এমন একটা জীবনদৃষ্টি, যার পরিচয়চিহ্ন হচ্ছে উদ্দেশ্যহীনতা, জীবনবিচ্ছিন্নতা, আত্মকেন্দ্রিকতা ও নগ্নতা।

বুদ্ধিজীবীদের একাংশ বিলাসের উপকরণগুলো কিছু কিছু পেয়েছেন, কিন্তু তার চেয়েও বেশি পেয়েছেন ওই জীবনদৃষ্টি, বলা যায় ওর জালে তাঁরা আটকা পড়েছেন। সংস্কারাচ্ছন্ন আলবদর ও সংস্কারহীন অত্যাধুনিকতার মধ্যে খুব বড় একটা মিল আছে—উভয়েই সাম্রাজ্যবাদের সমর্থনে প্রতিপালিত, উভয়েই দেশের সাধারণ মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন। বিচ্ছিন্ন শুধু নয়, সাধারণ মানুষের প্রতি বিশিষ্টও বটে।

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, ইমেরিটাস অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

রমজানের গুরুত্ব ও তাৎপর্য

আফতাব চৌধুরী

ইসলাম ধর্মের তৃতীয় স্তম্ভ হচ্ছে রোজা। সূর্য উদয়ের কিয়ৎকাল পূর্ব থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত উপবাস থাকা ও সে সঙ্গে সর্বপ্রকার পাপাচার থেকে প্রতিনিবৃত্ত থাকার অঙ্গীকার করে সর্বপ্রকার পানাহার ও পাপাচার থেকে নিবৃত্ত থাকাকেই রোজা বলে। আরবী 'রমাদান' থেকে রমজান শব্দের উৎপত্তি, যার অর্থ হল দগ্ধিকরণ, দহন বা জ্বালিয়ে দেওয়া। আরবী ভাষায় এ রোজাকে 'সওম' বলা হয়, যার অর্থ হল বিরত থাকা। তাই ¯^ভাবত পবিত্র রমজান মাসের ত্রিশটি রোজা ধর্মপ্রাণ মুসলিম নর-নারীদের জন্য এক সাধনা। রমজান মাস মুসলিম জাহানের জন্য এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মাস। এ মাসের আগমণের সঙ্গে সঙ্গে মুসলিম সমাজে এক নতুন প্রাণচাঞ্চল্য শুরু হয়ে যায়। বিশিষ্ট মুসলমানেরা এ মাসের প্রতীক্ষায় অধীর আগ্রহে দিন কাটান।

রমজান মাস রহমত, বরকত, সৌভাগ্য, সংযম, আত্মশুদ্ধি, ধৈর্য এবং মানুষের সঙ্গে সহানুভূতি করার মাস। এ মাসের মর্যাদা অত্যন্তবেশী, কারণ প্রায় সমস্ত আসমানী কিতাব এ মাসে নাযিল বা অবতীর্ণ হয়েছিল। হযরত ইব্রাহিম (আঃ) এর 'ছহিফা', হযরত দাউদ (আঃ) এর 'যবুর', হযরত মুসা (আঃ) এর 'তৌরাত', হযরত ইসা (আঃ) এর 'ইঞ্জিল' ও সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মোহাম্মদ সাল্লালাহু আলাইহিসাল্লাম-এর উপর নাজিল বা অবতীর্ণ হয় ক্কোরআন। প্রতি রমজানে হযরত মোহাম্মদ (স.) হযরত জিবরাইল (আঃ)-কে পুরো ক্কোরআন শরীফ পড়ে শোনাতেন। তাই রমজান মাসে বেশি বেশি করে কুরআন শরিফ পাঠ করা অতি পূণ্যের কাজ। এ মাসে নারী জাতি শ্রেষ্ঠা বেহেশতের সম্রাজ্ঞী হযরত ফাতেমা যোহরা (রাঃ) এর ওফাত হয় এবং এ মাসে তাঁর স্বামী চতুর্থ খলিফা শের-ই-খোদা মহাবীর হযরত আলী (রঃ) শাহাদাত বরণ করেন। পবিত্র হাদিস শরিফে বর্ণিত আছে 'পবিত্র রমজান মাসটি পেয়েও যে ব্যক্তি বেহেস্তি হতে পারেনি তার মতো দুর্ভাগ্য আর কারো নেই।' পবিত্র হাদিস শরীফে আরো বর্ণিত আছে 'যে ব্যক্তি রোজার মাস পেয়ে তার জীবনের পাপসমূহ মাফ করিয়ে নিতে পারেনি সে ধ্বংস হোক।'

রোজার ফজিলত সম্পর্কে খোদ আল্লাহপাক বলেন, 'রোজা আমার জন্য এবং আমি নিজে এর প্রতিদান দেব।' রমজান মাসে রোজা রাখা প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর জন্য ফরজ বা বাধ্যতামূলক, সে পুরুষ অথবা মহিলা, ধনী বা দরিদ্র, অন্ধ বা বধির যেই হোক। একমাত্র বদ্ধ পাগল ও ছোট ছেলেমেয়ে, অসুস্থ ও আরো কিছু বিশেষক্ষেত্রে রোজা বাধ্যতামূলক নয়। যারা রোজা ভঙ্গ করে এবং রমজান শরিফকে অবহেলা করে তাদের জন্য কঠিন আযাব রয়েছে। কিয়ামতের দিন একদল দোজখি লোককে দোজখ থেকে উদ্ধার করতে গিয়ে দোজখের দারোগা মালিককে তাদের দোজখে নিক্ষিপ্ত হবার কারণ জিজ্ঞেস করবেন রাসুলুল্লাহ (স.) এবং মালিক উত্তর দিবেন রোজাকে অবহেলা করার জন্য তাদের এ শাস্তি। এ কথা শুনে রাসুলুল্লাহ (স.) এরশাদ করেন যারা রমজান শরিফের উপযুক্ত মর্যাদা দেয় না তাদের জিম্মা আমি নিব না। এতে প্রতীয়মান হয় যে, এমন কোন গোনাহ নেই যার জন্য নবী করিম (স.) সুপারিশ করবেন না, একমাত্র রোজার গাফিলতি ব্যতীত।

রমজান মাসের বিশেষ ও প্রধান কাজ হল রোজা পালন করা। রমজান মাসের রোজা পালনের পালনের দ্বারা মানুষের দৈহিক ও আত্মিক উৎকর্ষ সাধন হয়ে থাকে। রমজান মাসের রোজাদারদের জন্য একটি বিশেষ আমল হচ্ছে তারাবীর নামাজ। এ নামাজ পড়া সুন্নত। যে ব্যক্তি কোন কারণবশত রোজা রাখেননি তার জন্যও এ নামজ পড়া সুন্নত। না পড়লে গোনাহ হবে। নবী করিম (স.) এরশাদ করেন 'আল্লাহতায়ালা তোমাদের জন্য মাহে রমজানের রোজা ফরজ করেছেন আর আমি সুন্নত হিসেবে তারাবীর নামাজকে বিধিবদ্ধ করলাম।' রোজা হচ্ছে ঢালস্বরূপ, সুতরাং অশ্লীলতা করবে না। কেউ যদি ঝগড়া করতে চায় তবে বলবে 'আমি রোজাদার'। একমাত্র এ রমজান মাসে 'বিতির'-এর নামাজ জামাতের সঙ্গে আদায় করা হয়। আল্লাহপাক রোজার পূর্বক্ষণে 'সেহরী' নামক খানাকে পুণ্যময় করেছেন। আর 'ইফতার' সম্পর্কে নবী (স.) বলেন, তোমরা যখন ইফতার কর তখন খেজুর দ্বারা ইফতার কর, কেননা এতে বরকত নিহিত আছে। খেজুর পাওয়া না গেলে পানি দ্বারা ইফতার কর কেননা ইহা পাক। মহানবী (স.) বর্ণনা করেন এটি এমন একটি মাস যার প্রথম দশদিন আল্লাহর রহমত অবতীর্ণ হয়, দ্বিতীয় দশদিনে মাগফেরাত ও তৃতীয় দশদিনে দোজখ থেকে মুক্তি দেয়া হয়। রহমত, মাগফেরাত ও জাহান্নাম থেকে মুক্তির এমন সুবর্ণ সুযোগ অন্য কোন মাসে পাওয়া যায় না। আল্লাহপাক মাহে রমজানকে এত মহিমান্বিত করেছেন যে এর প্রতিটি মুহূর্ত অত্যন্তগুরুত্বপূর্ণ। এ মাসের নফল ইবাদতগুলো অন্য মাসের ফরজের সমান।

রমজান মাসের আরো একটি বিশেষ ইবাদত হল 'এতেকাফ'। রমজানের শেষ দশদিনে এতেকাফ করা বিশেষ পূণ্যের কাজ। রসুলুল্লাহ (স.) রমজানের শেষ দশ দিনে এতেকাফ করেছেন। রমজানের আরো একটু বিশেষ অঙ্গ হল 'ফিতরা' প্রদান করা। নিজের এবং নিজের নাবালক সন্তানদের পক্ষ থেকে 'ফিতরা' আদায় করা অবশ্য কর্তব্য। বস্তুত রমজান মাস মানুষের সঙ্গে সহানুভূতির মাস, সংযমের মাস, রহমতের মাস, সৌভাগ্যের মাস। আল্লাহতায়ালা এ মাসে সুবেহ-সাদেক বা সূর্যোদয়ের পূর্ব থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্তউপবাস থাকার নির্দেশ এ জন্য দিয়েছেন যাতে বিত্তশালীরা গরিবদের ক্ষুধার কষ্ট যন্ত্রণা প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করতে পারে এবং এতে বিত্তশালীদের মধ্যে মানবতাবোধ জাগ্রত হয়।

KARNAFULLY HOME CARE

KARNAFULLY HOME CARE

[কর্ণফুলী ট্যাক্স সার্ভিসের আরেকটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান]

সততা এবং বিশ্বস্ততাই আমাদের বৈশিষ্ট্য

মেডিকেইড অনুমোদিত
CDPAP - এর আওতায়
আপনার পছন্দসই প্রিয়জনকে
সর্বোচ্চ স্বাস্থ্যসেবা
প্রদানের মাধ্যমে
অর্থ উপার্জন করুন

NYS Department of Health CDPAP

Mohammed Hasem, MBA
President and CEO

হোম কেয়ার সার্ভিস
নিলে আপনিও পেতে পারেন
প্রতি মাসে বাড়ি ভাড়া বাবদ
সর্বোচ্চ $৮০০ । আজই আসুন

Main Office
167-18 Hillside Avenue, 2nd Fl
Jamaica, NY, 11432

Jackson Heights Branch
37-20 74th Street, 2nd Fl
Jackson Heights, NY, 11372

Buffalo Branch
1114 Walden Avenue
Buffalo, NY, 14211

347-621-6640
Fax: 347-338-6799
karnafullyhc@gmail.com
hasem@lovetocarehhc.com
info@lovetocarehhc.com

www.lovetocarehc.com

ভাবনা আমেরিকার, মূল্য চোকাচ্ছে সবাই

সেলিম খান

‘রাশিয়া যদি ইউক্রেনে আগ্রাসন বন্ধ করে, তাহলে যুদ্ধ শেষ হবে।’ উক্তিটি কার, জানতে চাইলে পাঠক সবাই একবাক্যে নামটা বলে দেবেন, এতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু বিষয়টি এমন দাঁড়াল না যে, ন’মণ তেল যদি পোড়ে, তবে রাধা নাচবে! রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট মানতেই নারাজ, ইউক্রেনের কোনো আলাদা অস্তিত্ব আছে। তিনি মনে করেন, ইউক্রেন রাশিয়ার অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাহলে বিষয়টি কী দাঁড়াল, ন’মণ তেলও পুড়ছে না; অতএব রাধাও নাচবে না।

দুই বছরের বেশি সময় ধরে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের নাটকে সারা বিশ্বের মানুষকে যে পরিমাণ শুল্ক দিতে হয়েছে, হচ্ছে এবং হবে; তার হিসাব কি কেউ বের করেছে? করেনি। কারণ, দায়টা যেদিকে যাবে, তারাই তো এর উত্তর জানে। সে ক্ষেত্রে না বলাই দস্তুর। একদিকে ইউক্রেন, অন্যদিকে ফিলিস্তিন—লাশের সারির ওপর দিয়ে হেঁটে গিয়ে কাফফারা দিচ্ছে দুনিয়ার সাধারণ মানুষ।

এরই মধ্যে একটা প্রশ্ন ঘুরতে থাকে—কেন করোনা অতিমারির প্রভাব থেকে মানুষকে একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলার সুযোগ না দিয়েই বাধানো হলো এ লড়াই? হিসাব অনেক দূরবর্তী ও গভীর—সন্দেহ নেই। একটা সহজ হিসাব তো সবাই জানে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে যে বৈশ্বিক ধারা চলে আসছে, সেখানে একটা পরিবর্তনের তীব্র তাড়না আমেরিকা ও তার মিত্ররা অনুভব করছে অনেক দিন ধরেই। নতুন সেই দীর্ঘ সমীকরণে কে কোথায় কীভাবে আছে, কেউ জানে না। এ মনও জানে না। এখন যদি কেউ বলে, ইউক্রেন যুদ্ধ বাধানো এবং তা দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর করার প্রধান কারণ রাশিয়াকে দুর্বল করা নয়—টুকরো টুকরো করা। জানি, অনেকে বিশ্বাস করার বদলে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখবেন। কয়েক সংখ্যা আগে ফরেন পলিসিতে প্রকাশিত এক দীর্ঘ প্রবন্ধে এ ব্যাপারে আলোকপাত করা হয়েছিল। সেখানে লেখক নিজেই বলেছেন, রাশিয়া ভাঙার কাজটা ঠিক হবে না। ওয়াশিংটনকেন্দ্রিক এবং মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির ধারক হিসেবে ফরেন পলিসির কথা একেবারে ফেলনা নয়।

বিষয়টি পুতিন বা রাশিয়া জানে না এমন নয়; কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়ন ভাঙার অভিজ্ঞতা আমেরিকা ও তার বন্ধুদের সাহস দুর্মর করে তুলেছে। পরে কী হবে ভাবার সময় কোথায়। আরেকটি বিষয় ব্যাপকভাবে আলোচিত যে, ২০১৬ সালে ট্রাম্পের জয় এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে ব্রিটেনের বেরিয়ে যাওয়ার (যা ব্রেক্সিট নামে অধিক পরিচিত) সিদ্ধান্তে সংখ্যাগরিষ্ঠ ব্রিটিশ নাগরিকের সম্মতির পেছনে রাশিয়া তথা পুতিনের হাত ছিল। অতএব যায় কোথায়? বিচারে দোষ প্রমাণের আগেই মৃত্যুদণ্ড নিশ্চিত হয়ে গেছে। তারই প্রক্রিয়া চলেছে দুই বছর ধরে।

মহামতি বাইডেন সাহেব ধরেই নিয়েছিলেন, এই সময়কালের মধ্যে তিনি পুরোটাই শেষ করতে পারবেন। এবং বিজয়ী বীরের বেশে বিশ্বের পরিত্রাতা সেজে ২০২৪ সালের প্রেসিডেন্ট হিসেবে আবির্ভূত হবেন। হা হতোস্মি। কী ভাবলেন, আর কী হলো! যে ট্রাম্পের জন্য এত কিছু, সে-ই কিনা ঘাড়ের ওপর নিঃশ্বাস ফেলছেন। এখন পর্যন্ত মার্কিন সংবাদমাধ্যমের পণ্ডিতদের যে হিসাব, তাতে বড় কোনো অঘটন না ঘটলে ২০২৫ সালের ২০ জানুয়ারি ওয়াশিংটন ডিসির সাদা বাড়িটাই ব্লন্ড চুলের ট্রাম্প সাহেবের চার বছরের ঠিকানা হবে।

ইউক্রেন নিয়ে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ও তাঁর প্রশাসন আসলেই কী ভেবেছিলেন? এক এক করে তা একটু দেখা যাক। বাইডেন ও তাঁর পরামর্শকেরা ভেবেছিলেন, আগ্রাসনের অজুহাত টেনে রাশিয়ার ওপর অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করলে পুতিনের সব তেজ কর্পূরের মতো উবে যাবে। সুড়সুড় করে সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে আমেরিকার পায়ে এসে পড়বেন। বাস্তবে দেখা গেল, মার্কিন নিষেধাজ্ঞা

সবাই জানে, প্রতিটি দেশ তাদের বৈদেশিক মুদ্রার সিংহভাগ জমা রাখে মার্কিন ডলারে। কিছুদিন আগে রাশিয়ার ৩০০ বিলিয়ন ডলার জব্দ করে সেই অর্থের বিনিময়ে ইউক্রেনকে অস্ত্র দেওয়ার সিদ্ধান্ত পুরোপুরি নিয়েছে আমেরিকা, যা পুরোপুরি উল্টো ফল বয়ে এনেছে।

মস্কোকে নতুন পথ সন্ধানে উদ্বুদ্ধ করেছে এবং সেই পথে চলে সাফল্য পেয়েছে; বরং এর কারণে অন্য শক্তিশালী দেশগুলোর আমেরিকার ওপর অবিশ্বাস আরও বেড়েছে। তার প্রমাণ চীন-রাশিয়া-ভারতের নেতৃত্বে ব্রিকসের বড় হওয়া। এত নিষেধাজ্ঞার মধ্যে রাশিয়ান অর্থনীতি জি-৭ এর অনেক দেশকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের সবচেয়ে অবস্থাপন্ন সদস্য জার্মানি সস্তায় রাশিয়ার গ্যাস কিনতে না পেরে বিপর্যস্ত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ঘুরে দাঁড়ানো জার্মান অর্থনীতি এবারই মন্দার মুখে পড়েছে। আর এ জন্য দায়ী বাইডেনের যুদ্ধনীতি। যে নীতি পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলো না চাইলেও মানতে বাধ্য হচ্ছে। আগামী জানুয়ারিতে ট্রাম্প এলে কী হবে—এটা তাদের কাছে আরও বড় আতঙ্কের নাম।

দীর্ঘ সময় ধরে যুদ্ধ চালাতে গিয়ে রাশিয়া যুদ্ধ সরঞ্জামের সরবরাহ লাইন ঠিক করে ফেলেছে। চীন, ইরান, উত্তর কোরিয়ার পাশাপাশি নিজ দেশে যুদ্ধাস্ত্রশিল্পের বিকাশ ঘটিয়ে উৎপাদন ব্যাপকভাবে বাড়িয়েছে। অথচ পশ্চিমা মিডিয়ার পণ্ডিতদের হিসাবে রাশিয়ার পতন ছিল সময়ের অপেক্ষা মাত্র। অন্যদিকে ইউক্রেনের পাশাপাশি ইসরায়েলকেও সমানতালে অত্যাধুনিক যুদ্ধাস্ত্র সরবরাহ করতে গিয়ে আমেরিকার নিজের ভাঁড়ারে টান পড়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে ইরাক, আফগানিস্তান বা সিরিয়ায় মার্কিন বাহিনীর যে শিক্ষা হয়েছে, ইউক্রেনে এখনো সে অবস্থা রাশিয়ার হয়নি; বরং আরও অভ্যস্ত হয়ে উঠছে। বাইডেনের নীতি রুশ সেনাদের আরও শক্তিশালী করে তুলেছে বলে খোদ আমেরিকাতে অভিযোগ উঠেছে।

এই যুদ্ধের কারণে পুতিন তাঁর বন্ধুদের হারাননি। অর্থাৎ কূটনৈতিক ক্ষেত্রে পুতিনকে বিচ্ছিন্ন করার প্রয়াস ব্যর্থ হয়েছে। বরং ভারত-চীনের মতো দুই শক্তিশালী দেশকে পাশে পেয়ে তাঁর এখন পোয়া বারো। আফ্রিকায় নিজেদের অবস্থান শক্ত করেছেন পুতিন। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর অধিকাংশই ইউক্রেন নিয়ে মার্কিন নীতি প্রত্যাখ্যান করেছে। বিশেষ করে গাজায় ইসরায়েলি নরসংহার শুরুর পরে বাইডেন প্রশাসনের অন্ধ সমর্থন সেই সংখ্যাকে আরও বাড়িয়েছে। সৌদি আরব ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের মতো দেশও রাশিয়াকে কাছে টেনে নিয়েছে। বাইডেনের পরামর্শকেরা কোনো ক্ষেত্রেই কেরামতি দেখাতে পারেননি; বরং রাশিয়ার প্রতিবেশী ও নতুন করে ন্যাটোয় যোগ দেওয়া নরডিক দেশগুলোর মধ্যে কাঁপন শুরু হয়ে গেছে। আমেরিকার কথায় নেচে এখন প্রতিরক্ষা ব্যয় বাড়িয়ে যাওয়া ছাড়া তাদের সামনে আর কোনো পথ খোলা নেই।

সবাই জানে, প্রতিটি দেশ তাদের বৈদেশিক মুদ্রার সিংহভাগ জমা রাখে মার্কিন ডলারে। কিছুদিন আগে রাশিয়ার ৩০০ বিলিয়ন ডলার জব্দ করে সেই অর্থের বিনিময়ে ইউক্রেনকে অস্ত্র দেওয়ার সিদ্ধান্ত পুরোপুরি নিয়েছে আমেরিকা, যা পুরোপুরি উল্টো ফল বয়ে এনেছে। এতে বিশ্বের সব দেশের মধ্যে এই ভয় ঢুকেছে যে, পছন্দ না হলে আমেরিকা শুধু আমার মজুত অর্থই আটকে দেবে না, সেই টাকায় অস্ত্র কিনে আমার ওপরই প্রয়োগ করতে পারে। সে ক্ষেত্রে দেশগুলো মার্কিন ডলারের ওপর নির্ভরতা কমাতে চাইবে, এটাই স্বাভাবিক। একে আর্থিক নিষেধাজ্ঞা, তার ওপর মজুত অর্থ জব্দ এবং অবশেষে অস্ত্র হয়ে ফিরে আসার আশঙ্কা– এ তো মড়ার উপর খাঁড়ার ঘায়ের চেয়ে শতগুণ কঠোর।

সাবেক ফরাসি প্রধানমন্ত্রী ডমিনিক ডি ভিলেপিন গুরুত্বপূর্ণ একটা কথা বলেছেন, যা বিশেষ বিবেচনার দাবি রাখে। তিনি বলেছেন, ‘আমি মনে করি, আমরা অনেক বেশি জনবিচ্ছিন্ন। দুর্ভাগ্যবশত, রাশিয়ার চেয়েও আরও বেশি জনবিচ্ছিন্ন।’ একই কথা হয়তো পশ্চিম ইউরোপের অনেক নেতার মনে রয়েছে। কিন্তু মুখে বলতে পারছেন না। কারণ, মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির চিত্রনাট্য যাঁরা লিখছেন, তাঁরা এই সব দেশের কথা মাথায় রাখেননি। এ ছাড়া ইরাক, আফগানিস্তান, সিরিয়া, লিবিয়া থেকে হয়তো কোনো শিক্ষাও নেননি তাঁরা।

প্রিয় পাঠক, লেখা শুরুর প্রথম বাক্যে ব্যবহৃত উক্তিটি মহামতি বাইডেনের। এবার বুঝুন কেরামতি।

লেখক: নির্বাহী সম্পাদক, ডিজিটাল বিভাগ, ইনডিপেনডেন্ট টেলিভিশন

বাংলাদেশে ৮ মার্চ : যে কারণে আজও প্রাসঙ্গিক

সুতপা বেদজ্ঞ

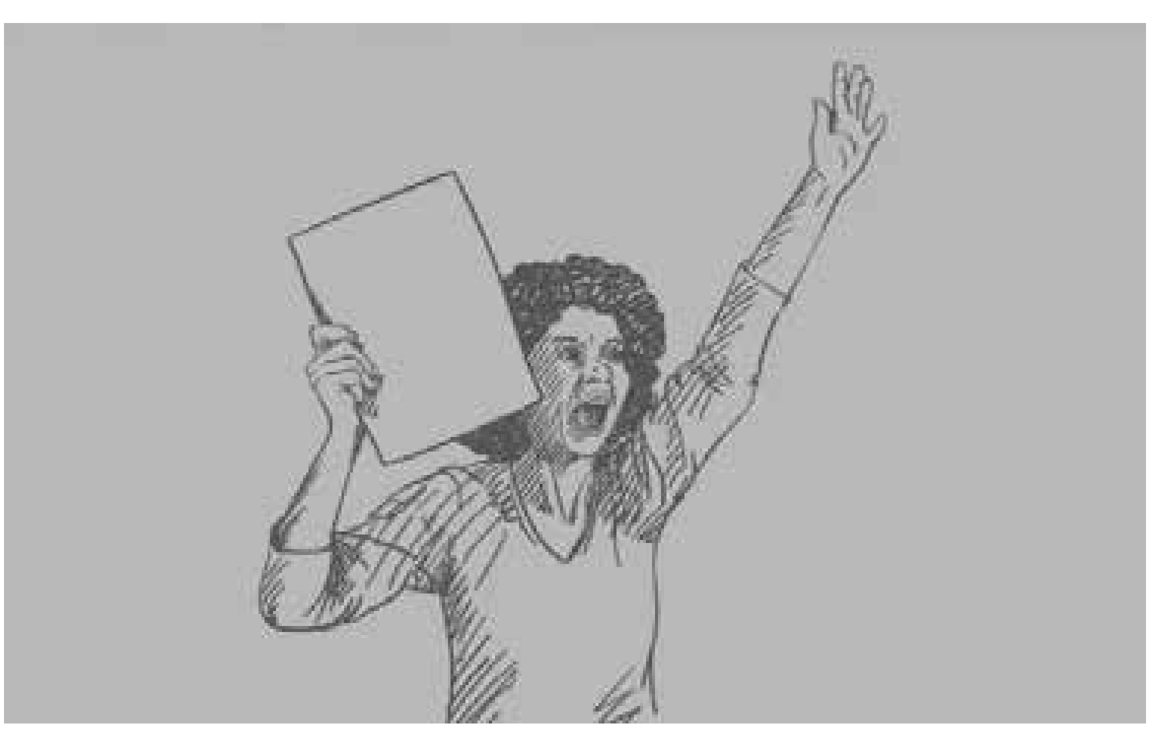

আমাদের দেশে নারী-পুরুষের সমঅধিকারের বিষয়টি এখনো আলোচনাতেই সীমাবদ্ধ রয়েছে, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে তা কার্যকর নয়। নারী–পুরুষের সমতার মানে হচ্ছে জীবনের সর্বক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমান অংশগ্রহণ থাকবে, সমান সুযোগ-সুবিধা থাকবে এবং সমান অধিকার ভোগ করবে। অধিকার, মর্যাদা ও সুযোগ মানুষকে যোগ্য করে তোলে। নির্ভরশীল নয়, বরং দায়িত্ববান করে।

আমাদের সমাজের সর্বত্র নারীর প্রতি নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়। একদিকে নারী দায়িত্বশীল নয় বলে সর্বত্র আলোচনা ও সেটাকে সত্য প্রমাণ করার একপেশে যুক্তি তুলে ধরা হয়, অন্যদিকে নারী দায়িত্বশীল হোক সেটাও যেন সমাজ মেনে নিতে পারে না। নারীর প্রতি বৈষম্য টিকিয়ে রাখতে নানা ধরনের নেতিবাচক বয়ান ছড়িয়ে সমাজের সর্বত্র বিষময় ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করা এখন পর্যন্ত সমাজের স্বাভাবিক প্রবণতা হিসেবেই প্রতিষ্ঠিত। বৈষম্যই যেন নারীর ভবিতব্য। নারীর প্রতি ক্রমাগত ছুড়ে দেওয়া নেতিবাচক শব্দ, আচরণ নারীকে নিজের প্রতি আস্থা রাখতে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

আমাদের সমাজ বাস্তবতায় আজও পারিবারিক বন্ধন টিকিয়ে রাখছে নারী। ঘরকন্যা থেকে শুরু করে সন্তান প্রতিপালনে হাড়ভাঙা খাটুনির স্বীকৃতি এখনো নারী পায় না। যে নারীর হাত ধরে পৃথিবীতে কৃষিকাজের উদ্ভব হলো, বীজতলা থেকে শুরু করে বীজ সংরক্ষণ করে চলেছে যে নারী, সেই বীজে এখনো পর্যন্ত তাকে অধিকার দেওয়া হয় না। বীজ বা শস্য কোথায় বিক্রয় হবে, সেখান থেকে নগদ কত অর্থ এল বা সে অর্থ কোন কাজে লাগবে—আজও তা জানার অধিকার নারীর নেই। বাংলাদেশে ছিয়ানব্বই শতাংশ জমির মালিক পুরুষ। যে চার শতাংশ নারীর জমির মালিকানা আছে, তা সমাজের ধনীক শ্রেণির অর্ন্তভূক্ত। দরিদ্র ও প্রান্তিক নারীদের জমির ওপর কোনো অধিকার নেই। অথচ এ দেশে বিপুলসংখ্যক নারী কৃষি শ্রমের সঙ্গে জড়িত। কিন্তু জমির মালিক না হওয়ায় কৃষক হিসেবে তাদের স্বীকৃতি নেই। প্রান্তিক পর্যায়ের নারীরা তাদের স্বামীর সঙ্গে যৌথভাবে রাষ্ট্রীয় অনুদানে জমির মালিকানা পেতে পারেন। তবে একাকী নারী বা বিধবা নারীদের জমির মালিকানা পেতে পুত্র সন্তান থাকার শর্ত আছে, যা নারীদের প্রতি সুস্পষ্ট বৈষম্য।

বাংলাদেশে গত চার দশকজুড়ে ক্ষুদ্রঋণের সমিতিগুলোতে যে বিপুল প্রবাহ গ্রামীণ ও স্বল্প আয়ের মানুষের অর্থনীতিকে সচল করে রেখেছে, তার প্রায় শতভাগই নারীর হাত ধরে পরিচালিত হচ্ছে। ক্ষুদ্রঋণের দায় নারীর। কিন্তু ঋণ কী কাজে লাগবে; অর্থাৎ, সিদ্ধান্ত এখনো পুরুষের হাতে। পুরুষ ঋণ নিয়ে পরিশোধ করে না বা নয়ছয় করে বলে সমিতিগুলো নারীদের ঋণ দেয়। অথচ সেই নারীদের সম্পর্কে প্রপাগাণ্ডা হলো তারা ঋণ ব্যবহার করতে পারে না বা সিদ্ধান্ত নিতে পারে না।

আজকাল অনেক নারীকেই হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে, ঋণগ্রস্ত হয়ে একটা মাথা গোঁজার ঠাঁই বা স্থাবর সম্পত্তি করতে দেখা যায়। অথচ নিজের আয়ে উপার্জিত এই সম্পদেও নারীর ইচ্ছানুযায়ী পূর্ণ ব্যবস্থাপনার অধিকার নেই। দেশে মুসলিম নারীরা ধর্মীয় বিধিমোতাবেক সম্পত্তিতে কিছু অধিকার পেলেও হিন্দু-বৌদ্ধ নারীরা এখনো সম্পত্তির অধিকার থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত।

৮ মার্চ: নারীমুক্তির সংগ্রামী দিন৮ মার্চ: নারীমুক্তির সংগ্রামী দিন

এ দেশের রাজনীতিও নারীকে ব্রাত্য করে রেখেছে। সংরক্ষিত আসনের নামে নারীকে প্রকৃত ক্ষমতাকাঠামো থেকে দূরে রাখা হয়েছে। রাষ্ট্র-সমাজ অথবা ব্যক্তিজীবন—সকল কিছুই পরিচালিত হয় রাজনীতির হাত ধরে। রাজনীতিতে নারী এখনো কেবলমাত্র সৌন্দর্যবর্ধনের বস্তুমাত্র। ফলে সমঅধিকার, সমসুযোগ প্রশ্নে জাতীয় সংসদে আসন পাওয়া নারীদের নারী অধিকারের বিষয়ে কোনো ভূমিকাই গ্রহণ করতে দেখা যায় না। রাজনৈতিক দলেরও স্বাভাবিক প্রবণতা নারীকে সংরক্ষিত পদে আটকে রাখা। প্রকৃত ক্ষমতায়নের প্রশ্নে রাষ্ট্র এবং রাজনীতি এখন পর্যন্ত নারী-পুরুষের সমানাধিকার নিশ্চিত করতে পারেনি বা করতে চায়নি।

বাংলাদেশে দীর্ঘকাল যাবৎ সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগে নারী উন্নয়নের নামে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। শিক্ষা-স্বাস্থ্য-কর্মসংস্থানের মতো এ সকল প্রকল্প থেকে নারীর ক্ষমতায়ন অনেকটা কাগজেই সীমাবদ্ধ থেকেছে এবং এখনো থাকছে। প্রকল্পের সময়কালের সাথে সাথে নারীদের ক্ষমতায়নের সময়কাল শেষ হওয়ার নজিরও এ দেশে কম নেই। ফলে কাজের কাজ হয়েছে খুব সামান্যই।

দেশের সংবিধানের ২৮(২) ধারায় পরিষ্কার বলা হয়েছে ‘রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী পুরষের সমান অধিকার লাভ করিবেন।’ কিন্তু বাস্তবতা এখনো সম্পূর্ণ ভিন্ন। সিডও সনদ বাস্তবায়নে রাষ্ট্রের অনাগ্রহ যেন কাটছেই না। ফলে ২ ও ১৬.১(গ) ধারার সংরক্ষণ এখনো বলবৎ রয়েছে। ধারা-২ এ বলা হয়েছে—বৈষম্য বিলোপ করে নারী-পুরুষের মধ্যে সমতা স্থাপনের নীতিমালা গ্রহণ; অর্থাৎ, নারীর সব ধরনের বৈষম্য নিরসনে শরিক দেশগুলো আইনগত ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেবে এবং আইনের সংস্কার করবে। ১৬.১(গ) ধারায় বিবাহ ও বিবাহবিচ্ছেদের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমান অধিকার ও দায়িত্বের কথা বলা হয়েছে।

আন্তর্জাতিক নারী দিবসে এবারের প্রতিপাদ্য—‘নারীর সমঅধিকার, সমসুযোগ, এগিয়ে নিতে হোক বিনিয়োগ।’ আইনের সংস্কার ছাড়া তা কি আদৌ সম্ভব!

শিল্প বিপ্লবের ফলে অভাবী নারীরা কলকারখানায় যোগ দিয়ে উপার্জনের পথ পায়, কিন্তু ন্যায্য মজুরি থেকে তারা আজও বঞ্চিত। নারীরা বিশ্বের দেশে দেশে জাতীয় আন্দোলনে নিঃস্বার্থভাবে লড়াইয়ে নেমেছে। বিজয় ছিনিয়ে নেওয়ার কাজে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেছে। কিন্তু তার ব্যক্তি সত্তা বিকাশের প্রশ্নটি যে তিমিরে ছিল, সে তিমিরেই রয়ে গেছে। নারী এখনো মানবসম্পদ হিসেবে বিবেচিত হয়নি। সে জন্যই নারীর জীবনের নিজস্ব চাহিদা পূরণের জন্য আন্দোলনের পথ ধরে অগ্রসর হতে হবে। এ ক্ষেত্রে ৮ মার্চ আলোকবর্তিকা হয়ে পথ দেখাবে। সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে নারীকেই সোচ্চার হতে হবে। এই আন্দোলনের নাম নারী প্রগতির আন্দোলন। এ চেতনাকেই ক্লারা জেটকিন বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দিয়েছিলেন।

এ কথা নারীকে বুঝতে হবে, নারী মুক্তি কারও দয়ায় আসে না, নারীকে তা অর্জন করতে হয়। আত্ম-সচেতনতা ও আত্ম-মর্যাদা বোধই নারীমুক্তি সংগ্রামের ভিত্তি তৈরি করে দেয়। আবার এটাও ঠিক নারীমুক্তির লড়াইটি একদিনের নয়, প্রতিদিনের এবং একটি দিবসের গণ্ডিতে তা আবদ্ধ নয়। সকল টানাপোড়েনকে সঙ্গে নিয়েই নারীরা ক্রমে বেশিমাত্রায় সামাজিক শ্রমে যুক্ত হচ্ছেন। বাইরের কাজে নারী যেভাবে পুরুষের সহযোগী হচ্ছেন, ঘরের কাজে তেমন করে পুরুষের সহযোগিতা পাচ্ছেন না। এ ছাড়া রয়েছে কর্মক্ষেত্রে সমান সুযোগের অভাব ও যৌন হয়রানির বিপদ। এ অবস্থায় কর্মজীবী নারীদের সক্ষমতা যেমন বাড়ছে, সাথে সাথে তাদের শারীরিক ও মানসিক বোঝাও বেড়ে গেছে। তারপরেও নারী প্রগতির আন্দোলন চলছে। কি উন্নত, কি অনুন্নত, কি উন্নয়নশীল—সকল দেশের সকল সমাজের নারীরা আজ একই কাতারে দাঁড়িয়ে লড়াই করে চলেছে।

অতীতের নারী সমাজের সংগ্রামী ঐতিহ্যের ধারায় আজও আমরা সিক্ত হচ্ছি। তবে নারীর অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে আজ নারী একা লড়াই করছে না, পুরুষরাও তাদের পাশে এসে দাঁড়াচ্ছে। ৮ মার্চ পালন তাই আজ কেবল নারীদের নয়, নারী-পুরুষের সম্মিলিত উদ্যোগের বিষয়। নারী-পুরুষের সমতার ভিত্তিতে যে সমাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন পূরণের লক্ষ্যে আমরা কাজ করছি, ৮ মার্চ যুগ যুগ ধরে ধ্রুবতারার মতো আমাদের পথ দেখিয়ে চলেছে এবং যতদিন সমাজে নারীর সমঅধিকার, সমসুযোগ প্রতিষ্ঠিত না হবে, ততদিন ৮ মার্চের কাছেই ফিরে যেতে হবে।

Law Offices

এক্সিডেন্ট কেইসেস

মেডিক্যাল ম্যালপ্র্যাকটিস ও হাসপাতালের ত্রুটিপূর্ণ শিশুর জন্ম

917-282-9256

(To schedule appointment only)

বিনামূল্যে পরামর্শ, প্রয়োজনে এটর্নী আপনার বাসায় অথবা হাসপাতালে আসবেন

Moin Choudhury, Esq.
Attorney at Law
এটর্নী মঈন চৌধুরী

আমরা অতীতে আমাদের ক্লায়েন্টদের জন্য মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার আদায় করে দিয়েছি।

নিউইয়র্ক, নিউজার্সি, মিশিগান
পেনসিলভেনিয়া, কানেকটিকাট, ফ্লোরিডা
জর্জিয়া ও ভার্জিনিয়াতে
আমাদে সহযোগী - লাইসেন্স প্রাপ্ত এটর্নীরা
আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

Timothy Bompart, Esq
Attorney at Law

- গাড়ী দুর্ঘটনা
- বিল্ডিং এ দুর্ঘটনা,
- কাজের জায়গায় দুর্ঘটনা
- ট্রিপ এন্ড ফল
- বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম

এপয়েন্টমেন্টের জন্য কল করুন
৯১৭-২৮২-৯২৫৬

- কনস্ট্রাকশন কাজে দুর্ঘটনা
- স্লিপ এন্ড ফল
- হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
- লেড পয়জনিং

ইমিগ্রেশন

- পলিটিক্যাল এসাইলাম
- বিনা পরীক্ষায় নাগরিকত্ব
- এডজ্যাস্টম্যান্টে অব স্টেটাস (গ্রীন কার্ড)

IMMIGRATION

- স্টুডেন্ট ভিসা
- ডিপোর্টেশন কেইসেস
- ইনভেষ্টমেন্ট ভিসা
- ভিজিট ভিসা - এক্সটেনশন সহ
- বৈবাহিক সূত্রে গ্রীন কার্ড
- সকল প্রকার ইমিগ্রেশন

সকল প্রকার ইমিগ্রেশন বিষয়ে কনসালটেশন ফি নুন্যতম ৫০ ডলার

Law offices of Timothy Bompart

37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372

Moin Choudhury Law Firm, P.C 292000 Southfield Road, Suite # 108, Southfield, MI 48076

Immigration Petitions & Adjustment of Status.

Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court. Prior result do not guarantee the outcome of any future cases.

নিউইয়র্কের টাইমস স্কয়ার

হাজারো মুসল্লির তারাবির নামাজ আদায়

উত্তর আমেরিকা অফিস

হাজারো মুসল্লি তারাবির নামাজ আদায় করেছেন এবারও নিউইয়র্কের টাইমস স্কয়ারে। ১০ মার্চ রোববার নিউইয়র্ক সিটির টাইমস স্কয়ারে রমজানের প্রথম তারাবির নামাজ পড়তে মুসলমানরা সমবেত হন। যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত মুসল্লিদের কয়েকটি সামাজিক সংগঠনের উদ্যোগে এ আয়োজন করা হয়।

উদ্যোক্তারা জানান, ইসলামভীতি দূর করা, ধর্মের প্রকৃত সৌন্দর্য সম্পর্কে জানানো এবং সম্প্রীতির বার্তা তুলে ধরাই ছিল এর উদ্দেশ্য। এছাড়া সারা বিশ্বে বিনোদনকেন্দ্র হিসেবে পরিচিত টাইমস স্কয়ারে তারাবির নামাজে নারীরাও অংশ নেন। এতে ইমামতি করেন ফরাজ হাসান। সিটি অব দ্য ওয়ার্ল্ডে টানা দ্বিতীয় বছরের মতো এমন আয়োজনের উদ্যোক্তা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের মুসলিম ইনফ্লুয়েন্সার এসকিউ। সহযোগিতায় ছিল মুসলিমস গিভিং ব্যাক ও ড্রপলেটস অব মার্সি। এ সময় নিরাপত্তা নিশ্চিতের দায়িত্ব পালন করে নিউ ইয়র্ক পুলিশ। টাইমস স্কয়ারে তারাবির জামায়াত শেষে এক মুসল্লি বলেন, সংযম, দান, প্রার্থনার মধ্য দিয়ে পবিত্র রমজান পালন করা হয়। কোরআন তিলাওয়াত ও তরজমার মধ্য দিয়ে সে বিষয়টি প্রচার করতে চেয়েছি আমরা।

তারাবির নামাজকে কেন্দ্র করে সন্ধ্যার আগেই কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে যায় টাইমস স্কয়ার। সুশৃঙ্খলভাবে জামায়াত আদায় করা হয় মাগরিবের নামাজও। বহু অমুসলিমও হাজির হন এ আয়োজন দেখতে। নামাজ পড়তে যাওয়া একজন মুসল্লি বলেন, ইসলাম নিয়ে অনেকের মাঝে ভীতি আছে। উগ্র মানুষ সব ধর্মেই আছে। সেই অল্প সংখ্যক মানুষ কখনই সংখ্যাগরিষ্ঠের চরিত্র হিসেবে বিবেচিত হতে পারে না।

রিপাবলিকান সমর্থকরা ট্রাম্প বিরোধীতায়

ইব্রাহীম চৌধুরী

ডোনাল্ড ট্রাম্প

সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের পুনর্নির্বাচন ঠেকাতে একদল রিপাবলিকান ৫০ মিলিয়ন ডলারের প্রচারণা চালাবে বলে ঘোষণা দিয়েছে। রিপাবলিকান ভোটার্স অ্যাগেইনস্ট ট্রাম্প নামের এ প্রচারণায় ট্রাম্পের সাবেক সাপোর্টারদের ভিডিও ধারণ করে টিভিতে সম্প্রচার করা হবে বিজ্ঞাপন আকারে।

সারা লঙ্গুয়েল নামের একজন রিপাবলিকান কৌশলবিদ এ বৈরী প্রচারণার উদ্যোগ নিয়েছেন। সারা লঙ্গুয়েল সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের কট্টর সমালোচক। ২০২০ সালের নির্বাচনেও তিনি এমনই একটি প্রচারণা চালিয়েছিলেন। উদারনৈতিক রিপাবলিকান এবং রিপাবলিকান দলের দিকে ঝুঁকে থাকা স্বতন্ত্র ভোটারদের লক্ষ্য করে সুইং স্টেটগুলোতে তারা প্রচারণা চালাবেন। ২০২০ সালের নির্বাচনের সময়েও এমনই এক হাজার ভিডিও বার্তার একটি বৈরী প্রচারণা চালানো হয়েছিল ট্রাম্পের বিরুদ্ধে।

বিজ্ঞাপনগুলোতে ট্রাম্পের সাবেক সমর্থকদের বক্তব্য নেয়া হচ্ছে। যে-সব ভোটার আগেরবার তাঁকে ভোট দিয়েছে এবং এবারে ভোট না দেয়ার কারণ ব্যাখ্যা করছে। বিরক্ত সাবেক সমর্থকদের এসব বক্তব্যের বিজ্ঞাপনচিত্র টিভি, সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যম, বিলবোর্ড এবং রেডিওতে প্রচারের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এরিজোনা, জর্জিয়া, মিশিগান, নেভাডা, পেনসিলভেনিয়া এবং উইস্কন্সিনের মতো সুইং স্টেটগুলোতে এসব বিজ্ঞাপনচিত্রের প্রচারণা চালানো হবে বলে জানানো হয়েছে।

সারা লঙ্গুয়েল মনে করেন ২০২০ সালে রিপাবলিকান হয়েও তারা ট্রাম্পের বিরুদ্ধে যে প্রচারণা চালিয়েছিলেন, তার ফলাফল দেখা গেছে নভেম্বরের নির্বাচনে। ট্রাম্পের পরাজয়ের জন্য এটিকেও একটি বর কারণ বলে তিনি মনে করেন। এবারে সাবেক সমর্থকদের অনেকেই তাদের বক্তব্যে বলছে, ট্রাম্প গণতন্ত্রের জন্য হুমকির কারণ। ২০২১ সালের ৬ জানুয়ারির ঘটনা উল্লেখ করে অনেকেই বলছে, গণতন্ত্রের জন্য শান্তিপূর্ণ ক্ষমতা হস্তান্তর একটি অপরিহার্য বিষয়। সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প গণতন্ত্রের এ শর্তের প্রতি শ্রদ্ধা দেখাতে ব্যর্থ হয়েছেন ২০২১ সালের ৬ জানুয়ারির ঘটনা ঘটানোর মধ্য দিয়ে।

উইস্কন্সিনের একজন ভোটার ইথেন। বিজ্ঞাপন চিত্রের ভিডিওতে তিনি বলছেন, " আমি আগে ট্রাম্পের সমর্থক ছিলাম। ২০২০ সালের নির্বাচনে ট্রাম্পকেই ভোট দিয়েছিলাম। তবে ৬ জানুয়ারির ঘটনার মধ্যে দিয়ে ট্রাম্প আমার সমর্থন চিরতরে হারিয়েছেন।"

ট্রাম্পের সঙ্গে বিতর্কের সম্ভাবনা উড়িয়ে দেননি বাইডেন

যুক্তরাষ্ট্রের আসন্ন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আগে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের উদ্দেশে বিতর্কের চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছিলেন রিপাবলিকান পার্টির মনোনয়নপ্রত্যাশী ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি বলেছিলেন, বাইডেনের সঙ্গে যেকোনো সময় যেকোনো জায়গায় বিতর্কের জন্য তিনি প্রস্তুত।

ট্রাম্পের এই চ্যালেঞ্জকে উড়িয়ে দেননি জো বাইডেন। গতকাল শুক্রবার ফিলাডেলফিয়ার উদ্দেশে ওয়াশিংটন ত্যাগ করার সময় সাংবাদিকদের প্রশ্নের সম্মুখীন হন তিনি। ট্রাম্পের সঙ্গে বিতর্কে অংশ নেবেন কি না—এ প্রশ্নের জবাবে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেন, 'এটা তার (ট্রাম্পের) আচরণের ওপর নির্ভর করছে।'

বাইডেনের এই মন্তব্যের অর্থ হচ্ছে, আগামী ৫ নভেম্বর অনুষ্ঠেয় মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আগে ট্রাম্পের সঙ্গে বিতর্কের সম্ভাবনাকে বাতিল করে দেননি যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান প্রেসিডেন্ট।

বিএনপি হতাশ হলে সরকারের কী আসে যায়: মঈন খান

ঢাকা অফিস

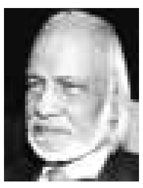
মঈন খান

বিএনপিকে নিয়ে করা ক্ষমতাসীনদের সমালোচনার জবাব দিয়েছেন দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য আব্দুল মঈন খান। সরকারকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেছেন, 'সরকার তো পরাক্রমশালী। তো আমরা (বিএনপি) হতাশ হয়েছি, না কী হয়েছি, তাতে সরকারের কী আসে যায়? বিএনপি যদি হতাশ হয়ে থাকে, কোনো রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড যদি পরিচালনা করতে না পেরে থাকে, তাতে সরকারের ভয়টা কিসের?'

মঙ্গলবার সকালে রাজধানীর মালিবাগে সদ্য কারামুক্ত যুবদলের সাধারণ সম্পাদক মোনায়েম মুন্নার সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে সাংবাদিকদের কাছে এসব কথা বলেন তিনি।

মঈন খান বলেন, 'সরকার এত কথা, এত সমালোচনা বিরোধী দলকে নিয়ে কেন করছে, এটাই তো আমরা বুঝি না। যদি সরকার সবকিছু নিয়ম মোতাবেক করে থাকে, ক্ষমতায় আছে ক্ষমতায় থাকবে। তাহলে বিরোধী দল কী করল, না করল সেটা নিয়ে তো তাদের চিন্তার অবকাশ থাকার কথা নয়। প্রতিদিন, প্রতি মুহূর্তে বিরোধী দল এই করেছে, বিরোধী দল সেই করেছে, বিরোধী দল এটা করতে পারেনি, বিরোধী দল সেটা করতে পারেনি, ২৪ ঘণ্টাই এসব কথা কেন তারা বলছে?'

সরকারকে উদ্দেশ্য করে তিনি আরও বলেন, 'এটা প্রমাণিত সত্য, সরকার জানে যে তাদের পায়ের তলায় মাটি নেই। তারা গায়ের জোরে একটা নির্বাচনের মহড়া দিয়ে নির্বাচিত হয়ে এসেছে।'

এদিকে জনগণের সমর্থন নিয়ে অল্প সময়ের মধ্যে বিএনপি ক্ষমতায় আসবে বলে মন্তব্য করেছেন দলটির ভাইস চেয়ারম্যান মেজর (অব.) হাফিজ উদ্দিন আহমেদ। আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে রাজধানীর নয়াপল্টনে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ মন্তব্য করেন। এর আগে বিএনপির স্বাধীনতা দিবস উদযাপন কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়।

হাফিজ উদ্দিন আহমেদ বলেন, 'আমার মনে কোনো সন্দেহ নেই। অতি অল্প সময়ের মধ্যে জনগণের সমর্থন নিয়ে বিএনপি আবারো রাষ্ট্র ক্ষমতায় আসীন হবে।' তিনি আরও বলেন, 'বিএনপি মোটেও হতাশাগ্রস্ত দল নয়। বিএনপি দেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় দল। যদি বিগত নির্বাচন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে হতো, তাহলে আজকে রাষ্ট্র ক্ষমতায় থাকত আমাদের দল বিএনপি।

প্রবাসীর ভূসম্পত্তি দখলের পাঁয়তারা করছে দুর্বৃত্তরা

উত্তর আমেরিকা অফিস

সিলেট শহরে প্রবাসী পরিবারের ভূসম্পত্তি দখলের অভিযোগ পাওয়া গেছে। শহরে প্রবাসীর ক্রয় করা জমিতে জবর দখল করার চেষ্টা করছে একদল চাঁদাবাজ দুর্বৃত্ত। ভুক্তভোগী প্রবাসী মোঃ আলমগীর মান্নান জানিয়েছেন, চাঁদাবাজ লোকজনকে তারা ভয় পাচ্ছেন এবং জমিজমা আত্মসাৎ করার পাঁয়তারা করছে একদল লোক।

নিউইয়র্ক প্রবাসী মোঃ আলমগীর মন্নান এক আবেদনে বলেছেন, " আমি গত ২০১৭ সালে দেশে আমার শ্বশুরের মাধ্যমে সিলেট মহানগরীর পশ্চিম পীর মহল্লায় ৪৫২৬/২০১৭ নং দলিল মূলে ১ খণ্ড জমি ক্রয় করি। বর্ণিত জমিতে ঘর নির্মাণ করে একজন কেয়ার টেকারকে জমিজমা দেখভালের দায়িত্ব দিয়েছিলাম।

আলমগীর মান্নান জানান, " নভেম্বর ২০২০ সালে একদল সন্ত্রাসী রাতের বেলায় এসে কেয়ার টেকারকে ভয়ভীতি দেখায় এবং জমিতে ঘরসহ অন্যান্য নির্মাণ স্থাপনার কারণে চাঁদা দাবি করে ও হুমকি প্রদান করে। বিষয়টি আমার আমার শ্বশুর জানতে পেরে পরদিন এলাকার মুরব্বিগন ও ৭ নং ওয়ার্ডে কাউন্সিলকে অবগত করেন। কাউন্সিলর এ ব্যাপারে আর কোন অসুবিধা হবে না বলে আশ্বস্ত করেন।"

সাংবাদিকদের কাছে দেয়া বক্তব্যে মোঃ আলমগীর মান্নান জানান, কোভিড-১৯ মহামারি শুরু হলে তার শ্বশুর ২০২১ সালে আমেরিকায় চলে আসেন। এখানে আসার পর তিনি জটিল রোগে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন ও নিয়মিত ডাক্তারের পরামর্শ নেয়ার কারণে প্রবাসে অবস্থান করেন। সে সময়টিতে স্থানীয় সন্ত্রাসীদের নিয়ে জিয়া মিয়া নামক একজন কেয়ার টেকারকে ভয়ভীতি প্রদর্শন করতে থাকে।

জমিজমা রক্ষার জন্য বাধ্য হয়ে তার শ্বশুর অসুস্থ অবস্থায় ২০২২ সালের অক্টোবরে দেশে চলে যান। দেশে গিয়ে তিনি স্থানীয় কাউন্সিলরের সাথে আবারো এ ব্যাপারে যোগাযোগ করেন। যোগাযোগ এর এক পর্যায়ে কাউন্সিলর বিষয়টি নিয়ে কোন ঝামেলা হবে না বলে আশ্বস্ত করেন। এমন আশ্বাস পেয়ে প্রবাসী শ্বশুরও দেশত্যাগ করেন।

মোঃ আলমগীর মন্নান জানিয়েছেন, ২০২২ সালের ২২ আগস্ট রাতে এসব সন্ত্রাসীরা জিয়ার নেতৃত্বে এসে তার ঘরদোয়ার ভেঙ্গে ফেলে। এসব শুনে কাউন্সিলরকে ফোনে অবগত করলে তিনি ক্ষতিপূরণ সহ বিচার করে দিবেন বলে আশ্বস্ত করেন।

আলমগীর মানান জানিয়েছেন, আত্মীয় স্বজনরা ২০২১ সাল থেকে কাউন্সিলর অফিসে ধরনা দিয়েও কোন সুফল পেতে ব্যর্থ হয়েছেন। সন্ত্রাসীরা এই সময়ের মধ্যে আলমগীর মান্নানের ক্রয় করা এবং ঘর নির্মাণের জন্য রাখা পাঁচ হাজার ইট ও চারশ ফুট বালি পাশের প্লটে স্থানান্তর করে। এগুলো নেয়ার সুবিধার্থে সীমানার কাটা তারের বেড়া ও পিলার তুলে নেয়।

প্রবাসী আলমগীর মান্নান তার আবেদনের বিবরণে বলেছেন, সন্ত্রাসীদের ভয়ে কেউ কথা বলতে পারে না, তাই এরা এসব অন্যায় বেআইনি জুলুম অব্যাহত রেখেছে। প্রতিকারের আশায় এসব ঘটনা কাউন্সিলরকে জানানো হয়েছে ও আইনের সাহায্য চাওয়া হয়েছে।

২০২০ সালের ২৬ নভেম্বর বিষয়টির বিস্তারিত জানিয়ে প্রবাসী আলমগীর মান্নানের শ্বশুর সিলেটের বিমানবন্দর থানায় সাধারণ ডায়রি(নং ১১৯১-২০) করেন। এ নিয়ে কোন আইনগত প্রতিকার পান নাই প্রবাসী ভুক্তভোগী পরিবারটি। নিরুপায় এ প্রবাসী নিউইয়র্কস্থ বাংলাদেশ কন্সুলেটের মাধ্যমে ২০২৩ সালের ৩১ আগস্ট প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী বরাবরে প্রতিকারের আশায় আবেদন জানান। এ আবেদনটি বর্তমানে মেট্রোপলিটন পুলিশের তদন্তাধীন আছে বলে প্রবাসী মান্নান জানান।

৭ নম্বর ওয়ার্ডের সাবেক কাউন্সিলর আফতাব হোসেন খানের মদদে এমন কাজ হচ্ছে বলে স্থানীয়ভাবে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে। রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালীদের সাথে সম্পর্কের জের ধরে প্রবাসীদের জমি দখলের একের পর এক চেষ্টা করে আসছে এসব দুর্বৃত্বরা। প্রবাসীরা স্বল্প সময়ের জন্য দেশে গিয়েও প্রতিকারের জন্য কিছু করতে পারছেন না।গত পৌর কর্পোরেশন নির্বাচনের সময় সশস্ত্র মহড়ার জন্য জেল খাটা সাবেক কাউন্সিলর তাঁর সন্ত্রাসী কাজকর্ম অব্যাহত রেখেছে এবং প্রবাসীদের জমিজমা আত্মসাৎ করার জন্য তার লোকজনদের নিয়ে জবরদখল করার চেষ্টা চালিয়ে আসছে। ভুয়া দলিলপত্র করা সহ ভয়ভীতি এবং ক্ষমতাসীন লোকজনের নাম ব্যবহার করে এসব করা হচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। প্রবাসী আলগীর মান্নান নিরুপায় হয়ে সরকারের কাছে এ নিয়ে আবেদন জানিয়েছেন। এ কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে আরও কিছু প্রবাসী তাদের জমি দখলের অভিযোগ এনেছেন। প্রবাসীদের পক্ষ থেকে এ নিয়ে প্রতিকার প্রার্থনার জন্য সংবাদ সম্মেলন করা সহ সরকারের বিভিন্ন মহলে আবেদন করার উদ্যোগ নিয়েছেন বলে প্রবাসীরা জানিয়েছেন।

বিরল সোনালী ঈগল উদ্ধার

হবিগঞ্জ

সোনালী ঈগল একটি বিরল প্রজাতির পাখি। আবাস ও খাদ্য সংকটের কারণে এই প্রজাতির পাখি হারিয়ে যাচ্ছে।

তোফাজ্জল সোহেল, হবিগঞ্জ

হবিগঞ্জের বিয়াম ল্যাবরেটরী স্কুল সীমানা থেকে উদ্ধার হওয়া সোনালী ঈগল পাখিটি বন বিভাগের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। আজ রবিবার ১০ মার্চ দুপুরে স্কুলের অধ্যক্ষ সৈয়দা রওশন সুলতানা ও বাপা হবিগঞ্জের সাধারণ সম্পাদক তোফাজ্জল সোহেল বন বিভাগের কর্মীদের কাছে এটি হস্তান্তর করেন। এর আগে বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা) হবিগঞ্জের সাধারণ সম্পাদক ও কেন্দ্রীয় নির্বাহী সদস্য তোফাজ্জল সোহেল অবহিত হয়ে বনবিভাগের সঙ্গে যোগাযোগ করেন।

বিয়াম ল্যাবরেটরি স্কুলের অধ্যক্ষ সৈয়দা রওশন সুলতানা জানান, স্কুলের শিক্ষক আব্দুস সালাম আহত অবস্থায় পাখিটি পড়ে থাকতে দেখে উদ্ধার করেন। আমরা সেটিকে সেবা পরিচর্যা করি। বনবিভাগের কাছে হস্তান্তর করতে পেরে আমরা আনন্দিত।

বন কর্মকর্তা তোফায়েল আহমেদ চৌধুরী জানান, সোনালী ঈগল একটি বিরল পাখি। এটির আনুমানিক বয়স ১ বছর। প্রাথমিক পর্যায়ে এটিকে সুস্থ মনে হচ্ছে। তারপরও আমরা ২ দিন পর্যবেক্ষণে রেখে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা দিয়ে অবমুক্ত করব।

বাপা হবিগঞ্জের সাধারণ সম্পাদক ও কেন্দ্রীয় নির্বাহী সদস্য তোফাজ্জল সোহেল বলেন, সোনালী ঈগল একটি বিরল ও বিপন্ন প্রজাতির পাখি। শিকারি পাখি হিসেবে এর খ্যাতি রয়েছে। আবাস ও খাদ্য সংকটের কারণে এই প্রজাতির পাখি হারিয়ে যাচ্ছে। তিনি যুক্ত করেন, পৃথিবীর সকল প্রাণী একে অন্যের প্রতি নির্ভরশীল। এই পারস্পরিক নির্ভরশীলতা পৃথিবীকে করেছে সুন্দর ও বাসযোগ্য। প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষায় পাখির ভূমিকা অনন্য। পাখিগুলো সংরক্ষণ ও টিকিয়ে রাখা আমাদের সকলের দায়িত্ব ।

বন বিভাগের পক্ষ থেকে পাখিটি গ্রহণ করেন বনকর্মী মো: জিয়াউল হক রাজু ও মনোরঞ্জন অধিকারী। এসময় উপস্থিত ছিলেন স্কুলের শিক্ষক বাবলি চৌধুরী, কাকলি দত্ত প্রমুখ।

বিএএসজের উদ্যোগে দোয়া মাহফিল

সুব্রত চৌধুরী

নিউ জার্সি রাজ্যের আটলান্টিক সিটিতে ১০ মার্চ, রোববার সন্ধ্যায় সিটির ২৭০৯, ফেয়ারমাউনট এভিনিউতে অবস্থিত 'বাংলাদেশ কমিউনিটি সেন্টার' এ বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব সাউথ জার্সির উদ্যোগে দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব সাউথ জার্সির ট্রাষ্টি বোর্ডের সভাপতি আব্দুর রফিকের বড় ভাই মরহুম ইনামুল করিম, মরহুম গোলাম হাফিজ, মরহুম হামিদুর রহমান ও মজিবুর রহমানের মাতা সহ যারা ইন্তেকাল করেছেন তাঁদের আত্মার মাগফেরাত কামনায় এই দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। দোয়া মাহফিলে কমিউনিটিতে যারা ইন্তেকাল করেছেন তাদের আত্মার মাগফেরাত কামনায় দোয়া ও মোনাজাত করা হয়। দোয়া ও মোনাজাত পরিচালনা করেন মোঃ রুহুল আমিন খান। সম্প্রতি যারা ইন্তেকাল করেছেন তাঁদের সবার জন্য দোয়া মাহফিলে উপস্থিত সবাই দু'হাত তুলে দোয়া করেন এবং তাঁদের রুহের মাগফেরাত কামনা করেন, সেই সাথে তাঁদের পরিবারের শোক কাটিয়ে ওঠার জন্যও সবাই দোয়া করেন।

বিএএসজের সাধারণ সম্পাদক জাকিরুল ইসলাম খোকার সঞ্চালনায় শোকাহত পরিবারগুলোর প্রতি সমবেদনা জানিয়ে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব সাউথ জার্সির সভাপতি জহিরুল ইসলাম বাবুল, বিএএসজের ট্রাষটি বোর্ডের সভাপতি আব্দুর রফিক,মসজিদ আল হেরার সভাপতি ওবায়দুললাহ চৌধুরী,ইসলামিক সেন্টার অব আটলান্টিক সিটির সভাপতি মোঃ ইকবাল হোসেন, মওলানা আবদুল হাই প্রমুখ।

দোয়া মাহফিলে ৫ম ওয়ার্ডের কাউন্সিলম্যান আনজুম জিয়া, আটলান্টিক সিটি স্কুল বোর্ড সদস্য সুব্রত চৌধুরী, মোঃ আইয়ুব, শামীম চৌধুরী, মনিরুজামান মনির, শাহরিয়ার আহমদ প্রমুখ অংশ নেন।

রমযান উপলক্ষ্যে প্রবাসীদের বদান্যতা

ডেস্ক রিপোর্ট

রমযান উপলক্ষে প্রবাসীরা দেশে থাকা স্বজন পরিজনসহ সামর্থহীন দেশবাসীর পাশে দাঁড়াতে শুরু করেছেন। অনেক প্রবাসী পরিবারই এককভাবে বা পারিবারিকভাবে স্বদেশে অর্থ প্রেরণ করেছেন রমযান মাসকে সামনে রেখে। প্রবাসে থাকা এমনই একটি সমৃদ্ধ পরিবার মৌলভীবাজারের ' কচুয়া লাম্বা বাড়ি গোষ্টি উয়েলফেয়ার ট্রাস্ট' ব্যানারে প্রায় ১২ লাখ টাকার বেশি অর্থের সহযোগিতা দেশে প্রেরণ করেছেন।

৮ মার্চ শুক্রবার মৌলভীবাজারের কচুয়া গ্রামে আনুষ্ঠানিকভাবে ইফতার সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে। এ পারিবারিক ট্রাস্টের সাথে জড়িত নিউজার্সির কাউন্সিলউওম্যান শিফা উদ্দিন প্রথম আলো উত্তর আমেরিকাকে জানিয়েছেন, দেশের বাইরে ছড়িয়ে থাকা স্বজনরা গ্রামদেশের লোকজনকে ভুলে থাকতে পারেন না। পারিবারিক ঐতিহ্য হিসেবেই সবসময় এলাকার সাথে সংযুক্ত থাকেন। রমযান উপলক্ষে অনগ্রসর পরিবারগুলোর মধ্যে ইফতার সামগ্রী ছাড়াও নগদ অর্থ দেয়া হয়েছে বলে তিনি জানান।

নিউইয়র্ক স্টেট স্বেচ্ছাসেবক দলের কর্মী সভা অনুষ্ঠিত

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

জাতীয়তাবাদী স্বেচ্ছাসেবক দল নিউইয়র্ক স্টেট শাখার কর্মী সভা গত ৯ মার্চ শনিবার সন্ধ্যায় জ্যাকসন হাইটসের মামা'স পার্টি হলে সংগঠনের কেন্দ্রীয় সংসদের আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক মাকসুদ চৌধুরীর সভাপতিত্বে এবং সহ আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক সাইফুর খান হারুনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মী সভায় (ভার্চ্যুয়ালি) প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় সংসদের সংগ্রামী সভাপতি জননেতা এস এম জিলানী, প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় সংসদের বিপ্লবী সাধারন সম্পাদক রাজীব আহসান, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় সংসদের বিপ্লবী সিনিয়র সহ সভাপতি ইয়াসিন আলী, মঞ্চে আরো উপস্থিত ছিলেন সহ আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক মো খোরশেদ আলম ও কেন্দ্রীয় সদস্য নুর আলম, বক্তব্য রেখেছেন হারুন মিয়া, বাদল মির্জা, বাশেদ রহমান, শরিফ হোসাইন, জহির খান, নাজমুল হোসাইন, আলমগীর চৌধুরী, আনোয়ার হোসেন টিপু, মোহাম্মদ রাসেল ও মোহাম্মদ শফি উল্লাহ প্রমুখ সহ অসংখ্য নেতা কর্মী।

প্রধান অতিথি কেন্দ্রীয় সভাপতি এস এম জিলানী, পুরো হল ভর্তি নেতা কর্মীদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য দিতে গিয়ে বলেন, বাংলাদেশে কখনো কোন গনতান্ত্রিক আন্দোলন ব্যর্থ হয় নাই, ইনশা আল্লাহ দেশ নায়ক তারেক রহমানের নেতৃত্বে বাংলাদেশে গনতান্ত্রিক সরকার অচিরেই প্রতিস্ঠা হবে। তিনি নিউইয়র্ক স্টেট সেচ্ছাসেবক দলের সকল নেতা কর্মীদের ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানান এবং স্থানীয় বিএনপি ও কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সাথে পরামর্শে ক্রমে সকল কর্মসুচি সফল করার আহবান জানান।

প্রধান বক্তা কেন্দ্রীয় সাধারন সম্পাদক রাজীব আহসান বলেন নিউ ইয়র্কে সেচ্ছাসেবক দলকে প্রবাসের সর্ববৃহত সংগঠনে রূপ দিতে হবে। তিনি বলেন সবাইকে সংগঠনের প্রতি ডেডিকেইটেড হতে হবে, কখনো মুল দল, কিংবা কখনো যুবদল আবার সুযোগ ফেলে স্বেচ্ছাসেবক দল করা, তা করা যাবে না। যারা সংগঠনকে গতিশীল করতে পারবে তাদের সমন্বয়ে কমিটি গঠন করা হবে, নেতৃত্বের প্রতিযোগিতা কিংবা প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকবে এটাই স্বাভাবিক কিন্তু যাদেরকে কমিটিতে যেখানে অন্তরভুক্ত করা হবে তাদেরকে সেখানে কাজ করতে হবে, যোগ্যতা সবার আছে কিন্তু আহবায়ক কিংবা সদস্য সচিব সবাইকে করা যাবে না। সুতরাং নেতৃত্বের প্রতি অবিচল থেকে সংগঠনকে এগিয়ে নিতে হবে এবং স্বৈরচারকে উতকাত করতে ঐক্যের কোন বিকল্প নাই।

বিশেষ অতিথি কেন্দ্রীয় সিনিয়র সহ সভাপতি ইয়াসিন আলী বলেন- নিউ ইয়র্ক তথা যুক্তরাষ্ট্রে অনেক যোগ্য এবং সাংগঠনিক নেতা আছে যারা এই সংগঠনকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম হবেন। তিনি বলেন জাতীয়তাবাদী সেচ্ছাসেবক দল বিএনপির অন্যতম একটি বৃহৎ অঙ্গ সংগঠন, এই সংগঠনের অতীত এবং বর্তমান নেতৃত্বের মধ্যে সবাই ছাত্রদলের শীর্ষ পর্যায়ে নেতৃত্ব দিয়ে এসেছেন!

সরকার দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ

জিএম কাদেরের মন্তব্য

ঢাকা অফিস

জিএম কাদের

সরকার দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে রাখতে পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয় সংসদের বিরোধীদলীয় নেতা ও জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান জিএম কাদের। আজ সোমবার বিকেলে ঢাকা থেকে বিমানযোগে এসে রংপুর সার্কিট হাউজে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে এসব কথা বলেন তিনি।

এ সময় জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান বলেন, 'নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের লাগামহীন মূল্য বৃদ্ধির কারণে দেশের মানুষ ভীষণ কষ্টে আছে। আয় উপার্জন যা হচ্ছে খরচ তার চেয়ে বেশি হচ্ছে এবং দিন দিন তা বাড়ছে।' জিএম কাদের বলেন, 'রমজান উপলক্ষে সরকারের তরফ থেকে বিভিন্ন ধরনের আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল— অনেক ধরনের কর মওকুফ করে দেওয়া হবে, বিভিন্নভাবে রমজানে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে রাখা হবে। কিন্তু সরকার দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে রাখতে পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছে। গুটিকয়েক ব্যবসায়ী সিন্ডিকেট করে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম নিয়ন্ত্রণ করছেন।'

জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান আরও বলেন, 'এই সিন্ডিকেটের কাছের সরকারও জিম্মি। সরকার ইচ্ছে করলেও তাদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না। এরা সরকারের চেয়ে শক্তিশালী মনে হচ্ছে। কারণ তারা সকলেই সরকারের নীতি–নির্ধারণের সঙ্গে বিভিন্নভাবে জড়িত। ফলে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের বাজার সরকারের ইচ্ছায় নয় তাদের ইচ্ছায় হচ্ছে। সে কারণে সরকার জনগণকে যে সেবা দিতে চাইছে তা করতে পারবে না। ফলে আপাতত জনগণের দুর্ভোগ কমার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না।'

রওশন এরশাদের নেতৃত্বে আরও একটি জাতীয় পার্টি গঠনে সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা আছে বলে দাবি করে জিএম কাদের বলেন, 'তাদেরকে পারমিশন দেওয়া হয়েছে, হল ভাড়া দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এভাবে যদি সরকার বেআইনিভাবে কাউকে পৃষ্ঠপোষকতা দেয়— এর থেকে সরে না আসে তাহলে স্বাভাবিক রাজনীতি বাধাগ্রস্ত হবে। দেশ ও জাতি ক্ষতিগ্রস্ত হবে।'

REAL ESTATE, DIVORCE, IMMIGRATION & SMALL BUSINESS

বাড়ি ঘর বা ব্যবসা কেনা/বেচা, তালাকের মামলা, ইমিগ্রেশন, দুর্ঘটনা বা পিছলে পড়া, এবং যাবতীয় অন্যান্য আইনগত সহায়তার জন্য, অভিজ্ঞ কার্যোপযোগী বাংলাদেশী এটর্নির সাথে যোগাযোগ করুন

নিউ ইয়র্কের লাইসেন্সধারী অভিজ্ঞ এটর্নি

Hasan Malik, Esq.
718-433-9243

37-13 74TH ST. FLOOR 2
JACKSON HEIGHTS, NY 11372

এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়

বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।
বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর
২৫% ছাড় কুপন সহ যে কোন পন্য ক্রয়ে
প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।
ফ্রি উপহার কুপন সহ ভিতরে প্রবেশ করলেই

- প্রতিদিন সর্বোচ্ছ কম মূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়
- সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ কেয়ার, প্রসাধনী সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ এন্ড বিউটি কেয়ার
- ফটোকপি ৫ সেন্ট, ■ ফ্যাক্স সার্ভিস ■ ৯৯ সেন্ট এ উপহার কার্ড ■ ফিল্ম প্রসেসিং

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহন করে থাকি।

আমাদের অন্য কোন শাখা নেই আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনার সকল প্রেসকিপশন সংগ্রহ করে থাকি।

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY (347) 851-2688

১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট রোড ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক - ১০৪৬২

Wasi Choudhury & Associates LLC

আপনি কি I.R.S./STATE নোটিশ নিয়ে চিন্তিত?

SERVICES

- Represent Taxpayers for I.R.S./ State Audit
- Tax Preparation:
  Individual, Corporation, Partnership, LLC, Not-for-Profit, etc.
- Accounting:
  Payroll, Sales Tax, etc.
- Business Licenses
- ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত নিয়মাবলী প্রয়োজনে ফলো করা হয়।

IRS e-file
IRS AUTHORIZED E-FILE PROVIDER

Wasi Choudhury, EA
Admitted to Practice before the IRS
সদস্য, বোর্ড অব ট্রাস্টি, বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক

Member: naea

Tel: 718-440-6712
718-205-3460
Fax: 718-205-3475
Email: wasichoudhury@yahoo.com

ক্রেডিট কার্ড এর মাধ্যমে ও পেমেন্ট করতে পারেন

প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির কল্যাণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক এর সদস্য পদ গ্রহণ / নবায়ন করার এবং এর প্রতিটি কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার অনুরোধ রইল।

37-22, 61st St., 1st Fl, Woodside, NY 11377

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

MOHAMMAD M RAHMAN MD

Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু, হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:
718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:	JAMAICA OFFICE:
30-04, 36th Avenue LIC, NY 11106 Tel: 718-383-4500	170-12 Highland Avenue Jamaica Estates, NY- 11432 www.drmrahman.com

---

Tax & Immigration Services

MOHAMMED PIER
Lic. Realestate Asso, Broker
EA, IRS, RTRP & notary Public
Cell: 917-678-8532

- Tax
- Immigration
- Real Estate
- Mortgage
- Notary

INCOME TAX
Income Tax Serice & Direct Deposit quick Refund & Electronic Filling

IMMIGRATION SERVICES
Citizenship & Family Application Affidavit of Support & all forms available

REAL ESTATE
For Buying & Selling houses mortgage services

IRS e-file

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

দীর্ঘ ১০ বছরের সাফল্য ও অভিজ্ঞতার ধারাবাহিকতায়

সকল ধরনের ইনস্যুরেন্সের জন্য একটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

আপনার গাড়ি বাড়ি ব্যবসা ও TLC ইন্সুরেন্সের জন্য আমাদের প্রফেশনালদের সহায়তা নিন

Low Down Payment
No Extra Fee
6 Hours DDC Class

Experienced
Tax Professional
IRS e-file
IRS Authorized e-file Provider

Auto Home Business & TLC Insurance
TDS Insurance Brokerage Corp.
BROOKLYN
118 Beverley Road, Brooklyn, NY 11218
Phone: 718-483-9310, Fax: 718-483-9311
Email: team@tdsinsurance.com

জ্যাকসন হাইটসের প্রাণকেন্দ্রে সিপিএ'র মাধ্যমে ট্যাক্স ফাইল করুন

TAX FILING 2023
WE DO ALL TYPES OF TAXES

CONTACT
KALIANNA LAKSHMANAN,CPA,PC
7232 BROADWAY,SUITE 306
JACKSON HEIGHTS, NY 11372
Phone: 347-279-6001, 646 4818369
Fax: 718-799-9181
Email: lakashmanan@kali-cpa.com

আবু জামান
ম্যানেজার
Tel: 6462844776

KALIANNA LAKSHMANAN
CPA,PC
Tel: 347-279-6001

জব জব জব

আপনি কি আমেরিকাতে একটি সরকারী জব খুজছেন? আপনার কি হাইস্কুল ডিপ্লোমা, ব্যাচেলর অথবা মাষ্টার ডিগ্রী আছে? বাংলাদেশ অথবা ইউএস থেকে যদি থাকে তাহলে আর দেরী না করে আমাদের টিমে যোগ দিন এবং আপনার পছন্দমত ফিল্ডে একটি প্রফেশনাল জবের জন্য চেষ্টা করুন।

সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় (সিটি, স্টেট এবং ফেডারেল জবের) আপনাদের সর্বোচ্চ স্কোর পাওয়ার জন্য আমাদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা থাকে এবং সেভাবেই আমরা প্রার্থীকে প্রস্তুত করে দেই। (ম্যাথ, ইংরেজী এবং অন্যান্য ট্রিকি প্রশ্নাবলী সমৃদ্ধ আমাদের নিজস্ব প্রিপারেশন গাইড ব্যাংক)। আমেরিকার অন্য স্টেট থেকেও আমাদের টিমে যোগ দিতে পারেন।

তাছাড়া প্রফেশনাল রিজুমি, কভার লেটার এবং ফেইস টু ফেইস ইন্টারভিউ-এর জন্য তৈরী করা হয়। যাদের একাউন্টিং ব্যাকগ্রাউন্ড তাদেরকে কুইকবুক, পিচট্রি, পেরুল ও একাউন্টিং-এর টিউটরিংসহ সবাইকে কম্পিউটার বেসিক শিখানো হয়।

আগ্রহী প্রার্থীরা আজই যোগাযোগ করুন - ৭১৮-৫৩০-২৬০৫
email: roudro123@yahoo.com

এম এ জামান (বর্তমানে নিউইয়র্ক স্টেট গভ-এ কর্মরত)
সাকসেস মাল্টিপারপাস এন্ড ক্যারিয়ার কনসালটিং ফার্ম (প্রতিষ্ঠাতা)
সার্টিফাইড বিজনেস ক্যারিয়ার স্কুল টিচার, দ্যা স্টেট ইউনিভার্সিটি অফ নিউইয়র্ক (জব ডেভেলপার)
প্রাক্তন সাবস্টিটিউট টিচার, নিউ ইয়র্ক সিটি ডিপার্টমেন্ট অফ এডুকেশন এবং
লেকচারার ইন একাউন্টিং, এম এল আই, নিউ ইয়র্ক, কুইন্স

বাড়ি ক্রয়ে ২৫% ডাউন পেমেন্ট দিলে নো ব্যাকগ্রাউন্ড চেক

- রেন্টাল
- প্রপার্টি কেনা-বেচা, শর্ট সেল-নেগোসিয়েশন কেনাবেচার ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ
- অকশন-সিটি হাড (HUD) ব্যাংক
- মর্টগেজ ব্যবস্থা
- রি-ফাইন্যান্সসহ যাবতীয় সহযোগিতার জন্য কথা বলুন

Please call or text
646 284 4776
Abu Zaman
Licensed Real Estate Salesperson
abuzaman45@hotmail.com

Silver & Gold Realty

MITU DISABILITY CENTER
MITU PHYSICAL THERAPY P.C.
MITU HOME CARE LLC.

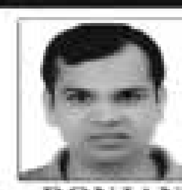
RONJAN
(Disability Consultant)
646-730-8416

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে প্রতি মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন

JABBAR SHARIFF
Attorney & Counselor at Law

MITU DISABILITY CENTER
- স্টেট ডিসএ্যাবিলিটি (TANF)
- ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি (SSI, SSDI)
- এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
- ইমিগ্রেশনের বিষয়ে সাহায্য করা হয়।

পরীক্ষা ছাড়াই আমেরিকার সিটিজেনশীপ

N-648 WAIVER

MITU PHYSICAL THERAPY P.C.
আমরা যেকোন ধরনের ব্যাথা / জয়েন্ট পেইনের জন্য থেরাপী দিয়ে থাকি, ঘাড়ের ব্যাথা, পিঠের ব্যাথা, হাটুর ব্যাথা, গোড়ালীর ব্যাথা, মাংসের ব্যাথা, অবশ হওয়া, ঝিনঝিন করা, মাথা ধরা এবং সাইটা টিকার ব্যাথা নিরাময়ের চিকিৎসা দিয়ে থাকি।
Nagah A. Alaidy
(ফিজিক্যাল থেরাপিষ্ট)

MITU HOME CARE LLC.
আপনি প্রতি সপ্তাহে আয় করুন
আপনার মা-বাবা, শ্বশুর-শাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধব অথবা যেকোন রোগীকে সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন। আমেরিকায় রোগীকে সেবা করার সম্পূর্ণ খরচ সরকার বহন করে থাকে।

3747, 73rd Street, Suite # 215
Jackson Heights, NY 11372
(Kings Plaza)
Phone: 718-701-2666, 646-730-8416, Fax: 718-225-1025
Email: bonijronjan@yahoo.com

আমেরিকায় স্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যাপারে ফ্রি পরামর্শ

B1/B2 সহ অন্য যে-কোন নন-ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাসের জন্য রয়েছে অনেক সুযোগ

- ব্যাবসায়ী ও কর্পোরেট প্রফেশনালদের জন্য আছে L1A বা E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সুযোগ

- Small ইনভেস্টরদের জন্য আছে সহজেই অল্প বিনিয়োগে আমেরিকান franchise ক্রয়ের মাধ্যমে E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সুযোগ

- বিপদগ্রস্থ পলিটিশিয়ান ও এন.জি.ও কর্মীদের জন্য পলিটিকাল এসাইলামের আবেদন করে ৬ থেকে ৮ মাসের মধ্যে সোশাল সিকিউরিটি ও ওয়ার্ক পারমিট সহ বসবাসের সুযোগ

-যারা এক বছর বা তার আগে গ্রীনকার্ডের জন্য এপ্লাই করে অপেক্ষা করছেন তাদের জন্য রয়েছে সুখবর।

-আমরা এখন H1B ও EB5 এর ব্যাপারেও সহায়তা করি।

স্বনামধন্য আমেরিকান Lawyer এর মাধ্যমে VISA/Case প্রসেস করে থাকি

FRANCHISE BROKER ACADEMY
Member

H1B	L1A VISA
EB5	E2 VISA
POLITICAL ASYLUM	

হটলাইন : +১ ২০১ ৪৫৬ ৩১০৩
সপ্তাহে ৭ দিনই খোলা

Captor USA, Inc.
Franchise & Business Consulting Firm
37-16, 73rd Street, Suite #402, Jackson Heights, NY 11372
Phone: +1 (718) 433 9001, +1 (718) 433 9002; Fax: +1 (718) 744 9590
Cell: (201) 456-3103, (646) 707 9067; Email: captor.usa@gmail.com, iftekhar.cml@gmail.com
New addres 37-16, 73 street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372

বরিশাল ডিভিশনাল সোসাইটি অফ বাফেলো নিউইয়র্কের আত্মপ্রকাশ

সংবাদ সম্মেলন

সভাপতি সৈয়দ ঝিলু এবং সাধারণ সম্পাদক মাসুম বিল্লাহ।

মতিউর রহমান লিটু

নিউইয়র্ক অঙ্গরাজ্যের দ্বিতীয় বৃহত্তম নগরী বাফেলো শহরে দ্রুততম সময়ে বাংলাদেশীদের বসতিস্থান গড়ে উঠেছে। কমিউনিটি বৃদ্ধির পাশাপাশি গড়ে উঠছে বিভিন্ন আঞ্চলিক সংগঠন। ৬মার্চ বুধবার বিসমিল্লাহ ওক রেষ্টুরেন্টে বিশাল অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করেছে বরিশাল ডিভিশনাল সোসাইটি অফ বাফেলো, নিউইয়র্ক নামে একটি সামাজিক সংগঠন। সকলের সমর্থনে সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ছাত্রনেতা সৈয়দ ঝিলু এবং সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন সাবেক ছাত্রনেতা মাসুম বিল্লাহ।

সিনিয়র সহ সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন ঢাকা বিশ্ব বিদ্যালয়ের সাবেক ছাত্রনেতা মনিরুজ্জামান মিয়া এবং প্রধান উপদেষ্টা হিসাবে নির্বাচিত করা হয়েছে পিবিসি টুয়েন্টিফোর টেলিভিশনের সম্পাদক মতিউর রহমান লিটুকে। সাংগঠনিক সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন মোহাম্মদ ওয়ালী আহাদ টিপু। এছাড়া সকলের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে বরিশাল ডিভিশনাল সোসাইটি গঠনের অন্যতম কারিগর যথাক্রমে মোহাম্মদ তারিকুল ইসলাম প্রিন্স মৃধাকে সহসভাপতি ও আবু জাফর ফরাজীকে এক নাম্বার সদস্য, মোহাম্মদ জাইদ বিশ্বাস কে সহসভাপতি নির্বাচিত করা হয়েছে।

বাফেলো শহরের বাসিন্দা প্রবাসী বরিশালবাসীদের ঐতিহাসিক এই অনুষ্ঠানের প্রথমেই কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন কমিউনিটির অন্যতম হাফেজ মাওলানা কারী মোহাম্মদ মোশাররফ খাদেম, তিনি নতুন এই কমিটির সফলতার জন্য মহান সৃষ্টিকর্তার কাছে দোয়া পরিচালনা করেন। এরপরে প্রধান উপদেষ্টা জনাব মতিউর রহমান লিটু নতুন এই সংগঠনের উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনা সম্পর্কে আলোচনা সাপেক্ষে পূর্ণাঙ্গ কার্যকরী পরিষদের ঘোষণা করেন। কমিটি ঘোষণার পূর্বক্ষণে উপস্থিত অতিথিদের পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়- উপস্থিত অতিথিদের মধ্যে অন্যতম কয়েকজন হলেন বাফেলোর অন্যতম সংগঠন এবিসিবির হেমায়েত হোসেন, সর্দার আক্তার খান, তানভীর আহাম্মেদ, গোলাম নবী, বাফেলো বিএনপি নেতা মোহাম্মদ আব্দুর রহিম এছাড়া কমিউনিটি একটিভিস্ট মাহমুদুল হাসান, কমিউনিটি একটিভিস্ট ও খুলনা বিভাগীয় সমিতির আহবায়ক আশরাফুজ্জামান মিয়া, কমিউনিটি একটিভিস্ট ও ময়মনসিংহ ডিভিশনাল অর্গানাইজেশন এর সভাপতি জনাব মোহাম্মদ আজিজুল হক মিয়া।

৫১ সদস্য বিশিষ্ট বরিশাল ডিভিশনাল সোসাইটি অফ বাফেলো, নিউইয়র্ক এর পূর্ণাঙ্গ কার্যনির্বাহী কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে।

নৈশ ভোজের মাধ্যমে বাফেলো শহরের ঐতিহাসিক এই সুন্দর ও সাচ্ছন্দপূর্ণ অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

গ্রেসি ম্যানসনে মেয়র এরিকের আমন্ত্রণে বাংলাদেশিরা

বাংলাদেশ হেরিটেজ দিবস

উত্তর আমেরিকা অফিস

নিউইয়র্ক সিটি মেয়রের সরকারি বাসভবন গ্রেসি ম্যানসনে বাংলাদেশি জনসমাজের অগ্রসরজনদের মিলন মেলা বসেছিল। ৭ মার্চ বৃহস্পতিবার বিকেলে মেয়র এরিক অ্যাডামসের আমন্ত্রণে বাংলাদেশিরা গ্রেসি ম্যানসনে জমায়েত হয়েছিলন। অনুষ্ঠানের মেয়র অ্যাডামস বাংলাদেশি কমিউনিটির ভূয়সী প্রসংশা করেন। তিনি বলেন, নিউইয়র্ক সিটি বাংলাদেশি আমেরিকানদের জন্য গর্বিত। সিটির প্রতিটি ডিপার্টমেন্টে তাদের পদচারণা রয়েছে। সিটির দরজা বাংলাদেশিদের জন্য উন্মুক্ত। ২৬ মার্চ বাংলাদেশ ফ্লাগ ডে, বাংলাদেশ হেরিটেজ ডে, রমযানে ইফতার পার্টির আয়োজন হয় সিটির উদ্যোগে। এতেই প্রমানিত হয় বাংলাদেশিরা সিটির মূল শ্রোতধারায় এগিয়ে যাচ্ছে। আমি বক্তিগতভাবে ব্রংকস, চার্চ ম্যাকডোনাল্ড, হিলসাইড ও রুজভেল্ট এভিনিউসহ সব এলাকার বাংলাদেশিদের সাথে পরিচিত। এ কমিউনিটির কল্যানে আগামীতে আরও কাজ করতে চাই।

মেয়র এরিক অ্যাডামস হেরিটেজ দিবস উপলক্ষ্যে ৪ জন বাংলাদেশিকে এওয়ার্ড প্রদান করেন। তারা হলেন রুহিন হোসেন, আব্দুল চৌধুরী জ্যাকি,ডা. শামীম আহমেদ ও মনিকা রায় চৌধুরী। এ অনুষ্ঠানে প্রায় ৩ শতাধিক বাংলাদেশি অংশ নেন। গেল বছর থেকে ম্যানহাটনস্থ মেয়রের সরকারি বাসভবনে বাংলাদেশ হেরিটেজ দিবস উদযাপন শুরু হয়েছে।

অনুষ্ঠান পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন মেয়র অফিসের প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও বাংলাদেশি আমেরিকান মীর বাশার। উল্লেখযোগ্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কনসাল জেনারেল নাজমুল হুদা, ছিলেন সাপ্তাহিক আজকাল সম্পাদক ও নিউইয়র্ক -বাংলাদেশি আমেরিকান লায়ন্স ক্লাবের সভাপতি শাহ নেওয়াজ, গোল্ডেন এজ হোম কেয়ারের ভাইস প্রেসিডেন্ট রানো নেওয়াজ, মূলধারার রাজনীতিক ও কমিউনিটি একটিভিস্ট গিয়াস আহমেদ, আমিন মেহেদি, মোহাম্মদ আলী, জামাইকা ফ্রেন্ডস সোসাইটির সভাপতি ফকরুল ইসলাম দেলোয়ার,বিএনপি নেতা জাকির এইচ চৌধুরী, খলিল বিরিয়ানী হাউজের চেয়ারম্যান খলিলুর রহমান, ফাহাদ সোলায়মান, রকি আলিয়ান, মোহাম্মদ কাশেম, কমিউনিটি একটিভিস্ট এম এ ইসলাম মামুন,ডিটেকটিভ মাসুদুর রহমান,খবির উদ্দিন ভূঁইয়া,মোহাম্মদ আলাউদ্দীন,ইব্রাহিম বারো ভূঁইয়া,ফরিদা ইয়াসমীন ও আব্দুস সামাদ জাকারিয়া।

এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটি ইউএসএর ‘রিসাইটেশন অব অনার’ অ্যাওয়ার্ড

উত্তর আমেরিকা অফিস

নিউইয়র্ক সিটির কুইন্স বরো প্রেসিডেন্টর উদ্যোগে বাংলাদেশ হেরিটেজ ডে পালন করা হয়েছে ৫ মার্চ । এ উপলক্ষ্যে বরো হলে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে কমিউনিটির কল্যাণ আর মানবাতার সেবায় অবদান রাখার জন্য এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটি ইউএসএ ইনক-কে বরো প্রেসিডেন্ট রিচার্ড ডনবান-এর পক্ষ থেকে ‘রিসাইটেশন অব অনার’ অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়।

অনুষ্ঠানে নিউইয়র্কে বাংলাদেশ কনস্যুলেটের কনসাল জেনারেল নাজমুল হুদা, বীর মুক্তিযোদ্ধা ও কমিউনিটি বোর্ড মেম্বার আব্দুল মুকিত চৌধুরী ও বীর মুক্তিযোদ্ধা শওকত আকবর রিচি সহ কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

সংগঠনের পক্ষে অ্যাওয়ার্ডটি গ্রহণ করেন সাধারণ সম্পাদক জাবেদ উদ্দিন। এসময় সভাপতি সোহেল আহমেদ, সহ সভাপতি কয়েস আহমেদ, উপদেষ্টা এমাদ চৌধুরী ও দেওয়ান শাহেদ চৌধুরী, সাংগঠনিক সম্পাদক মইনুল হক চৌধুরী, সদস্য ফয়সল আহমেদ প্রমুখ কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন। সাধারণ সম্পাদক জাবেদ উদ্দিন জানান, আগামী ৩১ মার্চ রোববার আল আমীন জামে মসজিদে এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটি ইউএসএ বার্ষিক ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হবে। এই মাহফিলে প্রবাসী বাংলাদেশীরা সবাই আমন্ত্রিত।

এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটি ইউএসএ ইনক-কে ‘রিসাইটেশন অব অনার’ অ্যাওয়ার্ড প্রদান

রমজানের ফজিলত-গুরুত্ব ও তাৎপর্য শীর্ষক আলোচনা

মদীনা মসজিদের উদ্যোগ

উত্তর আমেরিকা অফিস

রমজানের ফজিলত-গুরুত্ব ও তাৎপর্য শীর্ষক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছে মদীনা মসজিদের উদ্যোগে। ৭ মার্চ জ্যাকসন হাইটসের মামা’স পার্টি হলে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে আলোচকরা পবিত্র কুরআন-হাদিসের আলোকে মাহে রমজানের গুরুত্ব, তাৎপর্য ও ফজিলত বর্ণনা করেন। রোজা পালনের নিয়ম-কানুনসহ মাহে রমজানের পবিত্রতা রক্ষায় করনীয় ও বর্জনীয় সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন ইসলামী স্কলারগণ। তারা বলেন, গুনাহ মাফের সর্বোত্তোম মাস হচ্ছে রমজান।

মসজিদের সভাপতি এডভোকেট মোহাম্মদ নাসির উদ্দিনের সভাপতিত্বে এবং আসলাম সিকদারের পরিপালনায় অনুষ্ঠানে আলোচনায় অংশ নেন বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ মাওলানা হাফেজ আহমদুল হক, মুফতি মাওলানা মোহাম্মদ ইসমাইল, মাওলানা সুন্নাতুর রহমান, হাফিজ জুলকিফ চৌধুরী প্রমুখ। শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন ডেমোক্রেটিক পার্টির ডিষ্ট্রিক্ট লীডার এটর্নী মঈন চৌধুরী ও মসজিদের সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ এনায়েত হুসেন জালাল।

অনুষ্ঠানে আলোচকগণ বলেন, পবিত্র রমজান মাস অন্যান্য মাস থেকে মর্যাদাপূর্ণ একটি মাস। এ মাসেই মহান আল্লাহপাক পবিত্র কুরআন নাজিল করেন। ইহকালীন ও পরকালীন সব কিছুরই দিক নির্দেশনা রয়েছে এ পবিত্র কোরআনে।

মুসলিম উম্মাহসহ বিশ্ব মানবতার জন্য আল্লাহর রহমত কামনায় মোনাজাতের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়। মুনাজাত পরিচালনা করেন মাওলানা হাফেজ আহমদুল হক। বিপুল সংখ্যক মুসল্লী উপস্থিত ছিলেন সেমিনারে।

আন্তর্জাতিক নারীদিবস ও সম্মেলন ২০২৪

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

মহিলা পরিষদ যুক্তরাষ্ট্র এর উদ্যোগে পালিত হল আন্তর্জাতিক নারীদিবস ও সম্মেলন ২০২৪। ১০ মার্চ রোববার এস্টোরিয়া নিউইয়র্কে হ্যালো বাংলাদেশ পার্টি হলে, সংগঠনের সভাপতি শামসাদ হুসামের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক সুলেখা পালের সঞ্চালনায়, অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন, সিপিবি কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও নারী নেত্রী এডঃ মাকছুদা আক্তার লাইলি, সিপিবি কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও সদস্য জাতীয় রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্মিলন পরিষদ সুব্রতা রায়,লেখক ও সাংবাদিক নিনি ওয়াহেদ, উদীচীর সভাপতি সুব্রত বিশ্বাস, উন্নয়ন বিশেষজ্ঞঃ রাটগার্স বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্রিষ্টিনা রোজারিও। এবং উদীচীর সাধারণ সম্পাদক আলীম উদ্দীন। ১ম পর্বে আলোচনায় বক্তারা বলেন, ১৮৫৭ সালে আমেরিকার নিউইয়র্ক শহরে মজুরি বৈষম্য কমানো, কর্মঘণ্টা নির্দিষ্ট করা, কর্মক্ষেত্রে মানবিক পরিবেশের দাবিতে যে আন্দোলন শুরু হয়েছিল,তার প্রয়োজনিয়তা এখনও শেষ হয়ে যায়নি। যদিও আন্তর্জাতিক নারী দিবসের ব্যাপ্তি ও অর্জন অনেক। প্রতিদিন পত্রিকার পাতা খুললেই খুন, ধর্ষণ, নানা ধরনের নির্যাতনের খবর দেখে আমাদের শিউরে উঠতে হয়।

পুঁজিবাদী সমাজ নারীকে বিলাসদ্রব্য, ভোগ্যপণ্য ও বিজ্ঞাপনের পণ্য হিসেবে উপস্থাপন করছে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় সৃষ্টিশীল সত্তা বিকাশের প্রশ্নে নারীকে দ্বৈত শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রামে নামতে হয়। পুঁজিবাদ ও পুরুষতান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে।

নারীরা কর্মক্ষেত্রে অর্থনৈতিক বৈষম্যের শিকার, বৈষম্যের শিকার কৃষিক্ষেত্রে, গৃহস্থালির কাজে, পরিচ্ছন্ন কর্মী,ও গার্মেন্টস শিল্পে। আমাদের অর্থনীতির চালিকা শক্তি নারী শ্রমিকরা। নারীমুক্তির বিষয়কে অগ্রাহ্য করে সমাজের সামগ্রিক উন্নতি সম্ভব নয়। নারীমুক্তি ব্যতীত মানব মুক্তিও সম্ভব নয়।

২য় পর্বে ছিল সম্মেলন ও কাউন্সিল, সম্মেলনে ১৯ সদস্য বিশিষ্ট কার্যকরি পরিষদ গঠন করা হয়। সভাপতি শামসাদ হুসাম, কার্যকরি সভাপতি রাবেয়া আক্তার, সহ সভাপতি ইলা চন্দ, নাসরিন চৌধুরী, নাসিমা খানম, সাধারণ সম্পাদক সুলেখা পাল।

বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত হানিফ ছুরিকাঘাতে খুন মেরিল্যান্ডে

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

বাংলাদশি বংশোদ্ভূত মোহাম্মদ হানিফ (৫০) মেরিল্যান্ড স্টেটের ক্যাপিটল হেইটসে লার্চমোন্ট অ্যাভিনিউতে নিজ কনভেনিয়েন্স স্টোরে কৃষ্ণাঙ্গ দুর্বৃত্তের ছুরিকাঘাতে নিহত হয়েছেন। প্রিন্স জর্জকাউন্টি পুলিশ জানায়, ১২ মার্চ মঙ্গলবার হানিফ হামলার শিকার হন। পরে তাকে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয় এবং সেখানেই তার মৃত্যু হয় বলে জানা গেছে। প্রিন্স জর্জ কাউন্টি পুলিশ জানায়, নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জ উপজেলার আমিনবাজারের সন্তান হানিফ ১৯৯৯ সালে সপরিবারে যুক্তরাষ্ট্রে এসেছিলেন। স্ত্রী এবং ৩ সন্তান নিয়ে থাকতেন ভার্জিনিয়ার অ্যানান্ডেলে। ফাষ্টফুডের দোকান সাবওয়েতে কাজ করতেন। সেটি ছেড়ে বছর দেড়েক আগে এই কনভেনিয়েন্স স্টোরটি ক্রয় করেন। সেখানেই এক কৃষ্ণাঙ্গ তরুণের ছুরিকাঘাতে মারা গেলেন হানিফ।

কমিউনিটি সূত্রে জানা গেছে, দুর্বৃত্তটি স্টোরে ঢুকে সিগারেটসহ মূল্যবান সামগ্রী ছিনিয়ে নেওয়ার সময় হানিফ বাধা দিয়েছিলেন। সে সময়েই তাকে ছুরিকাঘাতে আহত করা হয়। গুরুতর অবস্থায় টহল পুলিশ তাকে উদ্ধার করে নিকটস্থ হাসপাতালে ভর্তি করেছিল।

মোহাম্মদ হানিফ

সেখানেই চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেলেন মোহাম্মদ হানিফ। স্টোরের সার্ভিলেন্স ভিডিও পরীক্ষার পর পুলিশ দুর্বৃত্তটির ছবি প্রকাশ করেছে। হানিফের কন্যা ফাতেমা রাইসা পিতার ঘাতককে গ্রেফতারের দাবি জানিয়ে বলেন, আমার বাবা ছিলেন হৃদয়বান মানুষ। পরিবারের জন্যে কঠোর শ্রম দিয়েছেন। তার মতো একজন মানুষকে কেন নির্দয় আচরণের ভিকটিম হতো হলো?

হানিফের শ্যালিকা লুৎফুন্নাহার ইসমাইল জানান, যদি তিনি জানতেন যে গ্রাহকের কাছে ডলার নেই। তাহলে মূল্য ছাড়াই প্রত্যাশিত দ্রব্য দিতেন। এমন একজন হৃদয়বান মানুষকে কেন হত্যা করা হলো? মঙ্গলবার সকাল পর্যন্ত মোহাম্মদ হানিফের ঘাতক গ্রেফতার হয়নি বলে কমিউনিটি ক্ষোভ প্রকাশ করেছে।

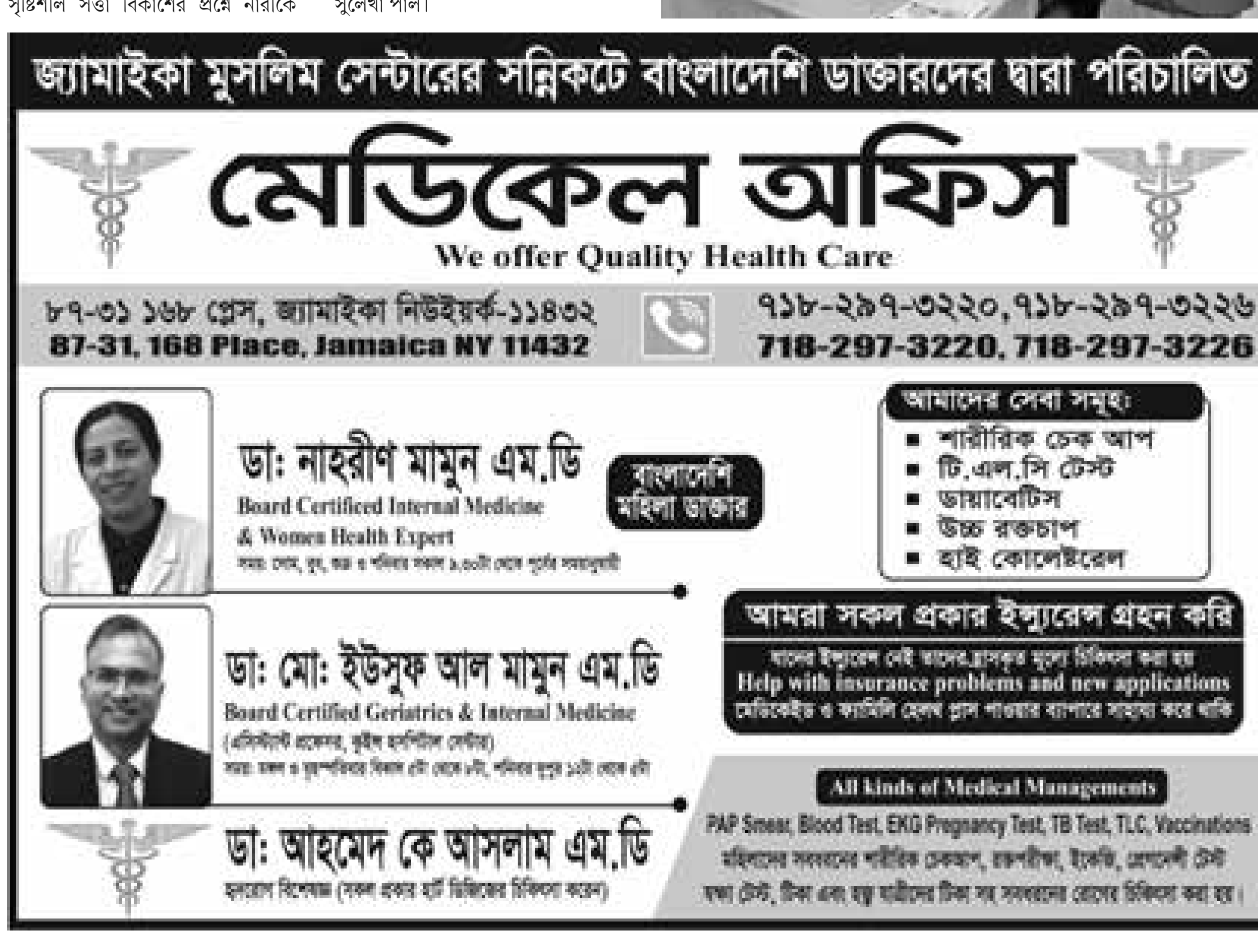

‘ড. নুরুন নবী: আজীবন মুক্তিযোদ্ধা’ প্রামাণ্য চিত্রের প্রদর্শনী

নিউজার্সি

বিশেষ প্রতিনিধি

বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে যেসব বীর লড়াকু জীবন বাজি রেখেছিলেন, নুরুন নবী তাদের মধ্যে একজন। মুক্তিযুদ্ধে তাঁর ঝাঁপিয়ে পড়া থেকে শুরু করে পাক হানাদারদের আত্মসমর্পণ পর্যন্ত ঘটনা প্রবাহ দেখলে শিহরিত হতে হয়। এসব ঘটনাবলীর সচিত্র উপস্থাপনায় বাঙালির ত্যাগ এবং গণহত্যার ঘটনাগুলো দৃশ্যমান হয়। বাংলাদেশের মানুষকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য বারবার একাত্তরেই ফিরে যেতে হয়। একাত্তরের সূর্যসন্তান নুরুন নবীদের বীরত্ব গাঁথা বাঙালির এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা।

'ড. নুরুন নবী- আজীবন মুক্তিযোদ্ধা' প্রামাণ্য চিত্রের প্রদর্শনী শেষে আলোচকরা এসব কথা বলেছেন।

৯ মার্চ শনিবার নিউজার্সির এডিসন শহরের বিগ সিনেমায় নাদিম ইকবাল পরিচালিত প্রামাণ্য চিত্রটি প্রদর্শিত হয়। সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব এবং খ্যাতিমান প্রযোজক জান্নাতুল টুম্পার ব্যবস্থাপনায় এ প্রদর্শনীতে প্রামাণ্য চিত্রের নায়ক ড. নুরুন নবী এবং তাঁর স্ত্রী ড. জিনাত নবী উপস্থিত ছিলেন।

দীর্ঘদিন থেকে যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী ড. নুরুন নবী একজন বিজ্ঞানী। নিউজার্সির প্লেনসবরো শহরের একজন নির্বাচিত কাউন্সিলম্যান। এসবের পাশাপাশি ছাত্রাবস্থায় দেশ মাতৃকার মুক্তির লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার কারণে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবেই তিনি খ্যাতিমান। স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিটি অগ্রযাত্রায় মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধারণ করে সক্রিয় রয়েছেন ড. নুরুন নবি। মুক্তিযুদ্ধের উপর অনেকগুলো গ্রন্থ রচনা করেছেন। বয়সের ভার কিংবদন্তি এ যোদ্ধাকে কাবু করেনি। প্রামাণ্য চিত্রে জীবন সঙ্গী ড. জীনাত নবিকে পাশে বসিয়ে দ্রোহ কালের বর্ণনা দিচ্ছিলেন নুরন নবি। থরে থরে ভেসে আসছিল ইতিহাসের উজ্জ্বল ঘটানগুলো। লাশের স্তূপ, নগ্ন পায়ে বাঁশের লাঠি নিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের ট্রেইনিং, ধর্ষিতা মায়ের আর্তনাদ !

প্রামাণ্য চিত্রটি দেখে দর্শকদের ঘটনা প্রবাহের সাথে নিজেদেরও চলে যেতে হয়েছে একাত্তরে। একটি দেশের স্বাধীনতার উম্মীলনের সময়টি। প্রতিক্রিয়ায় অনেকেই বলেছেন, বাংলার মানুষ একবারই ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। সেই ঐক্যের পাটাতনে দাঁড়িয়ে একজন মুক্তিযোদ্ধা নুরুন নবীর লড়াকু জীবন সম্পর্কে কিছুটা হলেও জানা গেছে।

প্রদর্শনী শেষে বীর মুক্তিযোদ্ধা ড. নুরুন নবী ও ড. জিনাত নবীকে নিয়ে মুক্ত আলোচনায় যোগ দেন বিশিষ্টজনেরা। আয়োজক জান্নাতুল টুম্পা সবাইকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, দেশের বাইরে থাকা বাংলাদেশের লোকজনের কাছে এ প্রামাণ্য চিত্রের প্রদর্শনীর আয়োজন করতে পেরে নিজেকে গর্বিত মনে করছেন। প্রবাসে বাংলাদেশি প্রজন্মের কাছে এ প্রামাণ্যচিত্রটি বাংলাদেশের জন্ম ইতিহাসকে জানার একটি উল্লেখযোগ্য তথ্যচিত্র হতে বারে বলে তিনি উল্লেখ করেন। ডাঃ ফারুক আজমের পরিচালনায় অন্যান্যের মধ্যে আলোচনায় যোগ দেন পরিচালক নাদিম ইকবাল, প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা সম্পাদক ইব্রাহীম চৌধুরী , নাজনীন হোসেইন, কাউন্সিলউওম্যান শিফা উদ্দিন, ড. সিদ্দিকুর রহমান, গোলাম ফারুক ভুইয়া, মামুন চৌধুরী, হাবিব রহমান, মোঃ রশিদ দিদার, মোসলেহ উদ্দিন আহমেদ, খাইরুল ইসলাম পাখি, বন্যা মির্জা, কাউন্সিল উওম্যান উয়েন্ডি শেফার, ইসমাইল,

আজম আহমদ, নাজরীন, সাবিনা রুপা, আমানুললাহ রীনা, আজহারুল হক, মনিজা ইসমত প্রমুখ।

আপনি কি ট্যাক্স ফাইল করেছেন?

কোনো প্রফেশনালকে দিয়ে ট্যাক্স ফাইল করান তাহলে সর্বাধিক রিফান্ড পাবেন এবং ভবিষ্যৎ জটিলতা থেকেও রক্ষা পাবেন।

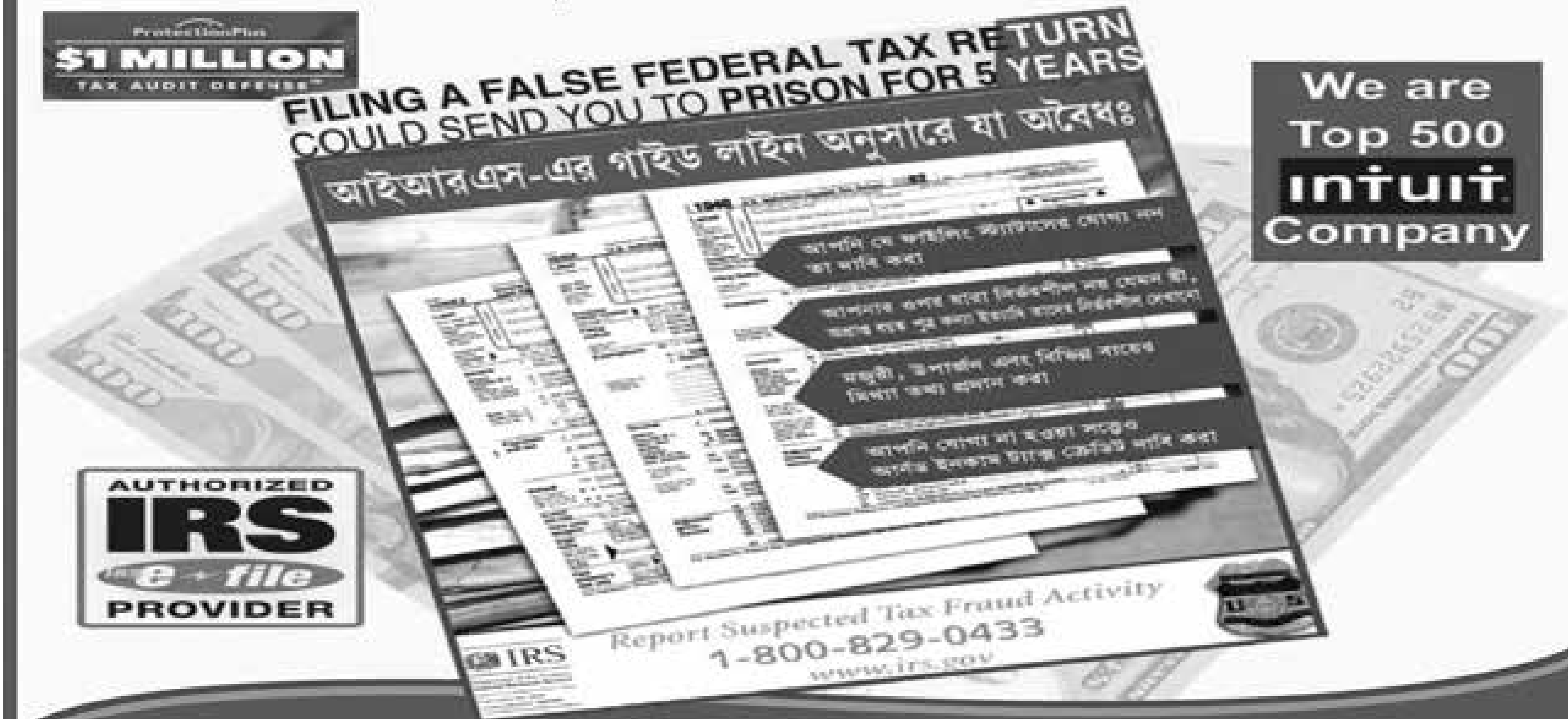

Southeast USA Income Tax Services

জ্যাকসন হাইটস
74-09 37th Avenue, Suite # 206
Jackson Heights, NY 11372
Phone: 718-639-6207
Cell: 917-566-1612

জ্যামাইকা
148-45, Hillside Ave. Ste: 203C
Jamaica, NY 11435
Phone: 516-366-9025
347-837-7378

ব্রংক্স
1445 Unionport Road, Bronx, NY
পার্কচেষ্টার ফ্যামিলি ফার্মেসির ভিতরে
Phone: 347-621-0378
718-427-5919

email: usa.bd54@gmail.com

মৌলভীবাজার ডিষ্ট্রিক্ট সোসাইটি অব ইউএসএ ইনক
MOULVIBAZAR DISTRICT SOCIETY OF USA INC.

হৃদয়ে মৌলভীবাজার'র জন্য লেখা আহবান

সম্মানিত মৌলভীবাজার জেলাবাসী, আসসালামু আলাইকুম/আদাব।

আমরা আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে, মৌলভীবাজার জেলাবাসীর প্রিয় সংগঠন মৌলভীবাজার ডিস্ট্রিক্ট সোসাইটি অব ইউএসএ ইন্‌ক'র উদ্যোগে **"হৃদয়ে মৌলভীবাজার"** নামে স্মরণিকা খুব শিগ্রই প্রকাশিত হতে যাচ্ছে।

আগ্রহী লেখক লেখিকাদের নিকট থেকে মৌলভীবাজার জেলার তথ্য ভিত্তিক; ইতিহাস, ঐতিহ্য, শিক্ষা, শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি, সাংবাদিকতা, ক্রীড়া, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ইত্যাদি বিষয়ে প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা, রম্য রচনাসহ প্রাসঙ্গিক লেখা আহবান করা যাচ্ছে।

উল্লেখ্য যে, অমনোনিত লেখা ফেরত দেয়া হবে না এবং আগামী ৩১ শে মার্চ ২০২৪ ইং তারিখের মধ্যে লেখা পাঠাতে হবে।

যোগাযোগ: নিখিল দেবনাথ, ফোন: 646 644 0951
ইমেইল: nikhilnath@yahoo.com

শুভেচ্ছাসহ

তজমুল হোসেন
সভাপতি
(৩৪৭-৪৮৫-৯২৪৩)

মোঃ জাবেদ উদ্দিন
সাধারণ সম্পাদক
(৩৪৭-৮৯৮-৮৩৮৩)

প্রচারে: সৈয়দ ফাহমি, প্রচার সম্পাদক।

জমজম ট্রাভেলসের অফিস উদ্বোধন

জ্যাকসন হাইটস

উত্তর আমেরিকা অফিস

যুক্তরাষ্ট্রের জ্যাকসন হাইটস এ জমজম ট্রাভেলস ইউএসএর অফিস উদ্বোধন করা হয়েছে। ৮ মার্চ শুক্রবার

নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটস এর বাংলাদেশ প্লাজায় দোয়া মোনাজাতের মাধ্যমে এ অফিস উদ্বোধন করা হয়। দোয়া ও মোনাজাত পরিচালনা করেন জ্যাকসন হাইটস জামে মসজিদের ইমাম হেদায়েতুল ইসলাম।

১৮ বছর আগে সিরাজগঞ্জ মফস্বল শহরে জমজম ট্রাভেলস যাত্রা শুরু করে প্রতিষ্ঠানটি বর্তমানে দুবাই ও আমেরিকাতে বাড়িয়েছেন তাদের ব্যবসায় পরিধি।

জমজম ট্রাভেলসের মার্কেটিং এক্সিকিউটিভ তাওহিদ মাহবুব মুন্না বলেন, ২০০৭ সালে দেশে জমজম ট্রাভেলস যাত্রা শুরু করে। শুরুর পর থেকে দীর্ঘ ১৮ বছর ধরে আমরা সুনামের সাথে ব্যবসা পরিচালনা করে আসছি। দুবাইতে আমাদের শাখা রয়েছে। আমেরিকাতেও আমরা সেবা প্রদান শুরু করেছি।তিনি আরও বলেন, আমাদের প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বিশেষ করে দুবাইয়ের টুরিস্ট ভিসা, রেসিডেন্স ভিসা, গোল্ডেন ভিসা, দুবাই প্যাকেজ ট্যুর, সৌদি আরবে প্যাকেজ ট্যুর, ওমরা ভিসা প্রসেসিং করা হয়ে থাকে। এছাড়ও মিশর, ভারতসহ বিভিন্ন দেশের ভিসা প্রসেসিং করা হয়। আমরা ভিসা, টিকেট, ট্রান্সপোর্টেশন, গাইডনেসসহ সম্পূর্ণ সেবা প্রদান করে থাকি।

বর্ষণমুখর দিনে নিউইয়র্কে হয়ে গেলো জমজমাট পিঠা উৎসব

উত্তর আমেরিকা অফিস

বিরামহীন বৃষ্টির কারণে নিউইয়র্ক শহর যখন প্রায় ঝিমিয়ে পড়ছিলো, ঠিক সেই সময় কুইন্সের পার্টি হলে চলছিলো জমজমাট 'ফাগুন ও পিঠা উৎসব'। রকমারি পিঠা পরিবেশনের পাশাপাশি গান-কবিতা ও পিলু পাসিং গেইম ছাড়াও ছিলো ভিন্ন কিছু আয়োজন। নারী-পুরুষের বাসন্তী পোশাকে পুরো অনুষ্ঠানে অন্যরকম আবহ সৃষ্টি করেছিলো।

২ মার্চ শনিবার নিউইর্য়কের কুইন্সের জ্যামাইকার স্টার কাবাব পার্টি হলে কমিউনিটি এক্টিভিস্ট রোশনা শাম্ স ললি'র উদ্যোগে উৎসবটি অনুষ্ঠিত হয়। আয়োজনে লেখক-শিল্পী-সাংবাদিক সহ কমিউনিটির ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

পঁচিশজন নারী পঁচিশ রকমের পিঠা নিয়ে হাজির হয়েছিলেন, যা আগত সকল অতিথিদের মাঝে পরিবেশন করা হয়। রোশনা শাম্ স ললির সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বে পঁচিশ নারীকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানানোর পাশাপাশি শাল উপহার দেয়া হয়। উপস্থিত সকল নারীদেরকে নিয়ে পিলু পাসিং প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। তিন বিজয়ীকে আকর্ষণীয় পুরস্কার দেয়া হয়। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করেছেন যথাক্রমে মিসেস সাবিরা, শিখা ও মিন্নি।

দ্বিতীয় পর্বে থাকে সঙ্গীত পরিবেশন ও ছড়া-কবিতা পাঠ। সঙ্গীত পরিবেশন করেন জনপ্রিয় সঙ্গীতশিল্পী হাসান মাহমুদ ও মাসুদ আহমেদ। শিশুশিল্পী আকা ও লেখা ছাড়াও ছড়া-কবিতা পাঠ করেন যথাক্রমে ছড়াকার সজল আশফাক, শাহীন ইবনে দিলওয়ার, শাম্ স চৌধুরী রুশো, খালেদ সরফুদ্দীন, আদিত্য শাহীন প্রমুখ। বৃষ্টির সাথে মিল রেখে দুপুরের খাবারে ভুনা খিচুড়ি পরিবেশনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

উল্লেখ্য, দেশীয় ঐতিহ্যকে তুলে ধরবার লক্ষ্যে আয়োজক রোশনা শাম্ স ললি প্রতিবছর এমন আয়োজন করে থাকেন।

প্রগ্রেসিভ ফোরামের আর্ন্তজাতিক নারী দিবস পালন

উত্তর আমেরিকা অফিস

'বৈষম্যহীন অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠাই আমাদের লক্ষ্য' শিরোনামে আর্ন্তজাতিক নারী দিবস পালন করলো প্রগ্রেসিভ ফোরাম ইউএসএ।

৮ মার্চ সন্ধ্যায় জ্যাকসন হাইটসের জুইস সেন্টারে এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি হাফিজুল হক। অতিথি হিসেবে মঞ্চে ছিলেন অর্থনীতিবীদ ড. নজরুল ইসলাম ও সাংবাদিক নিনি ওয়াহেদ। বক্তব্য রাখেন নারী নেত্রী লায়লা খালেদা,সংগঠনের সহ সভাপতি আকতারুল ইসলাম, ডা.আজিজুল হক ও মিনহাজ আহমেদ শাম্মু। অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সহ-সভাপতি জাকির হোসেন বাচ্চু এবং অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন সহ-সাধারণ সম্পাদক হিরো চৌধুরী।

সভায় বক্তারা বলেন, ১৯৭৫ সালে জাতিসংঘ এই দিনটিকে আন্তর্জাতিক নারী দিবস হিসেবে স্বীকৃতি প্রদানের পর জাতিসংঘভুক্ত রাষ্ট্রসমূহ দিবসটি পালন করে আসছে। বর্তমান প্রেক্ষাপটে নারী দিবস পালন আরো গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। দিবসটি পালনের উদ্দেশ্য হলো নারী আন্দোলনের ফলে বিশ্ব ও জাতীয় পর্যায়ে নারীর অর্জনকে তুলে ধরে উন্নয়নের পথে বিরাজমান প্রতিবন্ধকতাসমূহ চিহ্নিত করে করণীয় নির্ধারণ করা।

PEOPLE N TECH
A Global Leader in IT Training, Consulting, and Job Placement Since 2005
EARN 100K TO 200K PER YEAR
• Selenium Automation Testing
• SQL Server Database Administration
• Business Analyst
PROVIDED JOBS TO 7000+ STUDENTS.
100% JOB PLACEMENT
RECORD FOR THE LAST 17 YEARS.
Opportunity to get up to 50% scholarship for Bachelor's and Master's Degree as PeopleNTech Alumni from Partner University: www.wust.edu
Washington University of Science and Technology
Authorized Employment Agency by:
NYC
Certified Training Institute by:
If you are making less than 80k/yr, contact now for two weeks free sessions:
info@piit.us
1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448)
www.piit.us

একসিডেন্ট ও ইনজুরি কেইসেস
অভিজ্ঞ আমেরিকান ট্রায়াল আইনজীবি দ্বারা পরিচালিত আইনী প্রতিষ্ঠান
LAW OFFICES OF
SURDEZ & PEREZ, P.C.
SURDEZ & PEREZ, P.C.
We Specialize in Personal Injury and Negligence Cases
Call us:
718-482-7766, 917-562-1368
প্রয়োজনে আমরাই পৌঁছে যাব আপনার কাছে
পরামর্শের জন্য ফি লাগে না
Free Consultation
কেবলমাত্র কেইসে সাফল্য লাভের পরই আমরা ফি গ্রহণ করে থাকি
আমাদের কার্যক্রম ও পরামর্শের ক্ষেত্রসমূহঃ
• গাড়ী দুর্ঘটনা
• বাস, ট্রেন অথবা মোটর সাইকেল
• ব্রেইন ইনজুরি
• এলিভেটর একসিডেন্ট
• স্কুল লায়াবিলিটি
• খেলার মাঠে দুর্ঘটনা
• বার্ণ ইনজুরি
• নির্মাণ কাজে দুর্ঘটনা
• পিছলে পড়ে গেলে
• লেড পয়জনিং
• কুকুর কামড়ালে
• ডাক্তারের ভুল চিকিৎসা
আমাদের বৈশিষ্ট্যসমূহঃ
অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ট্রায়াল এটর্নী দ্বারা পরিচালিত একটি আইনী প্রতিষ্ঠান। সততা ও নিষ্ঠা। ক্লায়েন্টের পক্ষে রায়ের জন্য দক্ষতার সাথে সর্বাত্মক চেষ্টা। দ্রুত কেস সেটেলমেন্টের নিশ্চয়তা
32-72 Steinway Street, Suite# 401
Astoria, NY 11103
যে কোন পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন
Mohammed Ali
718-482-7766
917-562-1368
alimd@surdezlaw.com
alimd1040@yahoo.com
www.surdezperezlaw.com

Immigrant Elder Home Care LLC
হোম কেয়ার
ঘরে বসেই প্রিয়জনদের সেবার মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করুন
$২১ প্রতি ঘন্টা
নিউইয়র্ক ষ্টেটের হেলথ ডিপার্টমেন্টের সিডিপেপ/হোম কেয়ার প্রোগ্রামের মাধ্যমে আপনি ঘরে বসেই আপনার পিতা-মাতা শ্বশুড়-শ্বাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের সেবা দিয়ে প্রতি সপ্তাহে অর্থ উপার্জন করতে পারেন।
কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।
আজই যোগাযোগ করুন:
গিয়াস আহমেদ, চেয়ারম্যান / সিইও /৯১৭-৭৪৪-৭৩০৮
Corporate Office
37-05 74st, 2nd Fl
Jackson Heights, NY 11372
917-744-7308, 718-457-0813
Long Island Office
1 Blacksmith Lane
Dix Hill, NY 11731
718-406-5549
Bronx Office
2148 Starling Ave.
Bronx, NY 10462
917-744-7308, 718-457-0813
Ozone Park Office
175 B Forbell Street
Brooklyn, NY 11208
Tel: 917-744-7308
Buffalo Office
642 Walden Avenue
Buffalo, NY 14211
Tel: 347-837-1162

রমজানে শতাধিক আইটেম নিয়ে খলিলের মজাদার ইফতারী

হাবিব রহমান

ব্রঙ্কসের খলিল বিরিয়ানী হাউসে এবারও রোজাদারদের জন্য শতাধিক মজাদার এবং ভিন্নধর্মী আইটেম নিয়ে ইফতারীর আয়োজন করা হয়েছে।দেশীয় ঐতিহ্যবাহী ইফতারের সাথে যুক্ত হয়েছে হালাল চাইনিজ নানা আইটেম।এগুলির মাঝে আছে নানাধরনের কাবাব, জিলাপি, সমুচা, ভেজিটেবল পকোরা, দু রকম হালিম, সরবত, খোরমা, নানা জাতের মিষ্টি, পুরি, পিয়াজু, বেগুনী, ছোলা, আলু চপ ,ডিম চপ, সিঙ্গারা এবং নানা পদের বিরিয়ানী, চিকেন ফ্রায়েড রাইস, ভেজিটেবল ফ্রায়েড রাইস, চিলি চিকেন সহ নানারকম আইটেম।

রোজার দুদিন আগে পার্শ্ববর্তী খলিল সুপার মার্কেটটি বিরিয়ানী হাউসের সাথে একীভূত করার ফলে রেস্টুরেন্টটটি একটি বিশাল এবং দৃষ্টিনন্দন রুপ লাভ করেছে।নতুন আঙ্গিকের বিস্তৃত পরিসরের এই রেস্টুরেন্টট্ সাজানো হয়েছে শতাধিক আইটেমের ইফতার সামগ্রী দিয়ে।

প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারী শেফ খলিলুর রহমান জানান, রোজাদাররা হচ্ছেন আল্লাহর মেহমান। তাদের খেদমতের জন্য প্রতিবছর সাধ্যমত চেষ্টা চালাই । এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি। আল্লাহর কাছে হাজারো শোকরিয়া তিনি এবার আমার রেস্টুরেন্টটি বড় আকার করার সুযোগ দিয়েছেন। এছাড়া আমার বড়বড় তিনটে কিচেন রয়েছে। সবগুলি ব্যবহার করে আমার কর্মীদের নিয়ে রোজাদারদের জন্য আকর্ষনীয় ইফতার তৈরি করেছি। শুধু মুখরোচক নয় ইফতার যেন স্বাস্থ্যসম্মত হয় সে প্রচেষ্টাও আমার অব্যাহত রয়েছে ।

ফোবানা কনভেনশনের হোস্ট কমিটি ঘোষণা

উত্তর আমেরিকা অফিস

যুক্তরাষ্ট্রের মেরিল্যান্ডে ফেডারেশন অব বাংলাদেশি অ্যাসোসিয়েশনস ইন নর্থ আমেরিকার (ফোবানা) ৩৮ তম কনভেনশন ২০২৪ এর কিকঅফ ও গালা ডিনার নাইট অনুষ্ঠিত হয়েছে। পরে অনুষ্ঠান থেকে ১০১ সদস্যের হোস্ট কমিটি ঘোষণা করা হয়।

৯ মার্চ শনিবার সন্ধ্যায় মেরিল্যান্ডের রকভিলে অবস্থিত হোটেল রামাদাতে এই কিকঅফ ও গালা ডিনার অনুষ্ঠিত হয়।

এতে সভাপতিত্ব করেন ফোবনা স্টিয়ারিং কমিটির চেয়ারম্যান, আমেরিকার বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব শাহনেওয়াজ। এসময় উপস্থিত ছিলেন এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারি কাজী সাখাওয়াত হোসাইন আজম ও ট্রেজারার ফিরোজ আহমেদ।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, নিউইয়র্কের মিডিয়া ব্যক্তিত্ব ও প্রবীণ সাংবাদিক, সাপ্তাহিক পরিচয়ের সম্পাদক নাজমুল আহসান, মিলিনিয়াম টিভির সিইও নুর তফাদার, সাংবাদিক জাহিদ হাসান, সাপ্তাহিক আজকালের সাংবাদিক হাসান মাহমুদ ও সিদ্দিক, নিউজ২৪ এর সাংবাদিক অনিক রাজ ও আরটিভির সাংবাদিক সাগর।

এদিকে অনুষ্ঠানে ফোবনা স্টিয়ারিং কমিটির এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারি কাজী সাখাওয়াত হোসাইন আজম, জাহাঙ্গীর কবির বাবলুকে কনভেনর ও সারওয়ার মিয়াকে সদস্য সচিব করে ১০১ সদস্যের হোস্ট কমিটি ঘোষণা করা হয়। কমিটিতে কবিরুল ইসলামকে প্রধান উপদেষ্টা, ফারুক আহমেদকে প্রেসিডেন্ট ও হাদী কাইয়ুমকে চেয়ারম্যান নির্বাচিত করা হয়। এছাড়া অনুষ্ঠানে হোস্ট অর্গানাইজার হিসেবে বাংলাদেশি আমেরিকান ফাউন্ডেশন ইনকের নাম ঘোষণা করা হয়।

অনুষ্ঠানে অতিথিদের রাতের খাবার পরিবেশনের পর এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

এতে গান পরিবেশন করেন ফোবনা স্টিয়ারিং কমিটির চেয়ারম্যান শাহনেওয়াজের সহধর্মিনী, আমেরিকার অত্যন্ত জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী রানু নেওয়াজ ও স্থানীয় কন্ঠশিল্পীরা। পুরো অনুষ্ঠানটি মিলিনিয়াম টিভি থেকে সরাসরি সম্প্রচার করা হয়।

PREMIUM SUPERMARKET

حلال HALAL

Feb 26 - Mar 31, 2024

Promo Code : PSP60

Ramadan Special Sale

- SALE $19.99 — 20 LB — KRISHOK PARBOILED BASMATI RICE
- SALE $10.99/EA — 10 LB — LAXMI EXTRA LONG BASMATI RICE
- SALE $12.99/EA — 10 LB — THREE RIVERS BASMATI RICE
- SALE $12.99 — 20 LB — LAXMI CHAKKI ATTA
- SALE $12.99/EA — 1 GALLON — OLIO VILLA BLENDED POMACE OIL
- SALE $11.99/EA — 5 LTR — FUTURA SUNFLOWER OIL
- SALE 2/$6.99 — 1 LTR — RAJDHANI MUSTARD OIL
- SALE $2.99/EA — 24 OZ — MEHERBAN CUP DATES
- SALE $12.99/EA — 900G — ANCHOR MILK POWDER
- SALE 2/$4.00 (LIMIT 2) — 26.5 OZ — EACH $2.49 — ROOH AFZA
- SALE $3.99/EA — 3 LTR — MEHERBAN JUICE
- SALE $11.99/EA — 58.9 OZ — TANG
- SALE 3/$5.00 — 1 LTR — SUPER FRESH MANGO JUICE
- SALE 2/$5.00 — 850 G — LAXMI KESAR MANGO PULB
- SALE 3/$5.00 — OVIJHAT MURI
- SALE 2/$5.00 — 2 LB — LAXMI THICK POHA
- SALE $3.99/EA — 1 KG — MAGGI HOT N SWEET SAUCE
- SALE 2/$5.00 — 400 G — LAXMI FRIED ONION
- SALE $3.99/EA — 24 OZ — LAXMI GINGER / GARLIC / MIX PASTE
- SALE $7.99/EA — 900 G — VITAL LOOSE TEA
- SALE 3/$3.00 — 26 OZ — RED CROSS SALT

Ramadan Kareem

TIME TABLE FOR RAMADAN 1445 A. H., MARCH - APRIL 2024

DAY	RAMADAN	MONTH	STOP EATING	FAJR JAMAT	SUNRISE	ZUHR	ASR	MAGHRIB IFTAR	ISHA
10 DAYS OF MERCY									
MON	01	MAR 11	05:54	06:09	07:14	01:06	05:13	06:58	08:14
TUE	02	MAR 12	05:52	06:07	07:13	01:06	05:14	06:59	08:15
WED	03	MAR 13	05:51	06:06	07:11	01:06	05:15	07:00	08:16
THU	04	MAR 14	05:49	06:04	07:09	01:06	05:16	07:01	08:17
FRI	05	MAR 15	05:47	06:02	07:08	01:05	05:16	07:02	08:18
SAT	06	MAR 16	05:46	06:01	07:06	01:05	05:17	07:03	08:19
SUN	07	MAR 17	05:44	05:59	07:04	01:05	05:18	07:04	08:20
MON	08	MAR 18	05:42	05:57	07:03	01:04	05:19	07:05	08:22
TUE	09	MAR 19	05:40	05:55	07:01	01:04	05:20	07:06	08:23
WED	10	MAR 20	05:39	05:54	06:59	01:04	05:21	07:07	08:24
10 DAYS OF FORGIVENESS									
THU	11	MAR 21	05:37	05:52	06:58	01:04	05:21	07:08	08:25
FRI	12	MAR 22	05:35	05:50	06:56	01:03	05:22	07:10	08:26
SAT	13	MAR 23	05:33	05:48	06:54	01:03	05:23	07:11	08:27
SUN	14	MAR 24	05:32	05:47	06:53	01:03	05:24	07:12	08:29
MON	15	MAR 25	05:30	05:45	06:51	01:02	05:24	07:13	08:30
TUE	16	MAR 26	05:28	05:43	06:49	01:02	05:25	07:14	08:31
WED	17	MAR 27	05:26	05:41	06:48	01:02	05:26	07:15	08:32
THU	18	MAR 28	05:24	05:39	06:46	01:01	05:27	07:16	08:33
FRI	19	MAR 29	05:23	05:38	06:44	01:01	05:27	07:17	08:35
SAT	20	MAR 30	05:21	05:36	06:43	01:01	05:28	07:18	08:36
10 DAYS OF EMANCIPATION									
SUN	21	MAR 31	05:19	05:34	06:41	01:00	05:29	07:19	08:37
MON	22	APR 01	05:17	05:32	06:39	01:00	05:30	07:20	08:38
TUE	23	APR 02	05:15	05:30	06:38	01:00	05:30	07:21	08:39
WED	24	APR 03	05:14	05:29	06:36	01:00	05:31	07:22	08:41
THU	25	APR 04	05:12	05:27	06:35	12:59	05:32	07:23	08:42
FRI	26	APR 05	05:10	05:25	06:33	12:59	05:32	07:24	08:43
SAT	27	APR 06	05:08	05:23	06:31	12:59	05:33	07:25	08:44
SUN	28	APR 07	05:06	05:21	06:30	12:58	05:34	07:26	08:46
MON	29	APR 08	05:04	05:19	06:28	12:58	05:35	07:27	08:47
TUE	30	APR 09	05:03	05:18	06:26	12:58	05:35	07:28	08:48

First Day & Last Day of Ramadan Depend on Moon Sighting

Ramadan calendar collected from Jamaica Muslim Center

- SALE $3.49/EA — 4 LB — LAXMI KALA CHANA / MASOOR DAL / CHANA DAL
- SALE 2/$7.00 — 4 LB — MEHERBAN BESAN
- SALE $2.99/EA — 4 LB — LAXMI RICE FLOUR
- SALE $3.99/EA — 4 LB — PREMIUM BRAND BROWN SUGAR
- SALE 5/$5.00 — 15 OZ — HOBBI CHICK PEAS
- SALE 2/$3.00 — TEER HALEEM MIX
- SALE 2/$3.00 — REHMAT-E-SHREE PHENNI
- SALE $8.99/EA — 7 OZ — LAXMI GREEN CARDAMOM
- SALE $5.99/EA — 4 LB — LAXMI JUMBO PEANUT
- SALE $5.99/EA — 800 GM — LAXMI GOLDEN RAISIN
- SALE $6.99/EA — 800 GM — LAXMI ALMOND WHOLE
- SALE $9.99/EA — 800 GM — LAXMI CASHEW WHOLE
- SALE 2/$14.99 — 25 PCS — FAMILY PACK KAWAN PARATHA
- SALE $5.99/EA — 14 PCS — KARACHI DELIGHT JUMBO NAN
- SALE $19.99/EA — 2.6 LB BOX — AL SAFA CHICKEN / BEEF SAMOSA
- SALE $4.99/EA — 400 G — KARACHI DELIGHT BUN KABAB
- SALE 2/$5.00 — 10 PCS — KARACHI PUFF PASTRY
- SALE 3/$5.00 — 300 G — KAWAN SPRING ROLL PASTRY SHEET

PREMIUM SUPERMARKET — CONTACT — WhatsApp Number

168-13 HILLSIDE AVE, JAMAICA, NY 11432 347-626-8798
256-11 HILLSIDE AVE, GLEN OAKS, BELLEROSE, NY 11004 347-657-8911
1196 LIEBERTY AVE, BROOKLYN, NY 11208 347-658-0972
74-18, 37TH AVE, JACKSON HEIGHTS, NY 11372 347-658-4362
2101, STARLING AVE, BRONX, NY 10462 347-658-0134

FREE PARKING IN BELLEROSE STORE

WE ACCEPT ALL MAJOR CREDIT & EBT CARDS "MULTIPLE SALES CANNOT BE COMBINED & PRICE CAN CHANGE WITHOUT NOTICE"
STRICTLY CAN NOT COMBINE ANY SPECIAL OFFERS, DISCOUNTS OR COUPONS WITH ONE AND ANOTHER.
THESE SPECIAL OFFER VALID WHILE STOCKS LAST. PREMIUM STORE MANAGEMENT HAS THE RIGHT TO LIMIT THE QUANTITY ISSUED PER CUSTOMER.

SARAH CARE USA
CDPAP & HOME CARE SERVICES
CDPAP/ PCA/ HHA
No Certificate Required
Highest pay With Benefit
We speak Bangali, Hindi, Urdu, Punjabi, Spanish & Creole
Dr.Gee Cee pat
Vice President
Dr.Shajadi Parvin
CEO/President
LAN/RN
OT/PT/DIETICIAN
Medical Supply
WITH Best income Up to $85.000 Annually
WORK AT HOME
NEED JOB?
CALL US: 917-745-0949
আমরা ট্রান্সফার কেইসের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ রেট দিয়ে থাকি
FREE SERVICE: to Apply & Renew DOH/Medicaid/Medicare/SNAP
Corporate Office: 37-18-73rd Street, Suit 301, Jackson Height, NY 11372
Jamaica Office: 170-05 Hillside Ave, NY 11432 185-08, Hillside Ave, NY 11432
Brooklyn Office: 2033 Bath Ave, Brooklyn NY 11214
Bronx Office: 2148 Starling Ave, Bronx, NY 10482
Buffalo Office: 3685 Harlem RD Cheektowaga, NY 14215
We have offices in Queens, Brooklyn, Bronx, Manhattan, Staten Island, Syracuse, Westchester, Nassau & Suffolk Country
cdpap@sarahcareusa.com| Fax: 201-489-8035
Phone: 347-919-5256, 347-919-5254 | www.sarahcareusa.com

KARNAFULLY
TAX SERVICES INC.
KARNAFULLY TAX SERVICES INC
কর্ণফুলী ট্যাক্স সার্ভিসেস ইন্‌ক
We are Licensed by the IRS CPA & Enrolled Agent এর মাধ্যমে ট্যাক্স ফাইল করুন
ইনকাম ট্যাক্স
• Individual Tax Return (All States)
• Self Employed (taxi driver and vendor), and Sole Proprietorship.
• Small Business
• Corporate Tax Return
• Partnership Tax Return
• Current Year / Prior Years' & Tax Returns Amendment
• Individual Tax ID Numbers (ITIN)
একাউন্টিং
• Payroll, W-2s, Pay Checks,
• Pay stubs, Sales Tax, Quarterly & Year-end filings
NEW BUSINESS SETUP
• Corporation
• Small business (S-corp)
• Partnership (LLC/SMLLC)
ইমিগ্রেশন
• Petition for Alien relatives
• Apply for citizenship or Passport
• Affidavit of Support
• Condition Removal on Green Card
• Reentry Permit
• Adjustment of Status
AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
Direct Deposit
Tax Preparation fee pay by Cradit card
Office Hours: Monday - Saturday 10:00am - 8pm
Representation taxpayers IRS & State tax audit
আমাদের ফার্মে রয়েছে অভিজ্ঞ CPA & Enrolled Agent
Special Price for W2 File
Member of AICPA
Mohammed Hasem, EA, MBA
MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
Admitted to Practice before the IRS
IRS Certifying Acceptance Agent
JACKSON HEIGHTS OFFICE
37-20 74th Street, 2nd Fl, Jackson Heights
Ph: 718-205-6040
718-205-6010
Fax : 718-424-0313
JAMAICA OFFICE
167-18 Hillside Ave, 2nd Fl, Jamaica, NY 11432
Ph: 929-399-2004
929-399-2007
Fax:929-399-2030
karnafullytax@yahoo.com | www.karnafullytax.com

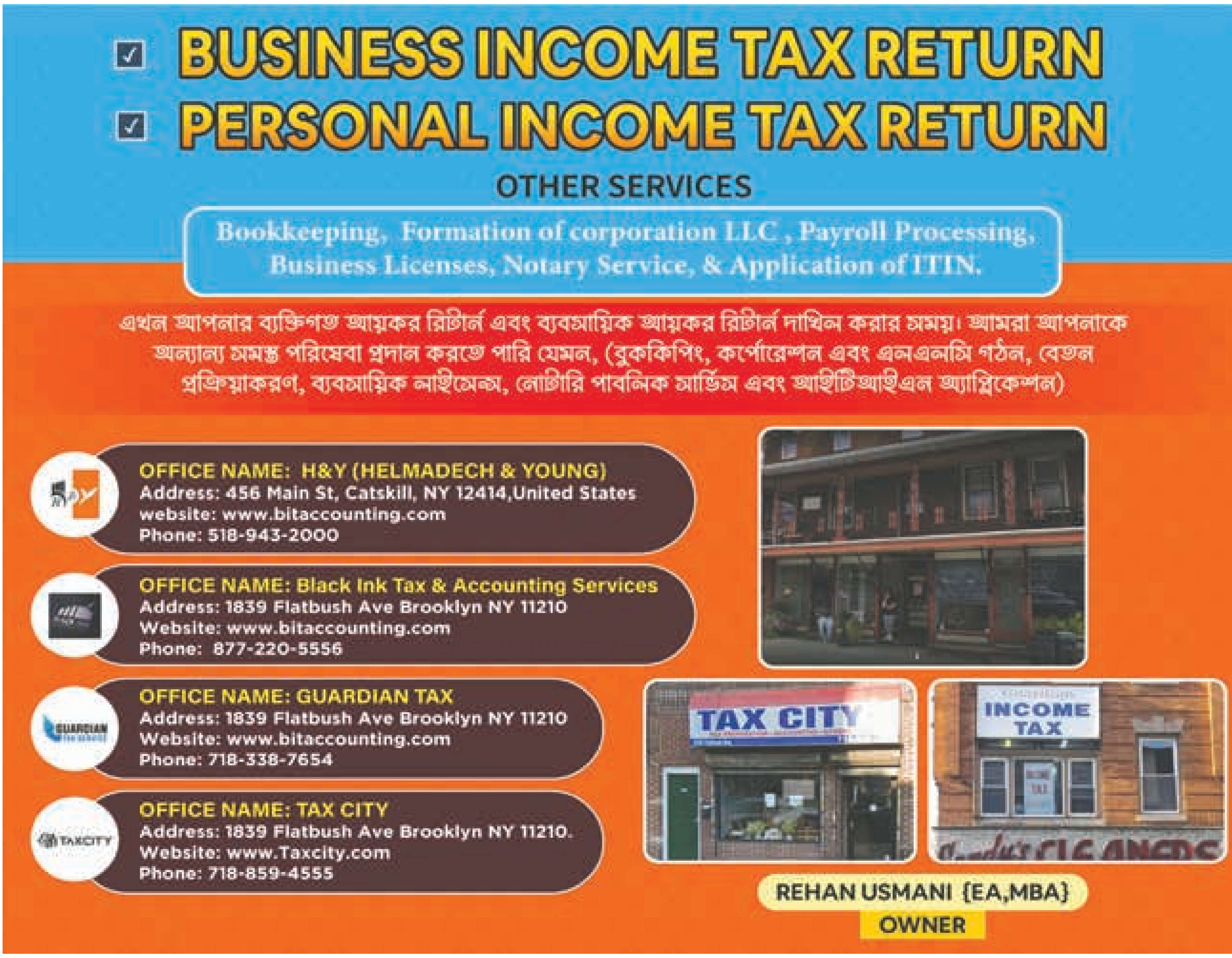
BUSINESS INCOME TAX RETURN
PERSONAL INCOME TAX RETURN
OTHER SERVICES
Bookkeeping, Formation of corporation LLC , Payroll Processing, Business Licenses, Notary Service, & Application of ITIN.
এখন আপনার ব্যক্তিগত আয়কর রিটার্ন এবং ব্যবসায়িক আয়কর রিটার্ন দাখিল করার সময়। আমরা আপনাকে অন্যান্য সমস্ত পরিষেবা প্রদান করতে পারি যেমন, (বুককিপিং, কর্পোরেশন এবং এলএলসি গঠন, বেতন প্রক্রিয়াকরণ, ব্যবসায়িক লাইসেন্স, নোটারি পাবলিক সার্ভিস এবং আইটিআইএন অ্যাপ্লিকেশন)
OFFICE NAME: H&Y (HELMADECH & YOUNG)
Address: 456 Main St, Catskill, NY 12414,United States
website: www.bitaccounting.com
Phone: 518-943-2000
OFFICE NAME: Black Ink Tax & Accounting Services
Address: 1839 Flatbush Ave Brooklyn NY 11210
Website: www.bitaccounting.com
Phone: 877-220-5556
OFFICE NAME: GUARDIAN TAX
Address: 1839 Flatbush Ave Brooklyn NY 11210
Website: www.bitaccounting.com
Phone: 718-338-7654
OFFICE NAME: TAX CITY
Address: 1839 Flatbush Ave Brooklyn NY 11210.
Website: www.Taxcity.com
Phone: 718-859-4555
TAX CITY
INCOME TAX
REHAN USMANI {EA,MBA}
OWNER

sunman express
global money transfer
টাকা পাঠানো
এখন আরো
সহজ
DOWNLOAD
MOBILE APP
SUNMAN EXPRESS MOBILE APP
sunmanexpress.com
718-505-2224
JAMUNABANK
DHAKA BANK LIMITED
EXCELLENCE IN BANKING
aibl
UCB
bKash

GOLDEN AGE
HOME CARE
Licensed Home Health Care Agency
সর্বাধিক জনপ্রিয় হোম হেল্‌থ কেয়ার এজেন্সী
হোম কেয়ার
HHA/PCA & CDPAP SERVICE
FREE
যারা হোম কেয়ার সার্ভিস পাচ্ছেন বাড়ী ভাড়া বাবদ সরকার থেকে
প্রতিমাসে ৮০০ ডলার পেতে পারেন
আজই যোগাযোগ করুন
প্রশিক্ষণ ছাড়াই ঘরে বসে আপনজনকে সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন
৫জি আনলিমিটেড ইন্টারনেটসহ স্যাংসাম গ্যালাক্সী ট্যাব
সম্পূর্ণ ফ্রি
সর্বোচ্চ পেমেন্টের নিশ্চয়তা
CALL: (718) 775-7852
SHAH NAWAZ MBA
President & CEO
Cell: 646-591-8396
Email: info@goldenagehomecare.com
Jackson Hts Office
71-24 35th Avenue
Jackson Hts, NY 11372
Ph: 718-775-7852
Fax: 917-396-4115
Bronx Office
831 Burke Avenue
Bronx, NY 10467
Ph: 347-449-5983
Fax: 347-275-9834
Yonkers Office
558 E Kimball Ave
Yonkers, NY 10704
Ph: 718-844-4092
Fax: 917-396-4115
Jamaica Ave. Office
180-15 Jamaica Ave
Jamaica, NY 11432
Ph: 718-785-6883
Fax: 917-396-4115
www.goldenagehomecare.com

বাংলাদেশী মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
ডাঃ শামসি রহমান
PRIMARY CARE PHYSICIAN
Board Certified in Internal Medicine
Affiliated with Queens Hospital Center and
North Shore University Hospital
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ মহিলা ডাক্তার
ডাঃ মোঃ আব্দুল বাছিত
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
Board Certified in Internal Medicine
Assistant Professor of Medicine
Mount Sinai School of Medicine
Queens Hospital Center
সেবা সমূহ
Same Day Appointment
Walk-in Welcome
প্রাইমারী কেয়ার/ মেডিসিন বিশেষজ্ঞ।
অফিসেই রক্ত, প্রশাব পরীক্ষা ও ইকেজির ব্যবস্থা আছে।
ফ্লু, হজ্জসহ অন্যান্য ভ্যাকসিন।
জব, স্কুল, টি.এল.সি (TLC) সম্পর্কিত শারীরিক পরীক্ষা।
ফ্রি ব্লাড প্রেসার ও ডায়াবেটিস চেক-আপের ব্যবস্থা।
যাদের হেলথ্ ইন্সুরেন্স নাই বিশেষ চিকিৎসার সুযোগ।
জামাইকা অফিস - রোগী দেখার সময়:
সোম থেকে শুক্রবার ঃ সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত।
শনিবার ঃ সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৩ টা পর্যন্ত।
ওজনপার্ক অফিস - রোগী দেখার সময় ঃ
মঙ্গলবার থেকে শুক্রবার ঃ বিকাল ৪টা থেকে সন্ধ্যা ৭:৩০ মিঃ পর্যন্ত।
শনিবার ঃ বিকাল ৩টা থেকে ৫:৩০ মিঃ পর্যন্ত।
বাছিত মেডিকেল কেয়ার
JAMAICA OFFICE:
166-41 88th Ave,
Jamaica, NY 11432
Tel: 917-780-4510
Fax: 347-875-3911
JACKSON HEIGHTS OFFICE:
40-37 74th Street
Elmhurst, NY 11373
Tel: 917-780-4510
Fax: 347-875-3911
OZONE PARK OFFICE:
97-47 77th Street,
Ozone Park, NY 11416
Tel : 718-307-5796
Fax : 347-875-3911

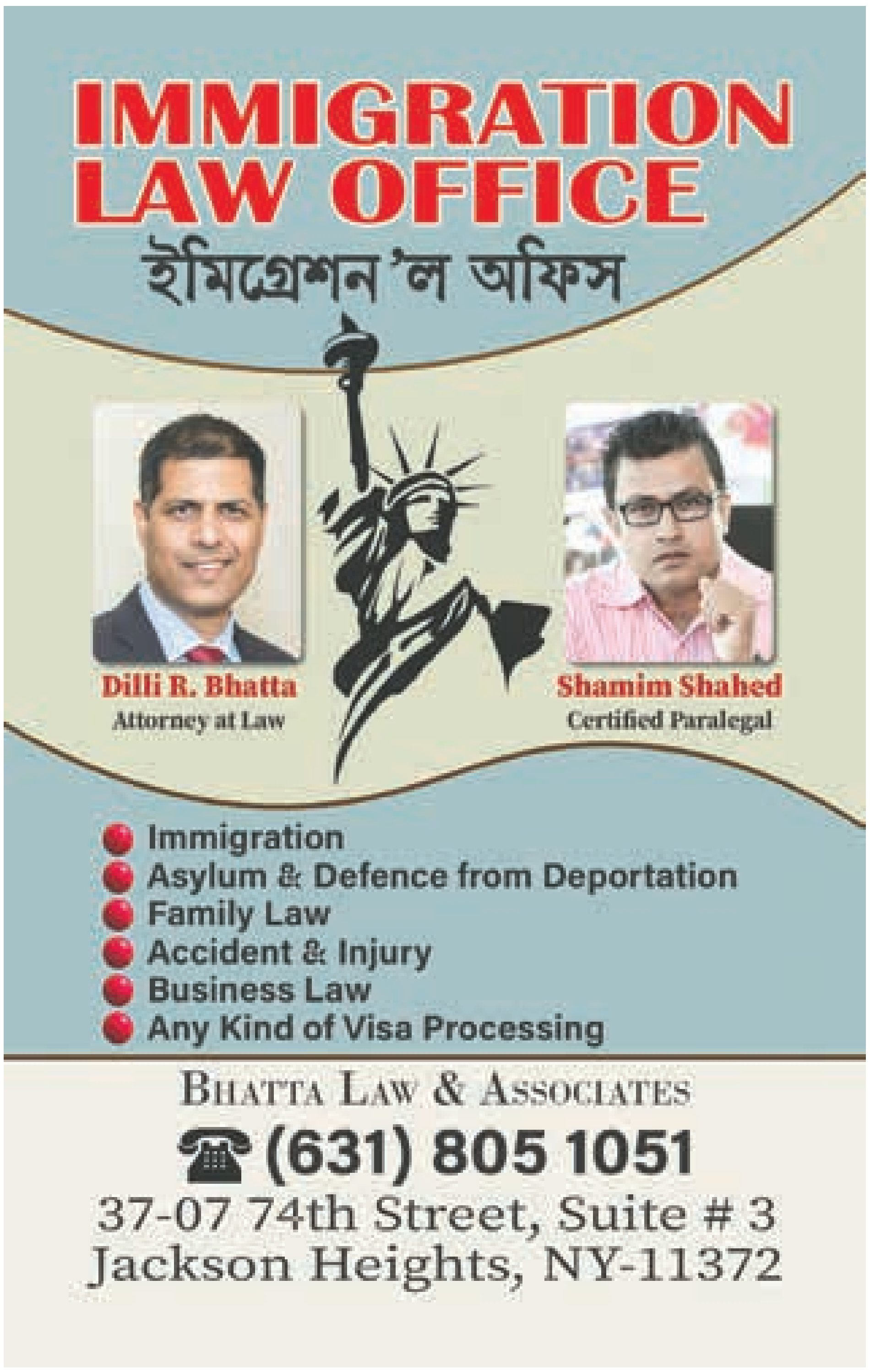
IMMIGRATION
LAW OFFICE
ইমিগ্রেশন 'ল অফিস
Dilli R. Bhatta
Attorney at Law
Shamim Shahed
Certified Paralegal
Immigration
Asylum & Defence from Deportation
Family Law
Accident & Injury
Business Law
Any Kind of Visa Processing
BHATTA LAW & ASSOCIATES
(631) 805 1051
37-07 74th Street, Suite # 3
Jackson Heights, NY-11372

Parkchester Medical
PARKCHESTER MEDICAL
পার্কচেষ্টার মেডিক্যাল
WE WELCOME WALK INS
MEDICAL CENTER
718.828.6610
1211 WHITE PLAINS ROAD, BRONX, NY 10472
TEL: 718-828-6610
INTERNAL MEDICINE
ASTHMA DIABETES CENTER
CARDIOLOGY
PHYSICAL THERAPY
UROLOGY
GYNECOLOGY
PODIATRY
GASTRO-ENTEROLOGY
ORTHO-PEDICS
HEALTH CARE FOR THE ENTIRE FAMILY
WE ARE OPEN:
MONDAY & THURSDAY 8:30AM-8:00PM
TUESDAY, WEDNESDAY & FRIDAY 8:30AM-6:00PM
SATURDAY 9:00AM-3:00PM
WE ACCEPT ALL
MEDICAID / MEDICARE
MOST INSURANCES
ACCEPTED INCLUDING
WORKERS COMP.
NO-FAULT, SLIP AND FALL.
শারীরিক অভ্যন্তরীন সমস্যা
শ্বাসকষ্ট, ডায়বেটিস চিকিৎসা
হৃদরোগ
শারীরিক ব্যায়াম বা থেরাপি
মূত্র সংক্রান্ত চিকিৎসা
নারী স্বাস্থ্য চিকিৎসা কেন্দ্র
পায়ের চিকিৎসা
পরিপাকতন্ত্রীয় চিকিৎসা
হাড়ের চিকিৎসা
সম্পূর্ণ পরিবারের স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র
আমরা বাংলায় কথা বলি
মেডিক্যাল সময়সূচি:
তাৎক্ষনিক চিকিৎসা সেবায় স্বাগতম!
সোমবার এবং বৃহস্পতিবার
সকাল ৮:৩০ মিঃ থেকে সন্ধ্যা ৮:০০টা
মঙ্গলবার, বুধবার এবং শুক্রবার
সকাল ৮:৩০ মিঃ থেকে সন্ধ্যা ৬:০০টা
শনিবার
সকাল ৯:০০ মিঃ থেকে দুপুর ৩:০০টা
আমরা সকল প্রকার মেডিকেইড ও
মেডিকেয়ার সহ অধিকাংশ ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি।
সাথে আরো আছে: • কর্মস্থলের ক্ষতিপুরন
• নির্দোষ প্রমাণের ব্যবস্থা • পিছলে পড়ে যাওয়া

রমজান উপলক্ষে মসজিদ ওমরে বিশেষ আয়োজন

জর্জিয়া

মনজিলুর রহমান

প্রতি বছরের ন্যায় এবারও পবিত্র রমজান মাস উপলক্ষে জর্জিয়ায় মসজিদ ওমর বিন আব্দুল আজিজে বিশেষ প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। রমজানের প্রতিদিন এ মসজিদে ইফতারের খাবার এবং ইফতার পরবর্তী মাগরিবের নামাজের পর নৈশভোজও পরিবেশন করা হবে। মসজিদ তত্ত্বাবধানকারী কর্তৃপক্ষ এক কথা জানিয়েছে।

মসজিদ কমিটির এক সদস্য আবু লিয়াকত হুসেন প্রথম আলো উত্তর আমেরিকাকে জানান, মসজিদে প্রতিদিন প্রায় ৪ থেকে ৫ শ মুসল্লিদের ইফতার বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছে। জুম্মা ও সাপ্তাহিক ছুটি শনি রবিবারে এর সংখ্যা আরো বৃদ্ধি পেতে পারে ।

মুসল্লিদের গাড়ি পার্কিং এর জন্য মসজিদের নিজস্ব ফ্রি পার্কিং ব্যবস্থা রয়েছে সেখানে অন্তত ১ হাজারেরও বেশী গাড়ি পার্ক করা যাবে। পার্কিং স্পেসে ২৪ ঘন্টাই সিসি ক্যামেরা চালু থাকবে। তাছাড়া মুসল্লিদের নিরাপত্তার জন্য স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন মাগরিবের নামাজ থেকে ইশা ও তারবীহ শেষ না হওয়া পর্যন্ত কড়া নজর রাখবে । এছাড়া শুক্রবার জুমার নামাজের দিনও পুলিশ প্রশাসন নিরাপত্তায় মোতায়েন থাকবে।

রমজানের শেষের দিকে রোজার ফিতরার অর্থ সংগ্রহ করা হবে এবং তা ঈদুল ফিতরের নামাজের পূর্বেই অভাবী পরিবার পরিজনদের মধ্যে বিতরন করা হবে । এবছর জর্জিয়া ও তার পার্শ্বর্তী শহরগুলো জন্য রোজার ফিতরা ধার্য করা হয়েছে জনপ্রতি ১০ ইউএস ডলার। জর্জিয়ায় অন্যান্য মসজিদসমুহেও বিশেষ ইফতার ও ইফতার পরবর্তী নৈশ ভোজেরও আয়োজন করা হয়েছে বলে জানা যায় ।

ইফতারের আগে খাবার নিতে লাইন, গুলিতে নিহত ৬

ফিলিস্তিনের গাজা

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

ত্রাণের ট্রাকে করে আসছে খাবার। সেই খাবার নিতে বুধবার বিকেলে লাইনে দাঁড়িয়েছিলেন তাঁরা। সারাদিন রোজা রাখার পর সেই খাবারে ইফতার করবেন—এমন আশাই ছিল। কিন্তু তা আর হলো না। ইসরায়েলি বাহিনী সেই লাইনে গুলি চালায়। এতে নিহত হয় ৬ ফিলিস্তিনি, আহত হয় অনেকে।

গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের বরাতে বৃহস্পতিবার এসব তথ্য জানিয়েছে বার্তা সংস্থা রয়টার্স। বুধবার গাজার উত্তরাঞ্চলে কুয়েতের ত্রাণের গাড়ি আসার কথা ছিল। সেজন্য ফিলিস্তিনিরা লাইনে দাঁড়ান। তাতেই হামলা করে ইসরায়েল। তবে এই হামলার ব্যাপারে মন্তব্য করতে রাজি হয়নি ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী।

গত পাঁচ মাসের বেশি সময় ধরে গাজায় হামলা চালাচ্ছে ইসরায়েল। নির্বিচার হামলায় গাজা প্রায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। নিহত হয়েছে ৩১ হাজারের বেশি ফিলিস্তিনি। আর ভূখণ্ডটির ২৩ লাখ বাসিন্দারা প্রায় সবাই ঘরবাড়ি হারিয়ে উদ্বাস্তু হয়েছে। এর মধ্যেই শুরু হয়েছে রোজা। তাতেও হামলা কমেনি।

এর আগে গত মাসের শেষদিকে গাজার দক্ষিণাঞ্চলে ইসরায়েলি গুলিতে অন্তত ১০৪ ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে অন্তত ৭০০ জন। তারা খাদ্য সহায়তার জন্য অপেক্ষা করছিল। বার্তা সংস্থা রয়টার্স এ তথ্য জানিয়েছে।

খাদ্য সহায়তার জন্য অপেক্ষমাণ ফিলিস্তিনিদের ওপর গুলি চালানোর বিষয়ে ইসরায়েলি সংবাদমাধ্যম টাইমস অব ইসরায়েলকে দেশটির এক সেনা কর্মকর্তা জানান, খাবারের জন্য অপেক্ষমাণ ফিলিস্তিনিরা বেশ 'বিপজ্জনকভাবে' তাদের দিকে এগিয়ে আসছিলেন। ফলে ইসরায়েলি সেনারা তাদের উদ্দেশ্য করে গুলি ছোড়ে।

বাংলাদেশের ই-পাসপোর্টের অনলাইন আবেদন প্রসেস করা হয়
অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, বৃটেন, সেনজেন, চায়না, ইন্ডিয়া, আমিরাত (দুবাই)সহ সৌদী আরবের ভিসা আবেদনে সহায়তা করা হয়
SAUDI (UMRAH) | UAE (DUBAI) | EUROPE | BANGLADESH
Old Club Man
(718) 724-9688
16308 HILLSIDE AVE, JAMAICA, NY 11432
CANADA | AUSTRALIA | NEW ZEALAND | UK (LONDON) | BRAZIL | CHINA | THAILAND | INDIA

ভিজিট বা ষ্টুডেন্ট অথবা ট্রানজিট বা অন্য যে-কোন ভিসায়
কিংম্বা মেক্সিকো বর্ডার দিয়ে আমেরিকায় আগতদের বৈধতার বিষয়ে ফ্রি পরামর্শ
এসাইলাম এর মাধ্যমে ৭ মাসের মধ্যে ওয়ার্ক পার্মিট ও সোসাল সিকিউরিটি'র ১০০% নিশ্চয়তা
E2 | EB3 | L1A | EB5 | SIJS | VAWA | POLITICAL ASYLUM
আমেরিকান সিটিজেন বিয়ে করার পরও যদি গ্রীনকার্ড পেতে সমস্যায় পরে যান - নিশ্চিন্তে চলে আসুন আমাদের কাছে। আমরা গ্রীনকার্ড এপ্লিকেশনও প্রসেস করি। স্পাউসের অসহযোগীতায় গ্রীনকার্ড থেকে কন্ডিশন রিমোভ করতে সমস্যা হলে আমাদের সংগে যোগাযোগ করুন। মনে রাখবেন, আপনাকে গ্রীনকার্ড আপনার স্বামী বা স্ত্রী দেয়নি, দিয়েছে ইউএসসিআইএস। সুতরাং আপনার গ্রীনকার্ড রিভোক করার কোন ক্ষমতা-ই আপনার স্পাউসের নেই। বিয়ের মাধ্যমে পাওয়া কন্ডিশনাল গ্রীনকার্ডটি পারিবারিক সমস্যা বা অশান্তি অথবা কোন ভুলের কারণে টিকিয়ে রাখা ঝুঁকিপূর্ণ হলে নিশ্চিন্তে আমাদের সংগে কথা বলুন।
এসাইলাম | ওয়ার্ক পার্মিট (EAD) | সোসাল সিকিউরিটি (SSN) | ভাওয়া (VAWA) | গ্রীনকার্ড | সিটিজেনশীপ
ইবি-থ্রি (এমপ্লয়মেন্ট বেইজড গ্রীনকার্ড) ভিসায় এডজাস্টমেন্ট বা বাংলাদেশে বসবাসরতদের ইবি-থ্রি'তে আমেরিকায় নিয়ে আসতে যাবতীয় সহায়তা করি।
আমেরিকায় নিজস্ব কোম্পানী রেজিস্ট্রেশন, নিজ নামে ইআইএন প্রাপ্তি ও ব্যাংক একাউন্ট; এবং নতুন ব্যবসা শুরু করতে যাবতীয় সহায়তা করি।
আমেরিকায় নতুন এসে থাকলে আমাদের সংগে অন্তত একবার কথা বলুন -
গ্যারান্টি দিচ্ছি এদেশে আপনার চলার পথ অনেকটাই মসৃণ ও সহজ হয়ে উঠবে
(718) 839-5812 টেক্সট করুন, আমরা কল ব্যাক করবো
163-10 HILLSIDE AVE, JAMAICA, NY 11432

রমজান আসলেই কি দাম বেড়ে যায়?

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ব্যবসায়ীদের একটি চক্র। সেই চক্রও সব কিছুর ধরা ছোঁয়ার বাইরে। সরকার বারবার অভিযান চালালেও ফলাফল শূণ্য। জনগণের পকেট কাটা ছাড়া আর কিছুই হয়না। রমজানের আগের দিন অর্থাৎ ১১ মার্চ বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম টিটু নিজে রাজধানীর বিভিন্ন বাজার পরিদর্শন এক প্রকার অসহায়ত্ব প্রকাশ করেছেন। পরিস্থিতি তথৈবচ । জিনিস পত্রের দাম কমছেই না। এর কারণ কি ? অথচ অন্যান্য দেশে বিশেষ করে মধ্যপ্রচ্যে রমজান আসলেই পাল্লা দিয়ে জিনিস পত্রের দাম কমে।

তবে এটা ঠিক বেগুন, কাচাঁ মরিচ, পিয়াঁজ , শশাসহ বিভিন্ন আইটেমের চাহিদা বাড়ে। তবে এ চাহিদা বছরের সার্বিক চাহিদার বেশি নয়। অর্থাৎ রমজানের চাহিদা সরকারের জানা। তাহলে রমজানে জিনিস পত্রের দাম বাড়ে কেন? বিশ্লেষকরা জানান, এবার দাম বাড়ার পেছনে সরকারের কিছু ভুল নীতি কাজ করছে। যেমন গত মাসে খেজুর, চিনিসহ চারটি পণ্যের শুল্ক কমিয়েছে। কিন্তু সেই শুল্ক কমানো হয়েছে রমজানের মাত্র কয়েকদিন আগে। যখন ব্যবসায়ীরা তাদের পণ্য আমদানি করে দেশে মজুদ করে ফেলেছে। অন্যদিকে এবার ডলারের দাম আকাশচুম্বি।

ইফতার-পণ্য ও ফলের দাম হাঁকা হচ্ছে ইচ্ছামতো। প্রতি বছরই সরকারের পক্ষ থেকে রমজানে নানা পদক্ষেপের কথা বলা হয়। প্রতিদিনই ভোক্তা অধিদফতরের অভিযান চললেও বাজার সামাল দেওয়া যাচ্ছে না; যা মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্তের নাগালের বাইরে চলে গেছে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা। রাজধানীর একাধিক বাজার পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, অতীতের যে কোনো সময়ের চেয়ে এবারের রোজার বাজার বেশি বেসামাল। গত বছরের রোজার আগের বাজারে যে পণ্যমূল্য ছিল, এবার তার দ্বিগুণের বেশি। স্বাভাবিকভাবেই এবারের রোজায় ভোক্তাকে গত বছরের চেয়ে দ্বিগুণ খরচ করতে হবে। নতুবা কম পণ্য কিনে অল্প খেয়ে রোজা রাখতে হবে।

এ বছর মাঝারি মানের কামরাঙা মরিয়ম খেজুর প্রতি কেজি ৫০০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। কাঁচা মরিয়ম ৮৫০ ও ইরানি মরিয়ম ১ হাজার টাকা। বাজারে তিউনিসিয়ান খেজুর প্রতি কেজি ৬০০ টাকা, সৌদি আম্বার খেজুর ২ হাজার ২০০, আজোয়া (ছোট) খেজুর ১ হাজার ২০০, মদিনার সুগাই খেজুর ১ হাজার ২০০ ও মেগজল আম্বার খেজুর ১ হাজার ৫০০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। এ ছাড়া নাখাল মরিয়ম খেজুর ৫৫০, জিহাদি খেজুর ৫০০, সুকাই খেজুর ৪৫০, লিবিয়ান খেজুর ৫০০, বরই খেজুর ৫০০, ঢালাকাচা খেজুর ৫২০ ও দাবাস খেজুর ৫০০ থেকে ৭০০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। মানভেদে এসব খেজুর গত বছরের চেয়ে কেজি ৩০০ থেকে ৫০০ টাকা বেশি দরে বিক্রি হচ্ছে। গত বছর রোজার আগে পিঁয়াজের কেজি ছিল ৩০-৪০ টাকা। সেই দাম এখন প্রায় তিন গুণ। প্রতি কেজি পিঁয়াজ বিক্রি হচ্ছে ১১০ থেকে ১২৫ টাকা। সে হিসেবে কেজিতে বেশি খরচ হবে ৮০ থেকে ৮৫ টাকা।

এবার লেবুর শরবত পান যেন বিলাসিতা। ৩০-৪০ টাকা হালির লেবু এখন বিক্রি হচ্ছে ৭০ তেকে ১০০ টাকায়। কিছু কিছু জায়গায় পিস ২০ টাকা।

প্রায় সব ফল গত ১৫ দিনের ব্যবধানে ২০ থেকে ৬০ টাকা বেশি দামে বিক্রি করছেন বিক্রেতারা। কমলা, মাল্টা, আঙুর ও আপেলের দাম বেড়েছে কেজিতে ৫০-৬০ টাকা পর্যন্ত।

মুদ্রাস্ফীতি কমছে না

সরকারের সবচেযে বেশি চিন্তির বেশি মুদ্রাস্ফীতি। কোনভাবেই জিনিস পত্রের দাম কমানো যাচ্ছে না। মুদ্রানীতি দিয়ে উচ্চ মূল্যস্ফীতি কমানো যাচ্ছে না। অন্যদিকে সংকোচনমূলক মুদ্রানীতির কারণে প্রতি মাসেই সুদহার বাড়ছে। এতে বেড়ে যাচ্ছে ব্যবসার খরচ। সুদহার বৃদ্ধি অর্থনীতিতে বাড়তি চাপ তৈরি করছে বলে ব্যবসায়ীরা মনে করছেন।

চলতি অর্থবছরের জুলাই থেকে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত প্রতি মাসে পয়েন্ট টু পয়েন্ট মূল্যস্ফীতি ৯ শতাংশের বেশি রয়েছে। গত ডিসেম্বরে সরকারের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৮ শতাংশে নামিয়ে আনার। কিন্তু তা সম্ভব হয়নি। চলতি রমজান মাসকে কেন্দ্র করে বাজারে জিনিসপত্রের দাম আরেক দফা বেড়েছে। ফলে মার্চে মূল্যস্ফীতি আগের চেয়ে বাড়বে বলে ধারণা করা যায়। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, শুধু মুদ্রানীতি দিয়ে মূল্যস্ফীতি কমানো যাবে না।

কাঁদছেন স্বজনরা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

তিনি। গতকাল বুধবার তৌফিকের বাড়ি গিয়ে দেখা যায়, বিমর্ষ মুখে বাবা দোকানে যাচ্ছেন। আলাপকালে বললেন, 'মঙ্গলবার বিকেলের পর থেকে যোগাযোগ নেই। কপালে কী আছে ওর, আল্লাহই ভালো জানেন। আমার বড় ছেলে ও তৌফিকের শ্যালক মঙ্গলবার রাতে চট্টগ্রাম গিয়ে জাহাজ কোম্পানির কার্যালয়ে রয়েছে।'

তৌফিকের সাত বছরের মেয়ে তাসফিয়া তাহসিনা ও পাঁচ বছরের ছেলে আহমদ মুসাফি বাবার জন্য কাঁদছে। তাদের জড়িয়ে ধরে কান্না চেপে আছেন তৌফিকের স্ত্রী জোবাইদা নোমান। তিনি বলেন, মঙ্গলবার বিকেল সোয়া ৫টার দিকে সর্বশেষ স্বামীর সঙ্গে কথা হয়েছে। তখন সে বাবা-মায়ের সঙ্গেও কথা বলে। সে বলে– 'আমাদের সোমালিয়ার দিকে নিয়ে যাচ্ছে। দোয়া করো। হয়তো এটাই শেষ যোগাযোগ, সবাই আমাকে ক্ষমা করে দিও।' স্বামীসহ জাহাজের সবাইকে উদ্ধারে সরকারের কাছে দাবি জানান জোবাইদা। তৌফিকের মা দিল আফরোজা বলেন, 'ছেলে ফোন করে জিম্মির কথা জানালে তাকে কয়েকটি দোয়া পড়তে বলেছি। কথা বলার ফাঁকেই দস্যুরা তার ফোন কেড়ে নেয়।'

জলদস্যুদের হাতে জিম্মিদের একজন সিরাজগঞ্জের কামারখন্দের ভদ্রঘাট ইউনিয়নের মুকবেলাই চর-নুরনগর গ্রামের নাবিক নাজমুল হক। স্বজনরা জানান, মঙ্গলবার রাত ১১টার দিকে লুকিয়ে রাখা মোবাইলে শেষ কথা বলেন নাজমুল।

নাজমুলের কৃষক বাবা আবু সামা শেখ বলেন, 'একমাত্র ছেলে নাজমুলের আয়ে চলে সংসার। ওর কিছু হলে আমাদের কে দেখবে? মা নার্গিস খাতুন বলেন, 'মঙ্গলবার রাত ১১টার দিকে নাজমুল কল দিয়ে দোয়া করতে বলে। এর পর আর খোঁজ পাচ্ছি না। মহান রাব্বুল আলামিন আমার বুকের মানিকের প্রাণভিক্ষা দিও।'

এমভি আবদুল্লাহর নাবিক বরিশালের বানারীপাড়ার বিশারাকান্দি ইউনিয়নের উমারের পাড় গ্রামের এমাম হোসেনের ছেলে আলী হোসেনের বাড়িতে চলছে আহাজারি। কান্না থামছে না মাত্র কয়েক মাস আগে স্বামীর ঘরে আসা ইয়ামনির। মঙ্গলবার বিকেল ৩টার দিকে ফোন করে তাকেই প্রথম জিম্মির খবর দেন আলী হোসেন। ইয়ামনি বলেন, 'কোরবানির ঈদে বাড়ি ফেরার কথা আলীর। দুইজন ঈদ ছুটিতে কী করব, তা নিয়ে পরিকল্পনা করেছি। তাঁর মুখে জিম্মির কথা শোনার পর থেকে চোখে অন্ধকার দেখছি। একটিই চাওয়া, আল্লাহ যেন তাঁকে সুস্থভাবে ফিরিয়ে দেন।'

এমভি আবদুল্লাহর প্রকৌশলী ক্যাডেট আইয়ুব খানের বাড়ি লক্ষ্মীপুরের রায়পুরের রাখালিয়ায়। মাসখানেক আগে বাবা আজহার মিয়া মারা গেছেন। স্বামীর শোক কাটিয়ে ওঠার আগেই মাথায় আকাশ ভেঙে পড়েছে হোমায়রা বেগমের। ছেলে জলদস্যুদের হাতে জিম্মি জানার পর বারবার মূর্ছা যাচ্ছেন তিনি। জ্ঞান এলেই বুক চাপড়িয়ে আর্তনাদ করছেন।

হোমায়রা বলেন, 'মঙ্গলবার ইফতার করার সময় আমার ছেলে তার ভাই রাব্বীকে ফোন করে জিম্মির কথা জানায়। সে বলে, টাকা না দিলে মেরে ফেলবে।' এ সময় মোবাইল ফোনে ছেলের ছবি দেখিয়ে ষাটোর্ধ্ব হোমায়রা কেঁদে বলেন, 'আইয়ুব, বাবা তুমি কই। আমার মানিক কোথায়? তারে আমার সামনে আনেন। আমি আমার মানিকরে বুকে নেব।'

'আমাদের জাহাজে অ্যাটাক হয়েছে। জাহাজটি সোমালিয়া উপকূলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। সবাইকে একটি ঘরে আটকে রাখা হয়েছে। তারা বলেছে, মুক্তিপণ দেওয়া না হলে একে একে মেরে ফেলবে।' এমভি আবদুল্লাহর প্রধান প্রকৌশলী এ এস এম সাইদুজ্জামান মঙ্গলবার রাত ৯টার দিকে স্ত্রী মেহরিমা সাফরিন জামানকে ফোন করে এসব কথা বলেন। এর পর কোনো যোগাযোগ ছিল না। তবে বুধবার সকাল ৮টার দিকে ইমুতে একটি ভয়েস রেকর্ড আসে। তাতে একজন বলেন, স্যার ভালো আছেন। সেহরি করে ঘুমাচ্ছেন। কোনো মেসেজ থাকলে এ নম্বরে এসএমএস পাঠাবেন।

স্বামীকে নিয়ে উৎকণ্ঠায় থাকায় মেহরিমা সাফরিন বলেন, 'স্বামীকে নিয়ে দুশ্চিন্তা হচ্ছে। কিন্তু এক বছরের মেয়ে এবং অসুস্থ শ্বশুর-শাশুড়িকে নিয়ে সাহায্যের জন্য কোথাও যেতে পারছি না। সরকার ও জাহাজ কোম্পানি কর্তৃপক্ষের কাছে আকুতি– আমার স্বামীকে আনার ব্যবস্থা করুন।'

সাইদুজ্জামানের বাবা সাবেক অধ্যক্ষ আব্দুল কাইয়ুম ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, 'জাহাজ কোম্পানির গাফিলতির কারণেই জলদস্যুরা আক্রমণ করেছে। কোটি কোটি টাকার মালপত্র বহন করলেও জাহাজে কোনো কোস্টগার্ড নিয়োগ দেয়নি।' মা কোহিনুর বেগম বলেন, 'এখন আল্লাহই একমাত্র ভরসা। আল্লাহ যেন সুস্থভাবে আমার ছেলেসহ জাহাজের সবাইকে মায়ের বুকে ফিরিয়ে দেয়।'

জিম্মির খবরে কান্নার রোল পড়েছে ইব্রাহিম খলিল বিপ্লবের ফেনীর দাগনভূঞার মাতুভূঞা ইউনিয়নের মোমারিজপুর গ্রামে। আবুল হোসেন ও রৌশন আরা বেগম দম্পতির ছেলে বিপ্লব আট বছর আগে জাহাজটিতে ইলেকট্রিশিয়ানের কাজ নেন।

কান্নাজড়িত কণ্ঠে আবুল হোসেন বলেন, মঙ্গলবার বিকেল ৫টায় ফোন দিয়ে বিপ্লব কান্না করে। সে বলে, 'বাবা জলদস্যুরা আমাদের অপহরণ করে নিয়ে যাচ্ছে। দোয়া করো, হয়তো আর দেখা নাও হতে পারে।' এখন কী করব কিছুই বুঝতে পারছি না।

এমভি আবদুল্লাহর থার্ড ইঞ্জিনিয়ার রোকন উদ্দিনের গ্রামের বাড়ি নেত্রকোনা সদরের ঠাকুরাকোনা ইউনিয়নের বাঘরোয়া গ্রামে চলছে আহাজারি। মিরাজ আলী ও লুৎফুন্নাহার দম্পতি ছেলের চিন্তায় বারবার মূর্ছা যাচ্ছে। রোকনের বোন শাহীমিনা আক্তার জানান, খবর পাওয়ার পর থেকে বাড়িতে রান্নাবান্না বন্ধ। কারও গলা দিয়ে খাবার নামছে না।

রোকনের মা লুৎফুন্নাহার বেগম কাঁদতে কাঁদতে বলেন, 'রোকনরে আমার কোলে ফিরাইয়া দেইন। আরও যারা আছে তাদেরও ফিরাইয়া আনেন। আমার মতোই তার মায়েরাও কানতাছে।'

এমভি আবদুল্লাহর থার্ড অফিসার তারেকুল ইসলামের গ্রামের বাড়ি ফরিদপুরের মধুখালীর ছকড়িকান্দিতে চলছে আহাজারি। সন্তানকে ফিরে পেতে আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করছেন স্বজন।

গতকার বুধবার দুপুরে গ্রামের বাড়িতে দেখা যায়, তারেকুলের বাবা দেলোয়ার হোসেন নিবিষ্টচিত্তে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করছেন। এক ফাঁকে তিনি সন্তানকে ফিরে পেতে সবার সহায়তা চান। সরকারের কাছে জাহাজের সবাইকে জীবিত উদ্ধারের আকুতি করেন। ২০১৯ সালের ২৫ ডিসেম্বরে তারেকুল বিয়ে করেন নাটোরের মেয়ে মোসাম্মৎ তানজিয়াকে। এ দম্পতির এক বছর বয়সী একটি মেয়ে আছে।

জলদস্যুদের হাতে জিম্মিদের মধ্যে অন্যতম নোয়াখালীর কোম্পানীগঞ্জের নাবিক আনোয়ারুল হক রাজু। তিনি উপজেলার রামপুর ইউনিয়নের ৮ নম্বর ওয়ার্ডের মাস্টার আজিজুল হকের ছেলে। খবর পাওয়ার পর থেকে রাজুর বাড়িতে চলছে আহাজারি।

আজিজুল হক জানান, রাজু সাত বছর জাহাজে কাজ করছে। ছুটি কাটানোর পর চার মাস আগে সে জাহাজে কাজে গেছে।

সৌজন্যে : সমকাল

অস্ত্রের মুখে জিম্মি অপহৃত বাংলাদেশি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সোমালি জলদস্যু রয়েছে বলে জানিয়েছে ব্রিটিশ মেরিটাইম সিকিউরিটি কোম্পানি।

অপহরণের পরের দিন, অর্থাৎ বুধবার থেকে অপহৃত এমভি আব্দুল্লাহকে অনুসরণ করছে ইউরোপীয় ইউনিয়নের নৌ-বাহিনীর সদস্যরা। জিম্মিদের উদ্ধারে তারা অন্তত দু'বার জাহাজের কাছে আসার চেষ্টা করেছে বলে জানিয়েছেন মি. খান।

তারা আমাদের উদ্ধারের চেষ্টা করেছে। কিন্তু দস্যুরা অস্ত্রের মুখে আমাদের জিম্মি করে রেখে তাদেরকে ফিরে যেতে বাধ্য করেছে, অডিওবার্তায় এ কথা জানিয়েছেন জিম্মি নাবিক আতিকুল্লাহ খান। এ অবস্থার মধ্যেই বৃহস্পতিবার দুপুরে সোমালিয়া উপকূলে নোঙর ফেলেছে অপহৃত বাংলাদেশি কোম্পানির মালিকানাধীন জাহাজ এমভি আব্দুল্লাহ।

নোঙর পড়েছে সোমালিয়ায়

অপহরণের দুই দিন পর সোমালিয়া উপকূলে নোঙর ফেলেছে এমভি আব্দুল্লাহ। বৃহস্পতিবার বেলা একটার দিকে জাহাজটি সোমালিয়া উপকূলে পৌঁছায় বলে বিবিসি বাংলাকে নিশ্চিত করেছেন এটির মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান কেএসআরএম-এর গণমাধ্যম উপদেষ্টা মিজানুল ইসলাম।

দুপুর একটার দিকে আমরা জানতে পেরেছি যে, জাহাজটি সোমালিয়া উপকূলে নোঙর করেছে। বিষয়টি আমরা নিশ্চিত হয়েছি, বিবিসি বাংলাকে বলেন মি. ইসলাম। সোমালি জলদস্যুদের পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত কোনও যোগাযোগ করা হয়নি বলে জাহাজের মালিকপক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

১৩ বছর আগে একই কোম্পানির আরও একটি জাহাজ অপহরণ করেছিল সোমালি জলদস্যুরা। এমভি জাহান মণি নামের ওই জাহাজে ২৫ জন নাবিক এবং তাদের একজনের স্ত্রী ছিলেন। অনেক দেনদরবার ও দরকষাকষি শেষে মোটা অঙ্কের মুক্তিপণ দিয়ে ১০০দিন পর তাদেরকে মুক্ত করে দেশে আনা হয়। সেই অভিজ্ঞতা থেকে ধারণা করা হচ্ছে যে, জলদস্যুরা এবারও বড় অঙ্কের মুক্তিপণ দাবি করতে পারে।

সেজন্য প্রস্তুতিও গ্রহণ করছে জাহাজের মালিকপক্ষ। নাবিকরা-সহ জাহাজটি নিরাপদে উদ্ধার করে আনাই আমাদের লক্ষ্য, বিবিসি বাংলাকে বলেছেন কেএসআরএম-এর গণমাধ্যম উপদেষ্টা মিজানুল ইসলাম। তিনি আরও জানান, সে জন্য ইতোমধ্যেই আমরা তৃতীয় একটি পক্ষের সাথে যোগাযোগ শুরু করেছি যেন দস্যুরা যোগাযোগ করা মাত্রই আমরা দ্রুত ব্যবস্থা নিতে পারি।

সোমালি জলদস্যুদের কবল থেকে জাহাজ ও জিম্মি নাবিকদের উদ্ধারে তৎপরতা শুরু হয়েছে বলে জানিয়েছে জাহাজের মালিকপক্ষ। যদিও দস্যুদের পক্ষ থেকে এখনও আমাদের সাথে কোনও ধরনের যোগাযোগ করা হয়নি। তারপরও আমরা কাজ এগিয়ে রাখছি", বিবিসি বাংলাকে বলেছেন জাহাজটির মালিকানা প্রতিষ্ঠান কেএসআরএম-এর গণমাধ্যম উপদেষ্টা মিজানুল ইসলাম। আমরা একটি এজেন্সির সাথে কথা বলে রেখেছি যেন দস্যুরা যোগাযোগ করা মাত্রই আমরা দ্রুত জিম্মিদের নিরাপদে উদ্ধার করতে পারি, বিবিসি বাংলাকে বলেন মি. ইসলাম। যুক্তরাজ্যের একটি প্রতিষ্ঠানে জাহাজটির বিমা করা ছিল। ফলে জাহাজ উদ্ধারে তারাও সক্রিয় ভূমিকা পালন করবে বলে জানা গেছে।

সে কারণে অপহরণের পর সেই বিমা কোম্পানির সঙ্গেও যোগাযোগ করা হয়েছে বলে জানিয়েছে কেএসআরএম।

২০১০ সালে প্রতিষ্ঠানটির আরেকটি জাহাজ সোমালি জলদস্যুদের কবলে পড়েছিল। সেই অভিজ্ঞতা থেকেই মালিকপক্ষ বলছে, নাবিকদের উদ্ধারে কিছুটা সময় লাগবে। এক্ষেত্রে একটু সময় লাগে। অনেক সময় কয়েক মাসও লেগে যায়। এছাড়া সরকারিভাবেও নাবিকরা-সহ জাহাজটি উদ্ধারে চেষ্টা শুরু হয়েছে বলে বুধবার সাংবাদিকদের জানিয়েছেন নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী।

এ ছাড়া জিম্মি নাবিকদের কিভাবে উদ্ধার করা যায়, এ নিয়ে বৃহস্পতিবার দুপুরে এটি নিয়ে একটি আন্ত :মন্ত্রণালয় বৈঠক হয়েছে। সেখানে সব পক্ষকে সঙ্গে নিয়ে কীভাবে সুষ্ঠুভাবে উদ্ধারকাজ সম্পাদন করা যায় এবং জিম্মিদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যায়, সেটি নিয়ে আলোচনা হয়েছে বলে জানা গেছে।

যদিও জিম্মিদের উদ্ধারের ব্যাপারে সরকারের তেমন কিছু করার নেই বলে জানাচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা। জলদস্যুরা সোমালিয়ার সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে। ফলে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে চেষ্টা চালিয়েও জিম্মিদের মুক্ত করা সম্ভব নয়, বিবিসি বাংলাকে বলেন বাংলাদেশ মার্চেন্ট মেরিন অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশনের নির্বাহী সদস্য আবু সাঈদ। তিনি আরও বলেন, দাবি পূরণ করেই তাদের মুক্ত করতে হবে।

অপরাধ বৃদ্ধিতে সম্পর্ক কম

প্রথম পৃষ্ঠার পর

হচ্ছে ব্যাপকভাবে।

লেকেন হোপ রিলে (২২) নামের ইউনিভার্সিটি অব জর্জিয়ার একজন শিক্ষার্থী গত ফেব্রুয়ারি মাসে হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন। এ হত্যাকাণ্ডের সাথে ভেনেজুয়েলা থেকে আসা একজন নথিপত্রহীন অভিবাসীকে দায়ী করা হচ্ছে। আমেরিকার ইমিগ্র্যান্ট বিরোধীরা ব্যাপকভাবে এ হত্যাকাণ্ডকে একটা উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরছে। বলা হচ্ছে, নথিপত্রহীন আগমনের ফলে আমেরিকায় অপরাধী লোকজনের ব্যাপক প্রবেশ ঘটছে। অপরাধ নিয়ন্ত্রণের জন্য সীমান্তে কড়াকড়ি করা সহ শক্ত ইমিগ্রেশন আইন প্রণয়নের দাবির সাথে এ লেকেন হোপ রিলের নামও উচ্চারিত হচ্ছে।

৭ মার্চ বৃহস্পতিবার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন তাঁর স্টেট অব ইউনিয়ন বক্তৃতার সময়ে সীমান্ত পরিস্থিতি এবং ইমিগ্র্যান্ট আইন নিয়ে কংগ্রেসকে দ্রুত সক্রিয় হওয়ার আহ্বান জানাচ্ছিলেন। এ সময় রিপাবলিকান আইনপ্রণেতাদের কেউ কেউ উচ্চস্বরে লেকেন হোপ রিলের নাম উচ্চারণ করে বিক্ষোভ প্রকাশ করতে দেখা যায়। বিশেষ করে সাবেক প্রেসিডেন্টে ডোনাল্ড ট্রাম্পের' মেক আমেরিকা গ্রেট এগেইন" লিখা পোস্টার হাতে প্রতিনিধি পরিষদের সদস্য মারজরি টেইলর গ্রিন চিৎকার করে প্রতিবাদ জানাচ্ছিলেন। এ নিয়ে মার্কিন মিডিয়া পরদিন অনেকগুলো সংবাদ পরিবেশন করে। রক্ষণশীল মিডিয়াগুলো অপরাধের সাথে ইমিগ্র্যান্টদের জড়িয়ে বিভিন্ন ঘটনা তুলে ধরে। আমেরিকার ইমিগ্র্যান্টদের বিরোধীরা বিষয়টিকে একটি রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে দেখছে। সাবেক প্রেসিডেন্ট এবং আসছে নির্বাচনে রিপাবলিকান দলের প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প আগেই বলেছেন, ইমিগ্র্যান্টরা আমেরিকার রক্ত দূষিত করছে।

প্রেসিডেন্ট বাইডেনের স্টেট অব ইউনিয়ন বক্তৃতার পাল্টা জবাব দিতে গিয়ে অ্যালাব্যামা থেকে নির্বাচিত রিপাবলিকান সিনেটর কেটি ব্রিট বলেছেন তাঁর হৃদয় ভেঙ্গে পড়ছে। অবৈধ অভিবাসীর হাতে নিহত লেকেন রিলে যে কারো সন্তান হতে পারতো উল্লেখ করে এজন্য প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সীমান্ত ব্যবস্থাপনার তিনি তীব্র সমালোচনা করেন। নিউইয়র্ক, শিকাগো, বোস্টনসহ ডেমোক্র্যাট প্রধান নগরীগুলোতে নথিপত্রহীনদের ব্যাপক আগমন ঘটেছে সাম্প্রতিক সময়ে। পাশাপাশি অপরাধ বেড়ে যাওয়ার সাথে এসব ইমিগ্র্যান্টদের কথা উল্লেখ করা হচ্ছে, যাতে মার্কিন জনমত ইমিগ্র্যান্ট বিরোধিতায় উস্কে দেয়া যায়।

৮০ বা ৯০ দশক থেকে আমেরিকায় ব্যাপক ইমিগ্র্যান্টদের আগমনের ফলে অপরাধ বেড়েছে বলে কোন গ্রহণযোগ্য সত্যতা নেই। সম্প্রতি প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, আমেরিকার রক্ত বিষাক্ত করে ফেলছে ইমিগ্র্যান্টরা। ফ্লোরিডার গভর্নর এবং রিপাবলিকান দলের ব্যর্থ হওয়া প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী রণ ডি সেন্টিস তাঁর এক বক্তৃতায় বলেছেন, সীমান্ত অতিক্রমকারীদের গুলি করে হত্যা করা হবে।

ইমিগ্রেশন নিয়ে এমন বিতর্কের মধ্যে স্পষ্ট দেখা যায় ইমিগ্র্যান্টদের আগমনের সাথে অপরাধ বেড়ে উঠার কোন সম্পর্ক নেই। স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটির অর্থনীতিবিদ র‍্যান আব্রামিটজস্কি তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন অভিবাসীদের অপরাধে জড়ানোর সম্ভাবনা আমেরিকায় জন্ম নেয়া লোকজনের চেয়ে ৬০ শতাংশ কম। এ গবেষক ১৯৬০ সাল থেকে সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণ করে এ কথা বলেছেন।

রাজ্য পর্যায়ে তথ্য জরীপ চালিয়েছে ক্যাটো ইন্সটিটিউট। ২০১৯ সালের তথ্য জরিপে তাদের বিশ্লেষণে বলা হয়েছে অভিবাসীদের অপরাধের কারণে দণ্ডিত হওয়ার সম্ভাবনা ৩৭ শতাংশ কম।নিউইয়র্ক টাইমস এবং দা মার্শাল প্রজেক্ট এ নিয়ে সম্প্রতি জরীপ পরিচালনা করেছে। ২০০৭ সাল থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত পাওয়া তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখানো হয়েছে অভিবাসীদের আগমনের সাথে অপরাধ বেড়ে যাওয়ার কথাটির কোন যোগসূত্র নেই।

স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটির গবেষণায় বলা হয়েছে, স্কুল পাশ করেনি এমন আমেরিকানদের চেয়ে একই শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রথম প্রজন্মের ইমিগ্র্যান্টদের সাফল্যের হার অনেক বেশি। প্রথম প্রজন্মের ইমিগ্র্যান্টদের মধ্যে ভীতি কাজ করে। অপরাধে জড়িয়ে আমেরিকায় স্থায়ী ইমিগ্রেশন আবেদনে জটিলতা সৃষ্টি না করার জন্যই প্রতিজন ইমিগ্র্যান্ট সতর্ক থাকে বলে গবেষণা ফলাফলে বলা হয়েছে।

দেশ হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র কি শ্রেষ্ঠত্ব হারাতে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সংঘাতও এর পেছনের কারণ হিসেবে দেখা দিয়েছে।

চীন ও রাশিয়ার হুমকির আলোকে ওই প্রতিবেদনে ইউক্রেনে রুশ অভিযানের বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে। গত ৭ অক্টোবর থেকে ফিলিস্তিনের গাজায় হামাস ও ইসরায়েলের সংঘাত বড় পরিসরে ছড়িয়ে পড়ার ঝুঁকি নিয়েও কথা বলা হয়েছে তাতে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, উচ্চাভিলাষী ও উদ্বিগ্ন চীন, সংঘাতপ্রবণ রাশিয়া, আঞ্চলিক কিছু শক্তি—যেমন ইরান এবং আরও সক্ষম কিছু অরাষ্ট্রীয় গোষ্ঠী বিশ্বব্যবস্থার নিয়মনীতিকে চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলছে। একই সঙ্গে বিশ্বব্যবস্থায় যুক্তরাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠত্বও চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে।

মার্কিন গোয়েন্দাদের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ইউক্রেনে রাশিয়া যখন যুদ্ধে লিপ্ত, তখন মস্কোকে অর্থনৈতিক ও নিরাপত্তাবিষয়ক সহায়তা দিচ্ছে চীন। রাশিয়া ও চীনের মধ্যে বাণিজ্য বাড়ছে। রাশিয়ায় সামরিক কাজে ব্যবহৃত হতে পারে—চীন থেকে এমন সব পণ্যের রপ্তানি ২০২২ সাল থেকে তিন গুণ বেড়েছে।

এমন পরিস্থিতিতে ইউক্রেনে আরও সামরিক সহায়তা পাঠানোর অনুমোদন দিতে মার্কিন আইপ্রণেতাদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল ইন্টেলিজেন্সের পরিচালক এভ্রিল হেইন্স। মার্কিন কংগ্রেসের সিনেট ইন্টেলিজেন্স কমিটিকে তিনি বলেন, ওয়াশিংটনের আরও সহায়তা ছাড়া রাশিয়ার কাছ থেকে পুনর্দখল করা অঞ্চলগুলো ইউক্রেন কীভাবে ধরে রাখবে, তা 'কল্পনা করাও কঠিন'।

যুক্তরাষ্ট্রকে অস্থিতিশীল করতে চীন প্রযুক্তির ব্যবহার করতে পারে বলে প্রতিবেদনে সতর্ক করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, ২০২৪ সালের মার্কিন নির্বাচনের কোনো না কোনো পর্যায়ে প্রভাব ফেলার চেষ্টা করতে পারে চীন। কারণ, যুক্তরাষ্ট্রে বেইজিংয়ের সমালোচকদের ক্ষমতা থেকে সরানো এবং মার্কিন সমাজে বিভাজন বাড়ানোর অভিলাষ রয়েছে দেশটির।

এদিকে ইউক্রেনে আরও ৬০ বিলিয়ন ডলার সহায়তা পাঠানোর একটি বিল অনুমোদনে ভোটাভুটি আয়োজনের

> মার্কিন গোয়েন্দাদের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ইউক্রেনে রাশিয়া যখন যুদ্ধে লিপ্ত, তখন মস্কোকে অর্থনৈতিক ও নিরাপত্তাবি-ষয়ক সহায়তা দিচ্ছে চীন। রাশিয়া ও চীনের মধ্যে বাণিজ্য বাড়ছে।

বিষয়ে এখনো সম্মতি দেননি মার্কিন কংগ্রেসের নিম্নকক্ষ প্রতিনিধি পরিষদে রিপাবলিকান পার্টির স্পিকার মাইক জনসন। যদিও বিলটি এরই মধ্যে ডেমোক্র্যাট পার্টির সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকা উচ্চকক্ষ সিনেটে অনুমোদন পেয়েছে।

ইউক্রেনকে আরও সামরিক সহায়তার ওপর জোর দিয়ে মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স এজেন্সির (সিআইএ) পরিচালক উইলিয়াম বার্নস সিনেটে বলেছেন, ইউক্রেনকে সহায়তা চালিয়ে গেলে তা তাইওয়ান বা দক্ষিণ চীন সাগরে আগ্রাসন চালানোর বিষয়ে চীনকে একটি বার্তা দেবে।

গাজায় ইসরায়েল ও হামাসের মধ্যে চলমান সংঘাতের কারণে বিশ্বে নিরাপত্তাহীনতা ছড়িয়ে পড়তে পারে বলে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল ইন্টেলিজেন্সের পরিচালক এভ্রিল হেইন্স। তিনি বলেন, আঞ্চলিক কোনো ঘটনা কীভাবে আরও বড় কিছুতে পরিণত হওয়ার, এমনকি বৈশ্বিকভাবে প্রভাব ফেলার আশঙ্কা সৃষ্টি করতে পারে, তার স্পষ্ট উদাহরণ গাজা সংকট।

ফিলিস্তিনের শিশুদের বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে এভ্রিল হেইন্স বলেন, বাস্তবতা হলো সেখানে শিশুরা অনাহারে রয়েছে। উপত্যকাটিতে তাদের কাছে মানবিক সহায়তা পৌঁছাচ্ছে না। এ কারণে তারা অপুষ্টিতে ভুগছে। যুদ্ধবিরতি ছাড়া সেখানে কার্যকরভাবে মানবিক সহায়তা পৌঁছানো খুবই কঠিন।

ইসরায়েলের বিষয়ে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ফিলিস্তিন নিয়ে কঠোর নীতি এবং নিরাপত্তাসংক্রান্ত বিষয়গুলোর কারণে একজন নেতা হিসেবে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু এবং কট্টর ডানপন্থী দলগুলোকে নিয়ে তাঁর জোট সরকার বিপদের মুখে পড়তে পারে।

মার্কিন প্রতিবেদনে বিষয়টি এভাবে তুলে ধরা হয়েছে, 'যুদ্ধ শুরুর আগেই নেতানিয়াহুর শাসনক্ষমতা নিয়ে ইসরায়েলের মানুষের মধ্যে উচ্চমাত্রার অবিশ্বাস ছিল। এখন তা আরও বেড়েছে। আমরা ধারণা করছি, তাঁর পদত্যাগ ও নতুন নির্বাচনের দাবিতে দেশটিতে বড় ধরনের বিক্ষোভ–সমাবেশ হবে। দেশটিতে একটি ভিন্ন এবং আরও মধ্যপন্থী একটি সরকারের ক্ষমতায় আসার সম্ভাবনা রয়েছে।'

কুইন্সের আইন প্রতিষ্ঠানে বাংলাভাষী সিনিয়র ম্যানেজার আবশ্যক

"কুইন্সের খ্যাতনামা আইন প্রতিষ্ঠানে একজন সিনিয়র ম্যানেজার নিয়োগ দেয়া হবে। প্রার্থীকে হিন্দি, ইংরেজি এবং বাংলায় পারদর্শী হতে হবে। ড্রাইভিং লাইসেন্স এবং নিজস্ব গাড়ি থাকতে হবে। অত্যন্ত অরগেনাইজড, যোগাযোগে এবং জনসংযোগে চমৎকার দক্ষতা অপরিহার্য।
যোগ্য প্রার্থীকে ভালো বেতন দেয়া হবে। আইন প্রতিষ্ঠানটি থেকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। আগ্রহীদের অনুগ্রহ করে ravi@gehilaw.com ইমেইলে রিজুমি পাঠানোর জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে।

ভারী বর্ষণে পানির নীচে নিউজার্সির একাংশ

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

এক সপ্তাহের টানা ভারী বর্ষণে যুক্তরাষ্ট্রের নিউজার্সি রাজ্যের কিছু অংশ পানির নীচে তলিয়ে গেছে। শনিবারের টানা বৃষ্টির পানিতে বেসমেন্ট ভরাট ও অধিকাংশ রাস্তা বন্ধ হয়ে গেছে। ফলে বুধবার (১৩ মার্চ) সকাল পর্যন্ত প্যাসাইক, স্যাডল, মিলস্টোন, স্টিল এবং হাউসাটোনিক নদীর কিছু অংশে বন্যা সতর্কতা জারি করা হয়েছে। অন্যদিকে পানিবন্দি থাকা পাঁচজনকে উদ্ধার করেছে উদ্ধারকারীরা।

এদিকে ১১ মার্চ সোমবার রাজ্যের আবহাওয়া অধিদপ্তর থেকে দেওয়া এক পূর্বাভাসে শক্তিশালী বাতাসে গাছ এবং বিদ্যুতের লাইন ভেঙে যাওয়ার আশংকা রয়েছে বলে জানিয়েছে।

প্যাটারসনের মেয়র আন্দ্রে সায়েগ বলেছেন, প্যাসাইক নদীর পানি ৭ দশমিক ৫ ফুট উপরে উঠেছিল। এখন তা কিছুটা কমতে শুরু করেছে। তিনি আরও জানান, সপ্তাহান্তে উদ্ধারকারী দল বন্যার পানি থেকে পাঁচজনকে উদ্ধার করেছে। সৌভাগ্যক্রমে, আমাদের দল সময়মতো পৌঁছেছিল। তাই কোনও প্রাণ হারায়নি এবং কোনও আহত হয়নি।

এদিকে বৃষ্টির পানির কারণে প্রেসিডেন্সিয়াল বুলেভার্ড হ্যারিসন থেকে জেফারসন পর্যন্ত বন্ধ রয়েছে। সেখানকার কিছু স্থানীয় ব্যবসায়ী মালিক জানিয়েছেন, তারা ডিসেম্বর এবং জানুয়ারিতে বারবার বন্যা থেকে পুনরুদ্ধার করার জন্য লড়াই করছেন।

অটো যন্ত্রাংশের দোকান চালান এমন এক ব্যক্তি জানান, তিন মাসের মধ্যে তৃতীয়বারের মতো তিনি সব ধরনের যন্ত্রপাতি হারিয়েছেন। তিনি আরও জানান, দুই মাসের কাজের মূল্য এবং দেড় লাখ ইনভেন্টরি হারিয়েছেন। এছাড়া কম্পিউটার সার্ভার, ইলেকট্রনিক্স যন্ত্রপাতি, প্রেসার ওয়াশার, টায়ার মেশিন পানির নীচে চলে গেছে।

ইউক্রেনে ৩০ কোটি ডলারের সামরিক সহায়তা আমেরিকার

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

ইউক্রেনে ৩০ কোটি ডলারের একটি সামরিক সহায়তা প্যাকেজ পাঠাচ্ছে আমেরিকা। মঙ্গলবার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের প্রশাসন এই তথ্য জানিয়েছে। কংগ্রেসে রিপাবলিকান নেতারা ইউক্রেনের জন্য অতিরিক্ত তহবিল আটকে রাখায় কয়েক মাস পর এই ধরনের সহায়তা পাঠানো হচ্ছে। রয়টার্সের প্রতিবেদনে জানা যায়, এই প্যাকেজের আওতায় গোলাবারুদ, রকেট এবং বিমান বিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্রের মতো অস্ত্র ইউক্রেনে পাঠানো হবে। মার্কিন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা জ্যাক সুলিভান জানান, পেন্টাগন চুক্তির খরচ থেকে অপ্রত্যাশিত সঞ্চয়ের অর্থায়ন এই প্যাকেজ দেওয়া হচ্ছে।

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকায় সেন্ট আলবিনে ১১২-১৯ ১৯৮ স্টিটে দুই বেড, লিভিং কিচেন বাথ, ডাইনিং ভাড়া হবে। কিউ ৩ ও কিউ ৮৩ বাস সংলগ্ন । গ্রোসারি স্কুল নিকটে। যোগাযোগ 347-599-5637

বাসা ভাড়া

৩ বেড রুম, ২ ফ্লোর এবং ১ ফ্লোর, ২ বেড রুম। নর্থ আম্বারলেন্ড এভিনিউ, বাফেলো নিউইয়র্ক। বাংলা গুসারী, মসজিদ, বাস স্টোপ সবকিছু অতি নিকটে। (929) 328-5042

বাসা ভাড়া

বেইজমেন্টে দুটি রুম ভাড়া দেওয়া হবে।সার্টফিন ব্লোবার্ড এবং হিলসাইড এবিনিউতে।F,E,air train ,bus station ,মসজিদ,মাদ্রাসা,বাংঙ্গালী গ্রোসারী সব কিছু অতি নিকটে।বাসা এখন খালি আছে।৯২৯৩২৮৫০৪২

বাসা ভাড়া

জ্যাকসন হাইটসের আকর্ষনীয় এলাকায় এপার্টম্যান্ট বিক্রি হবে। নিউইয়র্কে বাংলাদেশি জনসমাজের কোলাহলের কেন্দ্রবিন্দু জ্যাকসন হাইটসে (35-35 75th St Unit 105, Jackson Heights, NY 11372) এপার্টম্যান্ট বিক্রি হবে। আগ্রহী ক্রেতা, মালিকের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করতে পারেন। ফোন: 917-257-3580

সেমি বেইজমেন্ট ভাড়া

সানি সাইডে 46 st এবং 50 এভিনিউতে স্টিট লেভেলে সেমি বেইজমেন্ট এ অধুমপায়ি পরিবারের কাছে ৩ বেড, বাথ, কিচেন লিভং ভাড়া দেয়া হবে। বিলসহ $2000 যোগাযোগ 917-562-1368

লাইভ ইন বেবিসিটার আবশ্যক

লং আইল্যান্ডে সোমবার-শুক্রবার নবজাতক শিশুর যত্ন নেওয়ার জন্য লাইভ ইন বেবিসিটার খুঁজছেন। বিস্তারিত জানার জন্য অনুগ্রহ করে 917-280-7656 নম্বরে কল করুন।

আবশ্যক

কুইনসের একটি ইমিগ্রেশন ল' ফার্মে রিসিপসনিষ্ট আবশ্যক। প্রার্থীকে উঁচু মাত্রার অরগেনাইজড এবং জনসংযোগে দক্ষ হতে হবে। পাশাপাশি প্রার্থীকে হিন্দি, ইংরেজি এবং বাংলা ভাষায় কথা বলায় দক্ষ হতে হবে। ল' ফার্মে কাজের জন্য পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। ভালো বেতনের এ চাকুরীর জন্য আগ্রহীরা রিজুমি ইমেইল করুন: ravi@gehilaw.com

ড্রাইভিং ইন্সট্রাকটর প্রয়োজন

জ্যাকসন হাইটস্-এ এআর ড্রাইভিং স্কুলের জন্য একজন ইন্সট্রাকটর প্রয়োজন ।
যোগাযোগঃ ৩৪৭-৪৫৯-৭০৯২

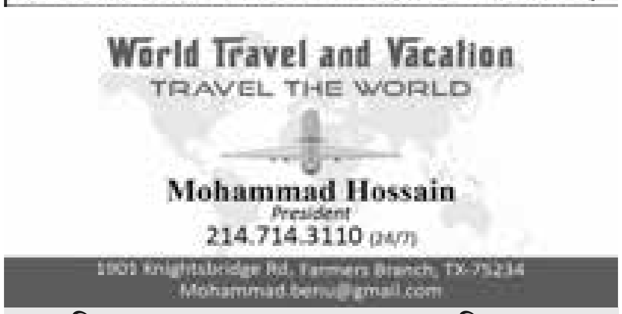

ওমরা ভিসা, হজ্বের জন্য প্যাকেজসহ যেকোনো বিমানযাত্রার সব ব্যবস্থার জন্য আমাদের পেশাদারিত্ব আর বিশ্বস্থতার প্রতিষ্ঠান। দয়া করে ফোনে বা ইমেইলে যোগাযোগ করুন।

পার্টনার আবশ্যক

পেনসিলভিনিয়া York এ অবস্থিত Solar Panel ও Garment Factory এর জন্য পাটনার এবং বিনিয়োগকারী আবশ্যক। EB5 বিনিয়োগ ভিসার আওতায় পরিবার শুদ্ধ গ্রিনকার্ডের সুযোগ আছে। যোগাযোগের ঠিকানা: 202-683-5854.
Email: amrsolarllc@yahoo.com

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার ১০৪ এভিনিউ ও ১৭১ স্ট্রিটে অবস্থিত ২ বেড রুম বাথ কিচেন ভাড়া দেওয়া হবে। গ্রোসারি, মসজিদ, ট্রেন, স্কুল নিকটে।
ফোন: 347-535-2133, 347-553-8444

বাসা ভাড়া

সানিসাইডে ৪৬ স্ট্রিট ও ৫০ এভিনিউর ওয়াকিং বেইসমেন্টের ৩ বেডরুম বাসা অধুমপায়ি মুসলিম পরিবারের কাছে ভাড়া হবে। যোগাযোগ ৯১৭-৫৬২-১৩৬৮

রুম ভাড়া

জ্যামাইকা হিলসাইজে ১৬৯ সাবওয়ের খুব কাছে(মাঝারী)একরুম একজনকে সাবলেট দেয়া হবে। $৯০০ (মহিলা অগ্রাধিকার) টয়লেট,কিচেন শেয়ার।মোবাইল :৯৭০৮১৭৭৬৫৭

রুম ভাড়া

জ্যাকসন হাইটস ৭ ট্রেনের সাবওয়ের নিকটে এপার্টমেন্ট বিল্ডিং-এ দুইজন নামাজী, কর্মজীবি এবং অধুমপায়ী রুমমেট আবশ্যক। যোগাযোগ: ৯১৭-৪৯৭-২৭৯০।

ন্যানি আবশ্যক

কুইন্সের জ্যামাইকায় ছয়মাসের বাচ্চার যত্ন সহকারে দেখভালের জন্য একজন ন্যানি আবশ্যক। যোগাযোগ - 929-268-5801 স্থান - ব্রায়ারউড স্টেশানের পাশে.

পাত্র চাই

কাপ্তাই কর্ণফুলী পেপার মিলস এলাকায় Born & Raise ১৯ দিনের শর্ট ডিভোর্সী পাত্রীর জন্য American Citizen & Green Card Holder পাত্র আবশ্যক। পাত্রীর বয়স ২৬ বছর। বড় ভাই 347-612-9207, বাবা 01912340475. (কল করুন দুপুর ২টা থেকে রাত ২টা পর্যন্ত)।

আবশ্যক

"Immigration law firm in Queens is looking for a Receptionist. Candidates should be extremely organised and should have excellent communication and public relation skills.Candidate should speak Hindi, English and Bengali. Training will be provided by a law firm. Handsome salary will be offered. Please email your resume at "ravi@gehilaw.com

ইমিগ্রেশনে সহযোগিতা

আমেরিকায় নতুন বা পুরাতন- আপনার দরকার ওয়ার্ক পারমিট, সোশ্যাল এবং ফাইনালি গ্রীনকার্ড। যেভাবেই এদেশে এসে থাকুন, যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন- একটা ব্যবস্থা আমরা করে দেবই। দেশে থাকা আত্মীয়-বন্ধুকে আনতেও আমরা সহযোগিতার পথ দেখাই। ইমিগ্রেশনের যে-কোন জটিল সমস্যা সমাধানের জন্য কল বা টেক্সট করুন **(৭১৮) ৮৩৯-৫৮১২**

বেইজমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকার ১৮৭ স্ট্রীট এবং ১০৪ এভিনিউতে এক বেডরুমের একটি বাসা ভাড়া হবে। বাস, মসজিদ, গ্রোসারি নিকটে। যোগাযোগ 917-651-7188, 917-651-9528

ঢাকায় ফ্লাট বিক্রি

ঢাকায় ফ্লাট বিক্রি মোহাম্মদপুর চাঁন মিয়া হাউজিং এ ১২১৫ স্কয়ার ফিটের ফ্লাট ৩ বেড ৩ বাথ ২ বারন্দা আলাদা ড্রয়িং ডাইনিং লিভিং রুম ও পার্কিং সহ ৭ তলা বাড়ির ৬ তলায় লিফ্ট জেনারেটর সিসি ক্যামেরা, গ্যাস সংযোগ সহ যোগাযোগ What's App no +19174979508

লোক আবশ্যক

সারাহ হোমকেয়ারে কাজ করার জন্য কিছু লোক আবশ্যক। আগ্রহীরা কল করুন ফোন: 917-745-0949

পাত্র চাই

পাত্র চাই উচ্চ শিক্ষিত পরিবারের US সিটিজেন পাত্রী কুইন্স কলেজ থেকে একাউন্টিং এ ব্যাচেলর সিটি জব রত (২৮) শিক্ষিত ও উপযুক্ত পাত্র চাই md_kayum@yahoo.com Cell: 917-497-9508

পাত্রী চাই

নিউইয়র্কে বসবাসরত ৩২ বছর (৫-৬) (অনার্স) সুশিক্ষিত পাত্রের জন্য আমেরিকান সিটিজেন পাত্রী আবশ্যক। ডিভোর্সী হলেও সমস্যা নেই। যোগাযোগ: 516-247-8260 Email: jj1831847@gmail.com

হিন্দু পাত্র আবশ্যক

শিলিগুড়ি বসবাসরত এবং ব্যাঙ্গালোরে নার্সিং (৩য় বর্ষ)অধ্যয়নরত সুন্দরী পাত্রীর জন্য হিন্দু পাত্র আবশ্যক। যোগাযোগ: 347-235-7322 পাত্রীর মামা New York

পাত্র চাই

সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের পি.এইচ.ডি চাকরিজীবী (৩৪ + 5-6) সিটিজেন পাত্রীর জন্য, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, পি.এইচ.ডি বা উপযুক্ত পাত্র চাই । যোগাযোগ: অভিভাবক 929-247-9441

পাত্র চাই

একজন ম্যাকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার সুন্দরী হিন্দু পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। উচ্চতা ৫ ফুট ৫"। বয়স ২৭। যোগাযোগ: 347-641-8353, 718-200-6396

পাত্রপাত্রীর খোঁজে

অভিভাবক বা পাত্রপাত্রী নিজে যোগাযোগ করুন। কোন ফি নাই। সম্পূর্ণ অলাভজনক সেবামূলক উদ্যোগ। যোগাযোগ email: drmah007@gmail.com, **ফোন: ৫৭১–৪৮৯–৯০১৩**

পাত্র চাই

পাত্রী আমেরিকান গ্রীনকার্ডধারী উচ্চশিক্ষীতা Sociology (ঢা.বি.)। সঙ্গত কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ, নি:সন্তান। ৫০ উর্ধ্ব পাত্র চাই। আগ্রহী ইচ্ছুক পাত্র বা অভিভাবক যোগাযোগ করুন। zaibunnessa14@gmail.com

মেচম্যাকিং

দেশী মেচম্যাকিং (Deshi Match Making) একটি বিশ্বস্ত ম্যারেজ মিডিয়া। আমাদের আছে অনলাইন ও অফলাইন সিস্টেম। বাংলাদেশে ঢাকা, বনানীতে ও নিউইয়র্কে অফিস। যোগাযোগ: desipatropatri@gmail.com, রিমা আবেদীন (929-278-6294)

জীবনসঙ্গীর প্রত্যাশায়

মার্জিত, শিক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত ও সিটিজেন (৪৪) একজন ব্যাচেলর পাত্র তার জীবন সঙ্গীর প্রত্যাশায়। জীবন খুব একটা জটিল না; আমরাই জীবনকে জটিল বানাই; আপনার বর্তমান জীবনযাত্রা যাইহোক না কেন? আত্মবিশ্বাস, খোলা মন ও আন্তরিকতার সাথে ছবি ও টেলিফোন নম্বর সহ যোগাযোগ করুন। (সকল প্রকার গোপনীয়তার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।) যোগাযোগ: (718) 524-9777, everlybrown@yahoo.com

সুখবর! সুখবর!!

আমেরিকান সিটিজেনদের জন্য সৌদি আরবের ১০/৫ বছরের মাল্টিপল ভিসা স্বল্পমূল্যে পেতে এবং গ্রীনকার্ড দারীদের জন্য উমরাহ ভিসা পেতে আজই যোগাযোগ করুন ।

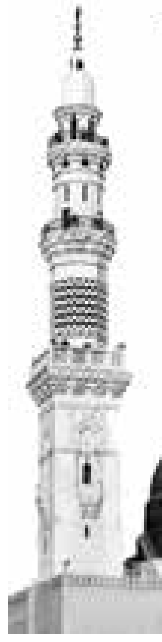

571-830-9213
Email: rashid.ozonepark@gmail.com

ইসরাইলি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের প্রতীক হয়ে উঠেছেন অ্যারন বুশনেল

ডেস্ক রিপোর্ট

গাজায় ইসরাইলি হামলার প্রতিবাদে আত্মাহুতি দেয়া মার্কিন বিমানবাহিনীর সদস্য অ্যারন বুশনেল বিশ্বজুড়ে প্রতিবাদী জনতার অণুপ্রেরণা হয়ে উঠেছেন। গাজায় ইসরায়েলি গণহত্যায় মার্কিন সামরিক ভূমিকার প্রতিবাদে ওয়াশিংটন, ডিসি-তে ইসরায়েলি কনস্যুলেটের সামনে আত্মহনন করেছিলেন অ্যারন। ইয়েমেন থেকে মালয়েশিয়া পর্যন্ত, ফিলিস্তিন থেকে খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিবাদকারীরা অ্যারন বুশনেলের আত্মাহুতিকে স্মরণ করছেন শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার সাথে। যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশি মসজিদে মসজিদে স্মরণ করা হচ্ছে মার্কিন এ বীরকে। বিশেষ মোনাজাতের মাধ্যমে অ্যারন বুশনেলের প্রতি মানুষ শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা জানাচ্ছেন।

গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ইসরাইলি দূতাবাসের সামনে শরীরে কেরোসিন ঢেলে নিজেই নিজেকে পুড়িয়ে মানবতা বিরোধী হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন অ্যারন। তার এ প্রতিবাদী আত্মাহুতি মার্কিন মিডিয়ায় খুব একটা আলোচনা না হলেও আমেরিকার বাইরে এ নিয়ে বড় বড় সমাবেশ হয়েছে। গাজায় ক্রমাগত ইসরাইলি হামলা এবং মার্কিন সমর্থনের প্রতিবাদে আত্মাহুতি দেয়া অ্যারনকে বীরের মর্যাদা দিয়ে স্মরণ করা হচ্ছে সর্বত্র।

৫ মার্চ ওরাগণ রাজ্যের পোর্টল্যান্ডে অ্যারন বুশনেলকে স্মরণ করে বিক্ষোভ

অ্যারন বুশনেল

সমাবেশ হয়েছে। এ সমাবেশে যুদ্ধ বিরোধী প্রাক্তন মার্কিন সেনারা নিজেদের ইউনিফর্মে আগুন দিয়ে বিক্ষোভ করেছেন।

ওয়ার্কার ওয়ার্ল্ডস পার্টি নামের নাগরিক সংগঠনের অ্যাক্টিভিস্ট জনী লুইস বলেছেন, সর্বত্র যুব তরুণদের কাছ থেকে ব্যাপক সমর্থন পাওয়া যাচ্ছে। তিনি বলেছেন, যুব তরুণরা আন্দোলন করেই ভিয়েতনাম যুদ্ধ থেকে আমেরিকাকে সরে আসতে বাধ্য করেছিল। আজকের সময়ে প্যালেস্টাইনের গাজায় হামলা থেকে মার্কিনিদের সম্পূর্ণভাবে সরে আসার দাবি জানাচ্ছে যুব তরুণ সমাজ, তিনি উল্লেখ করেন।

অন্যান্য মুসলিম আমেরিকানদের মত বাংলাদেশি আমেরিকানরাও অ্যারন বুশনেলের স্মরণে এগিয়ে এসেছেন। ৮ মার্চ শুক্রবার, ইসলামিক সোসাইটি অফ সেন্ট্রাল ভার্জিনিয়া শার্লোটসভিলে , অ্যারন বুশনেলের জন্য দোয়া করা হবে। ভার্জিনিয়া, নিউইয়র্কসহ বিভিন্ন এলাকায় মসজিদে মসজিদে অ্যারন বুশনেলকে মানবতার পক্ষে আত্মাহুতি দেয়া বীর হিসেবে লোকজন স্মরণ করছেন। তার আত্মার মাগফেরাত কামনা করে মুসলিম ধর্মবিশ্বাসীরা অ্যারনের জন্য জান্নাত কামনা করছেন আল্লাহর দরবারে।

আত্মহুতির আগে ইসরাইলি দূতাবাসের গেটের দিকে হেঁটে যাওয়ার সময় ভিডিও বার্তায় অ্যারন শান্তভাবে বলেছিলেন, 'আমি আর এক মুহূর্তও গণহত্যায় জড়িত থাকব না। আমি প্রতিরোধের চরম একটি পথ বেছে নিতে যাচ্ছি। কিন্তু ঔপনিবেশিক দখলদারের হাতে ফিলিস্তিনের অধিবাসীরা যে পরিস্থিতির সম্মুখীন, তার তুলনায় এই প্রতিবাদ মোটেও চরম কিছু নয়। আমাদের শাসকগোষ্ঠী এ পরিস্থিতিকেই স্বাভাবিক বলে গ্রহণ করেছে।'

পুলিৎজার পুরস্কারপ্রাপ্ত মার্কিন সাংবাদিক ক্রিস হেজেস বলেছেন, " সামাজিক যোগাযোগামাধ্যমের পাশাপাশি মূলধারার সংবাদমাধ্যমে ব্যাপক নিষেধাজ্ঞার শিকার বুশনেলের আত্মাহুতি এমনই একটি প্রতিবাদ। এর মানে হলো, ঘটনাটি এখনও জানা যায়নি। বুশনেল নিজের জীবনপ্রদীপ এমনভাবে নিভিয়ে দিয়েছেন, যেভাবে হাজার হাজার ফিলিস্তিনির জীবন নিভে যাচ্ছে; যেখানে শিশুরাও বাদ যায়নি। আমরা তাঁকে আগুনে জ্বলে মরতে দেখেছি। ঠিক একই ঘটনা আমাদের কারণে ফিলিস্তিনিদের সঙ্গেও ঘটছে। "

বাজেট অধিবেশনের সূচনায় পবিত্র কোরআন

শেষ পৃষ্ঠার পর

ব্যাহত রাখার প্রশ্নে চলতি আন্দোলনের পক্ষে একাত্ম হয়েছে। শুধু আনুষ্ঠানিক ঘোষণা বাকি। সোমবার স্যার ড. আবু জাফর মাহমুদের উপস্থিতি দেখে অধিবেশনের চেয়ার রোজান জে পারসড, স্টেট সিনেট এর ডেপুটি মেজরিটি লিডার সিনেটর মাইকেল জিনারিসসহ সুপরিচিত সিনেটর ও অ্যাসেমব্লি মেম্বারবৃন্দ তার সঙ্গে দেখা করেন। তারা বাজেট অধিবেশনে কোরআন তেলাওয়াতের উদ্যোগে সাধুবাদ জানান।

এই ঐতিহাসিক মুহূর্ত রচনার পেছনে ভূমিকা রাখতে পেরে স্যার ড. আবু জাফর মাহমুদ সৃষ্টিকর্তার প্রতি শুকরিয়া জানিয়ে বলেন, পৃথিবীর রাজধানীখ্যাত নিউইয়র্কে বহু জাতি ধর্মের মানুষের বসবাস। এখানকার স্টেট সিনেট অধিবেশনে কোরআন তেলাওয়াতের মধ্য দিয়ে আল্লাহর রহমতের বাণী প্রচার হয়েছে। কোরআন নাজিলের মাসে বিশ্ব মুসলিমের জন্য এটি এক অসাধারণ শান্তির বার্তা। এর মধ্য দিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যে উদারনীতির বহিঃপ্রকাশ আমরা উপলব্ধি করেছি তা এক অনন্য দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। এই আয়োজনে ভূমিকা রাখার জন্য তিনি স্টেট সিনেটর জেসিকা রামোসের প্রতি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান।

মাওলানা আব্দুস সাদিক বলেন, সিনেটের মতো একটি জায়গায় কোরআনুল করীমের বাণী শোনাতে পারা আমার জন্য অনেক বড় প্রাপ্তি। বিশেষ করে রমজানের শুরুর দিন, এই উদ্যোগ অনেক মহান ও মহৎ। তিনি পবিত্র কোরআনের উদ্ধৃতি তুলে ধরে বলেন, আল্লাহ বলেছেন, শত্রুরা বার বার ইসলামকে শেষ করে দিতে চাইবে, কিন্তু আল্লাহ এই শান্তির ধর্মের আলো জ্বালিয়ে রাখবেন। আজ সিনেটের বাজেট অধিবেশনে কোরআন তেলাওয়াত দিয়ে শুরু হলো, এটি এক ইতিহাস হয়ে থাকবে। যারা এর পেছনে কাজ করেছেন তারা মহান কাজ করেছেন। তারা সত্যিকার অর্থে দীনের কাজ করেছেন।

সমর্থন করেছেন টেক্সাসের ফেডারেল বিচারক

শেষ পৃষ্ঠার পর

এবং বাইডেনের অভিবাসন নীতির একটি মূল অংশকে সমর্থন করেছেন যা মানবিক ভিত্তিতে চারটি দেশ থেকে সীমিত সংখ্যক অভিবাসীকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের অনুমতি দেয়। রিপাবলিকান নেতৃত্বাধীন স্টেটগুলির অভিযোগ ছিল, বাইডেনের এই প্রোগ্রাম তাদের উপর একটি অর্থনৈতিক বোঝা।

ইউএস ডিস্ট্রিক্ট জজ ড্রিউ বি. টিপটন মানবিক প্যারোল প্রোগ্রামের পক্ষে রায় দিয়েছেন যা কিউবা, হাইতি, নিকারাগুয়া এবং ভেনিজুয়েলা থেকে প্রতি বছর ৩ লাখ ৬০ হাজার আশ্রয়-প্রার্থীকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের অনুমতি দেয়। টিপটনের মতে, টেক্সাস এবং অন্যান্য বিশটি স্টেটে মানবিক প্যারোল প্রোগ্রামের ফলে আর্থিক অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছে বলে কোনো প্রমাণ দেয়নি। ফেডারেল সরকারের সমর্থকরা প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন যে, এই প্রোগ্রামে অভিবাসীদের আনা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি খাতে শ্রমের ঘাটতি মেটাতে সাহায্য করেছে।

টেক্সাস এবং অন্যান্য ২০টি স্টেট যারা মামলা করেছিল, তারা যুক্তি দিয়েছিল যে প্রোগ্রামটি তাদের অভিবাসীদের জন্য স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা এবং জননিরাপত্তার জন্য মিলিয়ন মিলিয়ন ব্যয় করতে বাধ্য করছে। আইনি বিরোধে টেক্সাস অ্যাটর্নি জেনারেলের অফিসে কাজ করা একজন অ্যাটর্নি বলেছেন, এই প্রোগ্রামটি একটি অভিবাসন ব্যবস্থার বিতর্ক তৈরি করেছে।

হোয়াইট হাউসের মুখপাত্র অ্যাঞ্জেলো ফার্নান্দেজ হার্নান্দেজের মতে, "জেলা আদালতের সিদ্ধান্তটি প্রোগ্রামের সাফল্যের উপর ভিত্তি করে করা হয়েছে। এটি কিউবা, হাইতি, নিকারাগুয়া এবং ভেনিজুয়েলার নাগরিকদের জন্য বৈধ পথ প্রসারিত করেছে, যাদের এই দেশে আসার স্পনসর রয়েছে এবং যখন আমাদের দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত অতিক্রমকারী দেশগুলি থেকে নাগরিকদের সংখ্যা নাটকীয়ভাবে হ্রাস পেয়েছে, তখন আমাদের কঠোর যাচাই প্রক্রিয়াটি পাস করেছে।'

২০২২ সালের শরৎকালে প্রোগ্রামের সূচনা থেকে জানুয়ারী মাস পর্যন্ত কিউবা, হাইতি, নিকারাগুয়া এবং ভেনেজুয়েলার ৩ লাখ ৫৭ হাজার এরও বেশি নাগরিককে প্যারোল দেওয়া হয়েছে এবং দেশে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। অন্যান্য দেশ যারা এটি ব্যবহার করেছে তাদের মধ্যে রয়েছে ৮৬ হাজার ভেনিজুয়েলান, ৭৪ হাজার কিউবান এবং ৫৮ হাজার নিকারাগুয়ান।

অভিবাসীদের এই প্যারোলে অবশ্যই একটি অনলাইন আবেদন জমা দিতে হবে। বিমানবন্দরে ভ্রমণ করতে হবে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আর্থিক সহায়তাকারী থাকতে হবে। যদি তারা অনুমোদিত হয়, তারা দুই বছরের জন্য থাকতে পারবে এবং একটি পারমিট পেতে পাবে।

অনেকের মতে, প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন প্যারোল অথরিটির অভুতপূর্ণ ব্যবহার করেছেন। প্যারোল অথরিটি, যা ১৯৫২ সাল থেকে কার্যকর হয়েছিল, এর মাধ্যমে রাষ্ট্রপতিরা অভিবাসীদের জরুরি মানবিক কারণে বা জনসাধারণের সুবিধার জন্য দেশে প্রবেশের অনুমতি দেয়।

কিছু স্টেট বলেছে যে এই উদ্যোগ তাদের উপকার করেছে।

তবে, টিপটন শুক্রবারের রায়ে জানিয়েছেন, এ নিয়ে আদালতে একটি মামলা রয়েছে যেখানে বাদীরা দাবি করেছেন যে তারা এমন প্রোগ্রাম দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। টেক্সাস এবং অন্যান্য স্টেটগুলি একটি আপিল দায়ের করার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

টেক্সাস অ্যাটর্নি জেনারেলের অফিস থেকে মন্তব্যের জন্য অনুরোধ করা বার্তাগুলি অবিলম্বে উত্তর দেওয়া হয়নি।

নিউইয়র্ক সিটিকে সুযোগের শহর হিসাবে গড়তে

শেষ পৃষ্ঠার পর

সমস্ত নিউ ইয়র্কবাসীর জন্য পাঁচটি বরোকে আরও বাসযোগ্য করে তুলতে আমাদের যা করণীয়, তা করা'- সোমবার মার্চ ১১, কমিউনিটি অপ :এড-কথাগুলো বলেন সিটি মেয়র এরিক অ্যাডামস্।

অ্যাডামস্ প্রশাসন তার চলমান প্রচেষ্টার অংশ হিসাবে, "সিটি অফ ইয়েস ফর ইকোনোমিক অপরচ্যুনিটি' তৈরি করেছে, যা ১৮টি জোনিং পরিবর্তনের আনুষঙ্গিক অংশসমূহ। এবং এটি ব্যবসাগুলিকে স্থান খুঁজে পেতে এবং ব্যবসার বৃদ্ধি ঘটাতে, উদ্যোক্তা এবং ফ্রিল্যান্সারদের সহায়তা করতে, ক্রমবর্ধমান শিল্পগুলিকে উৎসাহের সাথে সাথে শহরের রাস্তার দৃশ্যগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করতে সহায়তা করবে।

পুরানো প্রবিধানগুলি নিউইয়র্ক শহরের ছোট ব্যবসাগুলির বিকাশে দীর্ঘ সময় ধরে বাধা তৈরি করছিল। ১৯৬১ সালের প্রণীত এই প্রবিধানগুলির মধ্যে রয়েছে জোনিং আইন যা নির্দিষ্ট এলাকায় নির্দিষ্ট ধরণের ব্যবসা নিষিদ্ধ করে — যেমন ম্যাডিসন অ্যাভিনিউতে হার্ডওয়্যার স্টোর বা মেরামতের দোকান নিষিদ্ধ করা; কিছু বারে সঙ্গীত এবং ডিজে থাকার অনুমতি থাকলেও গ্রাহকরা গানে নাচার জন্য কোনো রুম বুক করতে পারবে না। এই পুরানো নিয়মগুলি উদ্যোক্তা এবং ব্যবসার মালিকদের প্রকৃত চাহিদা মেটাতে বাধা দেয়।

অ্যাডামস্ বলেন, 'সিটি কাউন্সিলের সহায়তায়, আমরা এই অর্থহীন বিধিনিষেধগুলি অপসারণ করতে পারি এবং নিউ ইয়র্কবাসীদের ব্যবসার উন্নতির জন্য আরও সুযোগ তৈরি করতে পারি। আমরা সফলভাবে শহরের "সিটি অফ ইয়েস টু কার্বন নিউট্রালিটি" কাউন্সিলের সাথে অংশীদারিত্ব করেছি, যা নিউ ইয়র্কবাসীদের সৌর প্যানেল, কম্পোস্টিং, বৈদ্যুতিক যান এবং আরও অনেক কিছু দিয়ে তাদের যাত্রা উন্নত করেছি। এখন আমরা অর্থনৈতিক সুযোগের জন্য 'সিটি অফ ইয়েস ফর ইকোনোমিক অপরচ্যুনিটি'র সাথে একই কাজ করতে পারি।'

অ্যাডামস্ যুক্ত করেন, 'একইভাবে, আমরা আউটডোর ডাইনিং স্থায়ী করেছি। অস্থায়ী আউটডোর ডাইনিং প্রোগ্রামটি কোভিড-এর সময় ১ লাখ মানুষকে চাকরি দিয়ে জীবন বাঁচিয়েছিল। তবে এটাও ঠিক যে, এটি পরিত্যক্ত শেড এবং স্যানিটেশন সমস্যাগুলির দিকেও পরিচালিত করেছিল।

তবে, আমাদের স্থায়ী প্রোগ্রাম স্থানীয়দের, পর্যটকদের এবং রেস্তোরাঁর মালিকদের জন্য কাজ করে এবং আমাদের রাস্তাগুলিকে আকর্ষণীয়, নিরাপদ এবং আবর্জনামুক্ত রাখে। আমরা আমাদের নতুন 'ডাইনিং আউট NYC পোর্টাল' এর মাধ্যমে রেস্তোরাঁগুলির জন্য পরিষ্কার এবং নিরাপদ আউটডোর ডাইনিং সেটআপ তৈরি করতে সহায়তা করছি যা পাঁচটি বরো জুড়ে নিউ ইয়র্কবাসীকে আউটডোর ডাইনিং উপভোগ করতে দেবে। পোর্টালটি রেস্তোরাঁর মালিকদের তাদের স্থান ডিজাইন করতে বিনামূল্যের সংস্থান এবং ধারণা দিবে।

CHAUDRI CPA P.C.
FINANCE, ACCOUNTING, TAX, AUDIT & CONSULTING
Sarwar Chaudri, CPA, MBA
ট্যাক্স একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়
অহেতুক ঝামেলা এড়াতে
অভিজ্ঞ সিপিএ'র তত্ত্বাবধানে
ট্যাক্স ফাইলিং করুন
ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
অডিট, ফাইন্যানশিয়াল স্টেটমেন্ট, বুককিপিং
অ-লাভজনক ব্যবসা প্রতিষ্ঠা, লাইসেন্স ও পে-রোল
আইআরএস এবং নিউইয়র্ক স্টেট ট্যাক্স
সমস্যা সমাধানে অভিজ্ঞ
AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
Individual and Business Tax
Audit, Financial Statement
Bookkeeping, Non-Profit
Business Setup, Licensing & Payroll
Specialized in IRS &
NYS Tax problem resolution
tax refund
Finance, Accounting, Tax Filing, Audit & Consulting
(Business & Not for Profit)
JACKSON HEIGHT OFFICE:
74-09 37th Ave, Bruson Building, Suite # 203
Jackson Height, NY 11372, Tel: 718-429-0011
Fax: 718-865-0874, Cell: 347-415-4546
E-mail: chaudricpa@gmail.com
BRONX OFFICE:
1595 Westchester Avenue
Bronx, NY 10472
Cell: 347-415-4546 / 347-771-5041
E-mail: chaudricpa@gmail.com

MONEY TRANSFER
মানি ট্রান্সফার
বিদেশ থেকে বৈধ
পথে টাকা পাঠানোর
সহজ উপায়
2.5% Incentive
Highest Rate
No Fees
bKash
Notary
Public
$$$$
Successful
Transfer
SEND
৳৳৳৳
Payment
Received
RECEIVED
Fast, Secure &
Reliable Remittance
DHAKA BANK
aibl
SBAC
JAMUNA BANK
SIBL
UCB
Contact Us
718-406-9745
We Are Authorized Agents
World Tours & Travel
37-12 75th St,
2nd floor Suite # 206.
Jackson Heights, NY-11372, USA

UP TO 10%
Discount
on Flight Booking
Special Fare Available
NEW YORK - DHAKA - NEW YORK
Emirates
QATAR
KUWAIT AIRWAYS
TURKISH AIRLINES
Book Online
www.globaltravelbd.com
• All domestic & international flights any country
• No extra charge for credit card
• No hidden charges
• 24/7 customer support
US: 718-406-9745
BD: 01810140650
24/7 customer support
Global Travel & Tours
BOOK NOW
World Tours & Travel
USA Office
37-12 75th St,
2nd floor Suite # 206.
Jackson Heights, NY-11372, USA
Dhaka Office
78/E (3rd Floor),
Purana Paltan Line,
Bijoynagar, Dhaka- 1000
24/7 Hotline: 718-406-9745

বাইডেন আসন্ন বাজেটে কর বাড়াবেন ধনী ও করপোরেটদের

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ধনী এবং বড় কোম্পানির ওপর। ৭ মার্চ বৃহস্পতিবার স্টেট অব দ্য ইউনিয়ন ভাষণে তিনি এই প্রতিশ্রুতি দেন। বাইডেন ন্যূনতম করপোরেট ট্যাক্স বৃদ্ধি এবং নির্বাহীদের বেতন ও করপোরেট জেটগুলোর জন্য কর ছাড়ের পরিমাণ হ্রাসের পরিকল্পনা ঘোষণা করেছেন।

আগামী সপ্তাহেই ২০২৫ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেট প্রকাশ করা হবে। বাইডেন এই ঘোষণা প্রস্তাবিত বাজেট সম্পর্কেই ধারণা দিয়েছে। এবারের বাজেটের লক্ষ্য ১০ বছরে ফেডারেল বাজেট ঘাটতি ৩ ট্রিলিয়ন ডলার কমানো। এর মধ্যে থাকছে, নিম্ন–আয়ের আমেরিকানদের জন্য কর কমানো এবং বাড়ির মধ্যবিত্ত ক্রেতাদের সহায়তা করা।

বাইডেন তাঁর ভাষণে একটি নতুন ট্যাক্স ক্রেডিট প্রস্তাব করেছেন। এর মাধ্যমে আমেরিকানদের প্রথম বাড়ি কিনতে বা আরও বড় বাড়ি কেনায় বিনিয়োগে সহায়তা করবে। মর্টগেজে উচ্চ সুদের হার মোকাবিলায় পরবর্তী দুই বছরের জন্য প্রতি মাসে ৪০০ ডলারের সমতুল্য ট্যাক্স ক্রেডিট দেওয়া হবে। বাইডেন ফেডারেল সরকার সমর্থিত মর্টগেজগুলোর পুনঃঅর্থায়নের ওপর নিরাপত্তা বিমা বাদ দেওয়ারও আহ্বান জানিয়েছেন। এই পদক্ষেপ বাড়ির মালিকদের ১ হাজার ডলার বা তার বেশি অর্থ বাঁচিয়ে দিতে পারে।

রাজনীতি পর্যবেক্ষকেরা মনে করছেন, ট্যাক্স পরিকল্পনাগুলো ডেমোক্রেটিক প্রেসিডেন্ট বাইডেনের পুনর্নির্বাচনী প্রচারের মূল অংশ হতে পারে। যেখানে রিপাবলিকান প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প ২০১৭ সালের এমন একটি আইনে স্বাক্ষর করেছিলেন যেখানে, কোম্পানি, ধনী এবং অনেক মধ্যবিত্ত আমেরিকানের ওপর ট্যাক্স কমিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

বাইডেন বলেন, ‘আমি একজন পুঁজিবাদী। আপনি লাখ লাখ বা কোটি কোটি টাকা কামাতে চান? এটা দুর্দান্ত ব্যাপার। শুধু করের ক্ষেত্রে আপনার ন্যায্য অংশটি দিন।’ ট্রাম্প যুগের ট্যাক্স কমানোর নীতি ফেডারেল বাজেট ঘাটতি অস্বাভাবিক বাড়িয়ে দিয়েছে বলেও উল্লেখ করেন তিনি।

ট্রাম্পের সমালোচনায় বাইডেন

স্টেট অব ইউনিয়ন ভাষণ

ডেস্ক রিপোর্ট

প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন

প্রথা অনুযায়ী কংগ্রেসের যৌথ অধিবেশনে স্টেট অব ইউনিয়ন বক্তৃতায় নাম উল্লেখ না করে পূর্বসূরী প্রেসিডেন্টকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করেছেন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। বলেছেন, সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প গণতন্ত্রের জন্য হুমকি। শত্রু দেশ রাশিয়ার প্রতি তিনি অনুগত। যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসন সমস্যা সমাধানে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছেন ট্রাম্প।

৭ মার্চ বৃস্পতিবার স্টেট অব দ্য ইউনিয়নের ভাষণে নিজের পূর্বসূরি ও আগামী নির্বাচনে সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বী ট্রাম্পের সমালোচনায় মুখর ছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। বার্ষিক এ ভাষণে ট্রাম্পের কঠোর সমালোচনার পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ নানা বিষয়, গাজা সংঘাত ও রাশিয়া–ইউক্রেন যুদ্ধ প্রসঙ্গেও কথা বলেন তিনি।

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ৬৮ মিনিট ভাষণ দেন বাইডেন। প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর এটি ছিল তাঁর তৃতীয় স্টেট অব দ্য ইউনিয়ন ভাষণ। সেখানে সরাসরি ট্রাম্পের নাম উল্লেখ না করে বাইডেন অভিযোগ করেন, ট্রাম্প ও তাঁর দল রিপাবলিকান দলের সমর্থকেরা ২০২১ সালের ৬ জানুয়ারি মার্কিন ইতিহাস বদলে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। ২০২০ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে বাইডেনের জয়ের পর সেদিন যুক্তরাষ্ট্রের পার্লামেন্ট ভবন ক্যাপিটলে হামলা–ভাঙচুর চালান ট্রাম্পের সমর্থকেরা। ভাষণে ৮১ বছর বয়সী বাইডেন বলেন, ‘৬ জানুয়ারি যা ঘটেছিল, তা আমার পূর্বসূরি ও এখানে আপনাদের কয়েকজন ধামাচাপা দিতে চেয়েছিলেন। তবে আমি সেটা করব না। আপনি যখন নির্বাচনে জিতবেন, তখনই শুধু দেশকে ভালোবাসবেন, তা হতে পারে না।’

যুক্তরাষ্ট্র ও দেশটির বাইরে গণতন্ত্র হুমকির মধ্যে রয়েছে বলে ভাষণের শুরুতেই উল্লেখ করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। তিনি অভিযোগ করেন, পশ্চিমা সামরিক জোট ন্যাটোর সদস্যরা নিজেদের প্রতিরক্ষায় আরও ব্যয় না করলে দেশগুলোর ওপর হামলা চালাতে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনকে আহ্বান জানিয়েছেন ট্রাম্প। বাইডেনের ভাষায়, ‘আমি মনে করি, এটা আপত্তিকর, বিপজ্জনক ও অগ্রহণযোগ্য।’

বাইডেনের এসব সমালোচনার জবাবে অবশ্য চুপ থাকেননি ট্রাম্প। নিজের মালিকানাধীন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে তিনি লিখেছেন, ‘তিনি (বাইডেন) বলেছেন, আমি নাকি রুশ প্রেসিডেন্টের কাছে নতি স্বীকার করেছি। তিনি তো তাঁকে (পুতিন) ইউক্রেনসহ সবকিছুই দিয়ে দিয়েছেন।’

ট্রাম্প আরও লিখেছেন, ‘তিনি (বাইডেন) যেভাবে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন এবং চিৎকার–চেঁচামেচি করেছেন, তা দেশকে একই ছাতার নিচে আনতে সাহায্য করবে না।’

আগামী নভেম্বরে যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। তাতে বাইডেন যে ডেমোক্রেটিক পার্টি থেকে এবারও প্রার্থী হচ্ছেন, তা নিশ্চিতই বলা চলে।

রিপাবলিকান পার্টি থেকে প্রাথমিক বাছাইয়ে ট্রাম্প জয়ী হওয়ার পথে। ফলে এ দুজনই হয়তো নির্বাচনের মাঠে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে যাচ্ছেন। জনমত জরিপে দেখা গেছে, চার বছর আগের মতো আবার ট্রাম্প–বাইডেনের লড়াই দেখতে পারেন মার্কিন জনগণ।

ফিলিস্তিনের গাজায় নির্বিচার হামলার শুরুর প্রথম থেকেই ঘনিষ্ঠ মিত্র যুক্তরাষ্ট্রকে পাশে পেয়েছে ইসরায়েল। এ নিয়ে ঘরে–বাইরে কম সমালোচনার মুখে পড়তে হয়নি জো বাইডেনকে। এরই মধ্যে গাজায় ত্রাণ সরবরাহ জোরদার করতে উপত্যকাটির উপকূলে একটি অস্থায়ী বন্দর নির্মাণের ঘোষণা দিয়েছেন তিনি। স্টেট অব দ্য ইউনিয়ন ভাষণে এ ঘোষণা দিয়ে তিনি বলেন, এই বন্দরের মাধ্যমে গাজায় খাবার, পানি, ওষুধ ও অস্থায়ী আশ্রয়ের সরঞ্জাম পাঠানো হবে।

গাজায় ছয় সপ্তাহের যুদ্ধবিরতির জন্য যুক্তরাষ্ট্র প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে উল্লেখ করে বাইডেন বলেন, ‘ইসরায়েলি নেতৃত্বের উদ্দেশে আমি বলব, মানবিক সহায়তার বিষয়টিকে গৌণ হিসেবে বিবেচনা করা যাবে না। এটি নিয়ে দর–কষাকষিও করা যাবে না। নির্দোষ মানুষকে রক্ষা ও তাঁদের জীবন বাঁচানোকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।’

আটলান্টিক সিটিতে বিএএসজের ফুড ব্যাংক

সুব্রত চৌধুরী

নিউ জার্সি রাজ্যের আটলান্টিক সিটিতে বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব সাউথ জার্সির উদ্যোগে 'ফুড ব্যাংক' এর আয়োজন করা হয়। গত সাত মার্চ , বৃহস্পতিবার ২৭০৯, ফেয়ারমাউণ্ট এভিনিউতে অবস্থিত 'বাংলাদেশ কমিউনিটি সেন্টার' এ সকাল সাড়ে দশটা থেকে দুপুর একটা পর্যন্ত 'ফুড ব্যাংক' এর কার্যক্রম চলে।

ফুড ব্যাংক' কার্যক্রম এর আওতায় তাজা শাক সবজি, ফলমূল, টিনজাত খাবার সহ বিভিন্ন ধরনের খাদ্য সামগ্রী বিতরন করা হয়। আটলান্টিক সিটির বিভিন্ন কমিউনিটির লোকজন এই 'ফুড ব্যাংক' কার্যক্রমে অংশ নেয়। ফুড ব্যাংক কার্যক্রমে সহায়তা করে "কমিউনিটি ফুড ব্যাংক অব নিউজার্সি"।

কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব মো. আইয়ুব, বেলাল হোসেন ,আমিন খান, আফিয়া নাসরিন, আবদুল জব্বার প্রমুখের সার্বিক সহযোগিতায় ফুড ব্যাংকের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়।

বাজারে দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতির সময়কালে এই ফুড ব্যাংকের কার্যক্রম কমিউনিটিতে বেশ সাড়া ফেলেছে।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব সাউথ জার্সির মহতী কার্যক্রম এর অংশ হিসাবে মাসে চার বার 'ফুড ব্যাংক' এর আয়োজন করা হয়।

বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব সাউথ জার্সির সভাপতি মো: জহিরুল ইসলাম বাবুল, সাধারণ সম্পাদক মো: জাকিরুল ইসলাম খোকা ও ট্রাস্টি বোর্ড এর চেয়ারম্যান আব্দুর রফিক ফুড ব্যাংক এর কার্যক্রম সফল করায় সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

‘বাংলাদেশ ডে’ প্যারেড ১৯ মে

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

ওয়ার্ল্ড হিউম্যান রাইটস ডেভেলপমেন্ট ইউএসএর উদ্যোগে আগামী ১৯ মে রোববার 'বাংলাদেশ ডে' প্যারেড অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে জ্যাকসন হাইটসের ৩৭ এভিনিউ এর ৬৯ থেকে ৮৭ স্ট্রিট পর্যন্ত। বিশাল এই প্যারেড অনুষ্ঠানটি বেলা ১১ টা থেকে বিকাল ৩ টা পর্যন্ত হবে বলে আয়োজকেরা জানিয়েছেন। বিজ্ঞপ্তি।

যুক্তরাষ্ট্রে ‘টিকটক’

শেষ পৃষ্ঠার পর

হাউসে পাশ হয়ে আসলে তিনি তাতে স্বাক্ষর করবেন।

আমেরিকায় TikTok এর ১৭ কোটিরও বেশি ব্যবহারকারী রয়েছে। এটি চীনা প্রযুক্তি সংস্থা বাইটড্যান্স লিমিটেডের সম্পূর্ণ মালিকানাধীন একটি কোম্পানী।

আমেরিকান আইন প্রণেতারা দাবি করেন যে বাইটড্যান্স কোম্পানীর ওপর চীন সরকারের নজরদারি রয়েছে। যেটি যে কোনো সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সকল টিকটকের গ্রাহকদের ডেটা অ্যাক্সেসের দাবি করতে পারে। উদ্বেগের বিষয় হচ্ছে, চীনের জাতীয় নিরাপত্তা আইন দেশের যেকোন সংস্থাকে গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহে সহায়তা করতে বাধ্য করতে পারে!

TikTok কোম্পানী অবশ্য এর ১৭ কোটি মার্কিন ব্যবহারকারীদের কাছে এই নিষেধাজ্ঞা যাতে পাশ না হয়, এর জন্য ক্যাম্পেন করেছে। মাধ্যমটি ব্যবহার করে কোম্পানী তার আমেরিকান গ্রাহকদেরকে এর বিরুদ্ধে সংগঠিত করার প্রচেষ্টা সত্ত্বেও আইনটি কংগ্রেসে পাশ হলো। বাইডেন প্রশাসনের পক্ষ থেকে অবশ্য আইন প্রণেতাদের বোঝানোর প্রচেষ্টা ছিল যে, এই প্ল্যাটফর্মটির চীনা মালিকানা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্য গুরুতর জাতীয় নিরাপত্তা ঝুঁকি তৈরি করেছে।

মার্কিন শুনানিতে

শেষ পৃষ্ঠার পর

কেউ অসুস্থ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে বাজার দখল করছে কি না, তা খুঁজে বের করাই প্রধান উদ্দেশ্য এ কমিশনের। অন্য চার দেশ হলো ভারত, কম্বোডিয়া, ইন্দোনেশিয়া ও পাকিস্তান।

ইউএসআইটিসির শুনানিতে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও বিজিএমইএ লিখিতভাবে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করার পর বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেয়। বাংলাদেশের পক্ষে বেশির ভাগ প্রশ্নেরই উত্তর দিয়েছেন তৈরি পোশাকশিল্পের মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএর সভাপতি ফারুক হাসান। এ ছাড়া শুনানিতে ২৪ মার্চ পর্যন্ত লিখিত বক্তব্য উপস্থাপনের সুযোগ থাকবে। আগামী ৩০ আগস্ট কমিশন তাদের তদন্ত প্রতিবেদন ইউএসটিআরের কাছে উপস্থাপন করবে।

বাংলাদেশের বিষয়ে শুনানির শুরুতে বাণিজ্য সচিব তপন কান্তি ঘোষ বলেন, বাংলাদেশে গত ১০ বছরে তিন দফায় শ্রমিকদের মজুরি অন্তত ৩১৬ শতাংশ বেড়েছে। তবে পোশাকশিল্পের ক্ষেত্রে প্রতি ইউনিটে উৎপাদনের খরচ অনেক বেড়েছে। বাংলাদেশ যে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে প্রতিযোগিতায় টিকে আছে সেখানে পণ্যের মূল্যই একমাত্র পূর্বশর্ত নয়। বাংলাদেশের পোশাকশিল্পের সামনে যেসব চ্যালেঞ্জ রয়েছে, সরকার তা নানাভাবে উত্তরণের চেষ্টা করছে।

বাণিজ্যসচিবের পর বিজিএমইএ সভাপতি লিখিত বক্তৃতা করেন। এরপর তাদের দুজনের বক্তৃতা ধরে চুলচেরা বিশ্লেষণ করেন কমিশনের তিন কমিশনার রোন্ডা শিমিড্টলেইন, জেসন কেয়ার্নস ও এমি কারপেল। তারা শ্রমিকদের মজুরি, ট্রেড ইউনিয়নের অধিকার, কাজের পরিবেশ, স্বাস্থ্যসেবা, জীবন বিমাব্যবস্থাসহ বেশ কিছু জানতে চান। এ সময় বিজিএমইএ সভাপতি অধিকাংশ প্রশ্নের উত্তর দেন।

ইউএসআইটিসির এক কমিশনার বাংলাদেশের কর্মীদের গড় কাজের দক্ষতা ও উৎপাদন ক্ষমতা কম্বোডিয়ার চেয়ে বেশি কি না, জানতে চান। এমনকি বাংলাদেশের কর্মীরা কম্বোডিয়ার চেয়ে কম মজুরি পাওয়ার পরও বেশি পণ্য উৎপাদনে সক্ষম কি না, প্রশ্নে করেন। এ সময় ফারুক হাসান বলেন, ‘কম্বোডিয়ার তুলনায় বাংলাদেশের কর্মীদের কর্মদক্ষতা বেশি কি না, সেটা বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।’ বাংলাদেশের পোশাকশিল্পের মালিকেরা গত ২০ বছরে আধুনিক প্রযুক্তির মেশিনে বিপুল বিনিয়োগ করেছে। বিশ্বের সবচেয়ে আধুনিক মেশিনের মাধ্যমে বাংলাদেশের পোশাক উৎপাদিত হয়। বাংলাদেশের কর্মীদের কায়িক শ্রমের পরিমাণ একেবারেই ন্যূনতম। তবে বাংলাদেশের কর্মীদের উৎপাদনের ক্ষেত্রে দক্ষতা চীন, ভিয়েতনাম ও ইন্দোনেশিয়ার তুলনায় কম।

নারী দিবস: শিক্ষা ও দৃঢ় মনোবল নারী মুক্তির প্রথম ধাপ

শেষ পৃষ্ঠার পর

উত্তর আমেরিকার জনপ্রিয় সম্প্রচার "টক অফ দ্য উইক" অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উত্তর আমেরিকা এবং বাংলাদেশ থেকে আমন্ত্রিত নারী অতিথিবৃন্দ। ৮ ই মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস নিয়ে আলোচনা হয় জুম আয়োজনে। বিশ্বব্যাপী নারীদের প্রতি শ্রদ্ধা, ভালবাসা, তাঁদের কাজের প্রশংসা করা এবং তাঁদের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক সাফল্য অর্জনের উৎসব হিসেবেই আন্তর্জাতিক নারী দিবসটি পালন করা হয়। ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দে মজুরিবৈষম্য, কর্মঘণ্টা নির্দিষ্ট করা, কাজের অমানবিক পরিবেশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাস্তায় নেমেছিলেন সুতা কারখানার নারী শ্রমিকেরা। তারপরের ইতিহাস সবার জানা। অনেক নিপীড়ন আন্দোলনের পর ১৯০৯ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি নিউইয়র্কের সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট নারী সংগঠনের পক্ষ থেকে আয়োজিত নারী সমাবেশে, জার্মান সমাজতান্ত্রিক নেত্রী ক্লারা জেটকিনের নেতৃত্বে সর্বপ্রথম আন্তর্জাতিক নারী সম্মেলন হলো। ক্লারার প্রস্তাবেই প্রতি বৎসর ৮ মার্চকে আন্তর্জাতিক নারী দিবস হিসেবে পালন করা শুরু হয়। ১৯১৪ সাল থেকে এ দিবসটি বিভিন্ন দেশজুড়ে পালিত হলেও জাতিসংঘ ১৯৭৫ সালে দিনটিকে নারী দিবস হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে। নারী দিবস পালনের মূল লক্ষ্য হলো নারী ও পুরুষের সমঅধিকার আদায়। নারী দিবসের মাধ্যমে জেন্ডার সমতা, নারীর প্রতি সহিংসতা বন্ধ করা, নারী-পুরুষের একতা, শিক্ষা, সংস্কৃতি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে নারীর সমান অংশগ্রহণ ইত্যাদির উপর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।

"বিশ্বে যা-কিছু মহান সৃষ্টি, চির-কল্যাণকর/ অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।"

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের রচিত এই পঙক্তি আবৃত্তির মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। প্রতি বছরই নারী দিবসের জন্য একটা স্লোগান থাকে। এবছর আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২৪-এর থিম হলো- "Invest in Women: Accelerate Progress", যা লিঙ্গ সমতা, নারীর ক্ষমতায়ন, এবং সামগ্রিক সামাজিক অগ্রগতি অর্জনে নারীরা যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, তার ওপর জোর দেয়। মূলত, নারীর ক্ষমতায়ন প্রকাশিত হয় নারীর রাজনীতিতে অংশগ্রহণ, কর্মক্ষেত্রে অংশগ্রহণের হার, অবনমিত মাতৃমৃত্যু ও বাল্যবিবাহের হার দ্বারা। নারীর ক্ষমতায়ন তখনই সম্ভব, যখন কোনো বাধা বা সীমাবদ্ধতা ছাড়াই নারী শিক্ষা, কর্মজীবন এবং নিজেদের জীবনযাত্রায় পরিবর্তন আনতে পারবে।

ঘরে-বাইরে, রাস্তায়, মাঠে, ঘাটে, পরিবহনে,বাজারে, দোকানে, অফিসে, ব্যাংকে সর্বত্রই নারী নির্যাতনের শিকার। নারীর ক্ষমতায়ন সম্পর্কে রওশন হক বলেন, "আমরা প্রতিবছর নারী দিবস নিয়ে, নারীর প্রাধান্য নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় কথা বলি। বরাবরই আমরা পুরুষদের কাছে এই অধিকার নিয়ে কথা বলে যাচ্ছি, আমাদের নিজস্বতা এখনও তৈরি হয়ে ওঠেনি। এবারের নারী দিবসের স্লোগান হচ্ছে, "নারীদের প্রতি বিনিয়োগ বাড়ানোর মাধ্যমে সর্বত্র উন্নয়ন এগিয়ে নেয়া সম্ভব।" স্বইচ্ছায় এবং পরিবেশের কারণে সময়ের দাবীতে আমরা নারীরা সর্বত্রই অনেক এগিয়ে গেছি। এই এগিয়ে যাবার ব্যাপারে আমি পুরুষদেরকে বাহবা দিচ্ছি না, নারীরা নিজ তাগিদেই এগিয়েছে। বিশ্বের রাজধানী নিউইয়র্কে বসবাসরত নারীরা আমরা বর্তমানের বাংলাদেশের নারীদের থেকে অনেকটাই ভিন্নভাবে এগিয়ে আছি। যে কোন প্রতিবন্ধকতা থেকে মুক্তি পেতে আমাদের এগুতে হবে একমাত্র শিক্ষা, একাগ্রতা, চেষ্টা এবং লক্ষ্য নিয়ে। ঐক্যবদ্ধ না হলে আমরা নারীরা বিছানা থেকে রাষ্ট্র পর্যন্ত পুরুষদের কাছে নতজানু হয়ে থাকতে হবে। আমাদেরকে চাকরি জীবনে মনোযোগী হতে হবে এবং আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হতে হবে।"

বর্তমান প্রেক্ষাপটে নারীদের অধিকার কতটা সুরক্ষিত হয়েছে বা নারীর অবস্থান ও সম্মান কতটা সংহত হয়েছে, এই সম্পর্কে বদরুন নাহার বলেন, "বিশেষ দিবসের ব্যাপারে আমার ব্যক্তিগত আগ্রহ কম। তবে সমষ্টিগত ভাবে আমি মনে করি কর্তৃত্ববাদী যে অবস্থান পৃথিবীতে আছে তার বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়াটা গুরুত্বপূর্ণ। নারীরা একসময় প্রান্তিক অবস্থানে ছিল, সেই অবস্থান থেকে কথা বলতে পারার উত্তরণগুলো ক্রমশ ঘটেছে। নারীদের চাহিদা সম্পর্কে আগে নারীদেরকে বুঝতে হবে। একজন পুরুষ এবং একজন নারী, উভয়েই মানুষ। তাদের সাবলীলভাবে বাঁচার অধিকার আছে, সেই অধিকার বুঝে নিতে হবে। পত্রিকায় কাজ করার সময় একবার নারী দিবসে ঠিক করা হল যে, ঐদিন পত্রিকার সম্পাদকীয় সমস্ত কাজ নারীরা করবে। আমি মনে করি এটা এক ধরনের উত্তরণ। এখন সমাজ চাচ্ছে নারীরা অর্থনৈতিক ভাবে মুক্তি পাক, ভূমিকা রাখুক। নারীর কথা বলার স্বাধীনতা ও মমতামত দেবার ক্ষমতা থাকা

উচিত। পরিবারের কাছে নারীর ভূমিকাকে শ্রদ্ধাশীল করতে হবে।"

আমাদের দেশে কর্মক্ষেত্রে নারীর অবদানকে ছোট করে দেখা হয়। শ্রম বাজারে নারী শ্রমিকের সংখ্যা ২ কোটির উপরে, যার ৭৭ শতাংশই গ্রামীণ নারী শ্রমিক। নারীদের জন্য 'অর্থনৈতিক ন্যায্যতা' নামক এক গবেষণায় দেখা যায়, মজুরি বৈষম্যের জন্য একজন নারী শ্রমিক বছরে প্রায় ৩৬ হাজার টাকা কম আয় করেন। নারীর ক্ষমতায়নের পথে এই বিরাট বাধা সম্পর্কে সোনিয়া কাদের বলেন, "নিউইয়র্কে বসে আমরা কথা বলছি নারী অধিকার নিয়ে যেখান থেকে নারী আন্দোলন শুরু হয়েছিল যার সুফল আজ উন্নত দেশের নারীরা উপভোগ করছে। সস্তাশ্রমে এবং বঞ্চনার মাধ্যমে নারী শ্রমিকের থেকে কাজ আদায় বাংলাদেশের একটা আবহমান কালের বিষয়। একটি দেশের ৮০ শতাংশ গার্মেন্টিস নারীর কারণে অর্থনীতি চাঙ্গা হয়, মালিক পক্ষ ধনবান হয় সে দেশের নারীরা শুধু বেঁচে থাকার জন্যে কম মজুরিতে কাজ করতে বাধ্য হয়। দেশের পোষাক শিল্পের পুরোটাই নারী নির্ভর, পুরুষের সমান কাজ করেও তারা অর্ধেক মজুরি পায়। শ্রম বিধিমালায় শ্রমিকদের শ্রেণী বিভাগ থাকলেও আলাদা করে সুবিধা নারীরা পায়নি। নারীরা ঘরে-বাইরে সব জায়গাতেই ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত। বাংলাদেশের ঘরে ঘরে গৃহকর্মীরাও বঞ্চিত হচ্ছে। এই বৈষম্য দূর হোক অতি দ্রুত, আইনের সঠিক প্রয়োগ করা হোক।"

ঘটা করে নারী দিবস পালন করলেও নারী আসলে কতটা স্বাধীন হতে পেরেছে বা অধিকার আদায়ে করতে পেরেছে এই সম্পর্কে ভায়লা সালিনা বলেন, "ছোটবেলা থেকেই আমার বাবা আমাদেরকে উপদেশ দিয়েছিলেন, মেয়েদেরকে লেখাপড়া করতে হবে এবং গাড়ি চালাতে জানতে হবে। আমার বাবা অন্যের গাড়ি ব্যবহারে অনুরোধ করাটা পছন্দ করতেন না। একটা স্বাধীন দেশে স্বাধীন নারীরা এভাবেই সক্রিয় ভাবে পুরুষদের পাশাপাশি অংশগ্রহণ করবেন। কিন্তু তা হয়নি, স্বাধীনতার এতগুলো বছর পরেও নারীরা ধর্ষণ হলে সেই খবর সবসময় প্রকাশ পায় না। এইরকম ভালো-খারাপ দুটোই বিবেচনা করলে দেখা যায় যে, আমরা একাধারে যেমন স্বাধীন হয়েছি তেমনি আবার একাধারে পরাধীন আছি। প্রতিদিনই আমরা নারী, তাই প্রতিদিনই আমাদের নারী দিবস।"

নারী দিবসে শেলী জামান খান তার নিজের ভাবনাটুকু নিয়ে সৃষ্টি করেছেন দুর্দান্ত এক কবিতা। কবিতা পাঠের পর তিনি বলেন, "আমার কবিতায় পুরুষদেরকে অভিযুক্ত করতে চাই না আমি, তাদের অনেকেই আমার বাবা, ভাই, স্বামী, পুত্র এবং বন্ধু। তাদের সবাইকে আমি ভালোবাসি, তবুও বলছি যে আজ পুরুষতন্ত্র না থাকলে নারী দিবসের জন্ম হত না। নারীদের লড়াইটা শুধু অধিকার, সম্মান এবং সমতার জন্যে। পুরুষদের মতো আমরাও স্বাধীনতা চাই, নারীরাও মানুষ। পুরুষরা তাদেরকে শুধু সেবাদাসী-যৌনদাসী ভাবলে চলবে না। আজকে নারীরা প্রতিবাদে জেগে উঠেছে, স্বাধীনতার ডাক দিয়েছে। নারীরা আজ পুরুষদের নিচে নয়, বরং রয়েছে সাথে-পাশে।"

'নারীর অধিকার নারীকেই আদায় করতে হবে' এমন ভাবনা অনেকেরই। জন্ম থেকেই নারী যে অধিকার নিয়ে জন্মেছে, তা কেন ছিনিয়ে আনতে হবে? এই প্রসঙ্গে সেলিনা উদ্দীন বলেন, "মানব জীবনের শুরু থেকে আজ পর্যন্ত নারীরা অবহেলিত। এর মধ্যেও অনেক নারী সংগ্রাম করে নিজের প্রতিভাকে সামনে এনেছেন, আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করেছেন। আদিকাল থেকেই এই সমাজ পুরুষশাসিত। একটি পরিবারে মেয়ে জন্ম নেবার পর কিছুটা শিক্ষা গ্রহণের পর তাদেরকে বিয়ে দিয়ে দেয়া হয়। অপরিচিত জায়গায় তাকে আপন করে নিতে হয়। নারীর অধিকার আদায়ে নারীকে শিক্ষিত ও সাবলম্বী হতে হবে। পরিবারের সমর্থন দরকার। আমেরিকার মতো দেশেও সমান শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও নারীদের বেতন পুরুষের তুলনায় কম থাকে। এই বাধাগুলো সমাধানের জন্যে আমাদেরকেই সংগ্রাম করতে হবে।"

ঘরে বাইরে নারীদের অবস্থান সম্পর্কে দিনা ফেরদৌসের মন্তব্য ছিল ভিন্ন মাত্রার। তিনি বলেন, "নারীদের অবস্থান সম্পর্কে বলতে গেলে প্রথমেই বলতে হয় তাদের নামের বিভ্রাট সম্পর্কে। মেয়েরা তাদের নামের অর্ধেক মালিকানা পায়, নামের শেষে তাদের বাবা কিংবা স্বামীর অংশ জুড়ে দেয়া থাকে। আমরা এখন পর্যন্ত এই বিভ্রাট থেকে বের হতে পারিনি। বাংলাদেশে উচ্চিশিক্ষার ব্যাপারে নারী-পুরুষ সমানভাবে দেখা গেলেও পরবর্তীতে কাজের ক্ষেত্রে নারীদেরকে তেমনভাবে দেখা যায় না। বিয়ের পর মেয়েরা সাংসারিকভাবে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। নারীরা নিজে থেকেই মেনে নেয় এই ব্যস্ততা। সমাজের সব জায়গাতেই নারীদের জন্যে বাধা আসবে, কিন্তু সেই বাধার সাথে লড়াই করে যেতে হবে। না হলে নারী মুক্তি সম্ভব না। নারীদেরকে আটকে রাখার জন্যে তাদের দোষের সীমা নাই, ভুলের সীমা নাই। নারীদের অধিকার কেউ দেবে না, তাদেরকেই ছিনিয়ে আনতে হবে।"

নারী দিবস নিয়ে ভাবনা ও অনুভূতি জানতে চাইলে শামসুন ফৌজিয়া বলেন, "আমার চোখে আমার মা সেরা নারী। আমি মনে করি একজন নারীকে প্রথমে শিক্ষিত হতে হবে, নিজের দায়িত্ব সম্পর্কে জানতে হবে। একটা সংসার নারী ও পুরুষ দুজনেরই, সেই সংসার টিকিয়ে রাখা দুজনের দায়িত্ব। নারীর শারীরিক এবং মানসিক সুস্থতা বজায় থাকা দরকার। সমাজে একজন অবহেলিত নারীর পাশে আরেকজন নারীকে দাঁড়াতে হবে।"

আজকের বহু নারী চাকরি করছেন আবার ঘরও সামলাচ্ছেন। তারপরও এইসব নারীদের অনেকেই পরিবারে সঠিক মূল্যায়ন পান না। অথচ পুরুষের তুলনায় তাদের কাজ দ্বিগুণ। এমন দ্বৈত প্রসঙ্গ নিয়ে বাংলাদেশ থেকে ফারজানা ইয়াসমিন বলেন, "নারীদের প্রতিবন্ধকতা তাদের জন্মলগ্ন থেকে। পরিবার থেকেই একটা মেয়ে শিশুর সংগ্রাম শুরু হয়, অনেক মেয়ে এভাবেই শক্ত মনোবল নিয়ে বেড়ে ওঠে। বর্তমানে নারীরা সমান ভাবেই পুরুষের সাথে কর্ম জীবনে থাকছে। একটা মেয়ে যখন চাকরি করে তখন ঘর এবং বাহির দুটো সামলিয়েই চাকরি করে। এমন কোনো মেয়ে নেই যে সংসার বাদ দিয়ে শুধু চাকরি করেন। আবার একজন গৃহিণী ভালো রেজাল্ট করেও ঘরে বসে সংসার দেখছেন, তাদেরকে প্রায়শই শুনতে হয় তারা আসলে কিছুই করে না। এটা বাংলাদেশের খুব সাধারণ একটা কথা। যে মেয়েটা চাকরি করে 'চাকরি করছে বলেই সংসারে অশান্তি হচ্ছে, সন্তান ঠিকমতো মানুষ হচ্ছে না' তাকেও এমন কথা শুনতে হয়। এইসব কারণে মেয়েরা অনেকসময় চাকরি ছেড়ে দিচ্ছে। কিন্তু একজন পুরুষ চাকরি ছেড়ে দিয়ে সংসার দেখছে না। শিক্ষাজীবনের পরে মেয়েদের আসলে সফলতা বলে তেমন কিছু নেই। আমাদের ধর্মে যেভাবে নারীদের অধিকার দেয়া হয়েছে সে অধিকারটুকু আমাদেরকে দেয়া হোক, শুধু নারী নয় একজন মানুষ হিসাবে আমার অধিকার প্রতিষ্ঠা হোক- এই দাবী জানাই।"

কর্মজীবি এবং সংসারী- উভয় ক্ষেত্রে চলমান একজন নারী শিমু আফরোজা। নারী দিবসে অভিবক্তি জানিয়ে বলেন, "আমি একজন কর্মজীবী নারী এবং মা। আমরা আমদেরকে ভালোবাসবো, সম্মান করবো, আমাদের কাজগুলোকে ছোট করে দেখবো না। সংসার আমাদের প্রথম স্কুল ঘর, সেটাকে সঠিকভাবে পরিচালনা করবো। আমাদের কথা-ব্যবহার সবকিছুই আমাদের বাচ্চারা অনুকরণ করে, সুতরাং আমাদেরকে সাবধান থাকতে হবে।"

সন্তান, পরিবার, ঘর সামলানো- নারীদের বিশাল এক চাকরি বলা যায়। যে নারী গৃহিণী এবং সংসার সামলে দিন পার করেন, তাকে পরিবার ও সমাজে অনেক ক্ষেত্রেই অবহেলিত হতে হয় শুধুমাত্র উপার্জন না করার কারণে। এই বৈষম্য নিয়ে কানাডা প্রবাসী ফারজানা নাজ শম্পা জানান, "আমরা নারীরা যে কাজগুলো করছি, সেই অবদানগুলো নিয়ে নারী এবং পুরুষ সহযোগীরা যদি সম্মান সহকারে অভিনন্দন জানান তাহলে মুল্যায়নের জায়গাটা অসাধারণ হয়ে যায়। অর্থ দিয়ে কাউকে সম্মান জানানো যায়না, আমি মনে করি নারীর জন্যে মানবতন্ত্র দরকার। পুরুষ সঙ্গীটি যদি নারীকে একজন মানুষ বলে মনে করেন পরিবর্তনটা তখনই আসবে।"

নারীর অগ্রগতিতে নারীই প্রথম বাধা-এমন কথা অযৌক্তিক নয়। পরিবার থেকে শুরু করে সর্বত্র, নারী কিন্তু নারীকে ছাড় দিচ্ছেন না। পরিবারে নারীকে দমিয়ে রাখা, বাইরে নারীর অগ্রগতিতে ঈর্শ্বান্বিত হয়ে উঠা-এসবে পুরুষের চেয়ে নারীরাই এগিয়ে। কুলসুম আক্তার সুমী এই ব্যাপারে বলেন, "কথাটা আংশিক ভাবে সত্য। কন্যা শিশুর বেড়ে ওঠার মুহূর্ত থেকেই বাধা বিপত্তির শুরু হয়। শাসনের আদলে না-বোধক কথাগুলো সংসারের মা-বোন নামক মহিলারাই বলে থাকেন। নারী হিসাবে গড়ে ওঠার আদেশ নির্দেশ কিন্তু সংসারের পুরুষরা বলেন না। এই নারী পরবর্তী সময়ে বিবাহিত জীবনে প্রবেশ করে শাশুড়ি-ননদের কাছে তার নারীসুলভ পরীক্ষা দেবার জন্যে ভয়ে থাকে। এই পরীক্ষা কিন্তু মেয়েরা শ্বশুর কিংবা দেবরের কাছে দিচ্ছে না। কর্মক্ষেত্রেও একজন নারী তার পুরুষ সহকর্মীর তুলনায় নারী সহকর্মীর থেকে বাধা পাচ্ছে। এভাবে নারীরা নারীদের সাথে বিবাদের মাধ্যমে নিজেদের অধিকার থেকেই বঞ্চিত হয়। প্রাচীনকালে আগুন আবিস্কারের সময়ে সংসারে পুরুষের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন থেকেই নির্ধারণ হয় যে নারীরা ঘর সামলাবে এবং পুরুষেরা বাইরে থেকে বাইরের কাজ সামলাবে। নারীরা যে নারীর শত্রু এই কথাটা নারীর মনে প্রোথিত করে দিয়েছে এই পুরুষতন্ত্র। পুরুষতন্ত্রই ঠিক করে দিয়েছে নারী পুরুষের কাজের ধরন। আমি বলবো, নারীর অগ্রগতির জন্যে শুধু পুরুষরাই বাধা নয়, নারী নিজেই নিজের একটা বাধা।"

নারী দিবসে নারীর অর্জন বা ব্যর্থতা নিয়ে রওশন জাহানের কাছে জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন, "নারীরা শক্তিদায়ক। মা, মেয়ে এবং বধূ এই তিনটি চরিত্রের মাধ্যমে নারীরা জীবনে আবির্ভূত হন। মা হবার মতো সবচেয়ে কঠিন কাজ নারীরা করেন, তারপরেও কেন নারী দিবসের জন্যে তাদেরকে সংগ্রাম করতে হবে? আমি মনে করি, অর্জনের চাইতে নারীর ব্যর্থতাই বেশি। যেকোন কাজের ক্ষেত্রে পুরুষদের থেকে নারীদেরকে অনুমতি নিতে হয়, এটাই চরম ব্যর্থতা নারীর। নিজের শক্তিটাকে আমরা কাজে লাগাচ্ছি না।"

নারী দিবস নিয়ে ফরিদা ইয়াসমীন বলেন, "আমি যাদের সাথে কাজ করি তারা কেউ জানে না যে, আজ নারী দিবস। ওরা এদেশের স্বাধীন নারী, যা চাচ্ছে তাই-ই পাচ্ছে। ওরা নারী দিবস নিয়ে মাথা ঘামায় না। অধিকার তারা কতটুকু আদায় করছে সে ব্যাপারে নিশ্চিত না। কিন্তু বাংলাদেশের শ্রমজীবী নারীরা অক্লান্ত পরিশ্রম করেন পেটের তাগিদে। কবিরা নারীদেরকে নিয়ে তাদের স্বপ্নের মানসী বানান, কিন্তু বাস্তব অর্থে প্রাচীন কাল থেকে আজ পর্যন্ত নারীরা যুদ্ধই করে যাচ্ছেন।"

নারীরা কেন নারীর অগ্রগতির পথে অন্তরায়, এই প্রসঙ্গে সোহানা নাজনীন বলেন, "আমি একমত এই ব্যাপারে যে অনেক ক্ষেত্রেই মেয়েরা মেয়েদের শত্রু। ব্যাক্তিগতভাবে ছোটবেলা থেকেই ছেলেদের সাথে মিশেছি, সম্পর্কের ব্যাপারে ছেলেরা ভীষণ উদার এবং বন্ধুসুলভ। একজন মেয়ে যখন বিয়ের পর স্বামীর সংসারে আসেন তখন তার প্রথম অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় শাশুড়ি এবং ননদ। অথচ ঐ শাশুড়ি একজন নারী এবং অতীতে তার মতোই একজন বৌ ছিলেন। প্রাচীন গ্রিসে শিক্ষা শুরুর সময়ে নারীদেরকে বঞ্চিত করা হয়েছিল। রোমেও নারীদেরকে পিছিয়ে রাখা হয়েছিল। আমেরিকা সৃষ্টির পর থেকে আজ পর্যন্ত কোনো নারী প্রেসিডেন্ট দেখা যায়নি। ওরা নারীদেরকে ৩৬৫ দিন অবজ্ঞা করে একদিন শ্রদ্ধা দেখায় বা মূলায়ণ করে, পশ্চিমাদের মতো আমাদের কোনো নারী দিবসের প্রয়োজন নেই। বেগম রোকেয়া, প্রীতিলতারাও এক দিনের জন্য নারী দিবস চাননি। তারা নারীর মর্যাদায় সচেতনতা সৃষ্টি করেছেন। নারীকে যথাযথ সম্মান ও মর্যাদা দেবার অভ্যাস পরিবার থেকে শুরু করতে হবে।"

নারীর অধিকার নিয়ে এইচ বি রিতা বলেন, "যে অধিকার নারীর জন্য জন্ম থেকেই বরাদ্দ সে অধিকার কেন ছিনিয়ে আনতে হবে? এ সমাজে একদল নগ্ন শাসক আপনার জন্য বরাদ্দ চেয়ারটি দখল করে বসে আছে। তারা ভাবছেন আপনি তাদের নগ্নতায় ভীত লজ্জিত হয়ে পালিয়ে যাবেন। আপনাকে পালালে হবে না, কিন্তু আপনি তাদের ধাক্কা দিয়েও সরাতে পারবেন না। নিজ অধিকার নিয়ে পুরুষদের পাশে বসতে হলে আপনাকে নিজ অস্তিত্বের জানান দিতে হবে। আর সে অস্তিত্বের জানান দিতে দরকার দৃঢ় মনোবল শক্তি। মনোবল শক্তিশালী না হলে কখনোই নিজ অস্তিত্বের জানান দেয়া সম্ভব নয়। আর সেই অস্তিত্বের জানান দিতে নারীকে স্বাবলম্বী হতে হবে। ব্যক্তি, পরিবার এবং সমাজ কখনোই একজন দুর্বল মানুষকে মূল্যায়ন করে না। নারী যতক্ষণ দুর্বল ততোক্ষণ পর্যন্ত সে সমাজে গ্রহণযোগ্যতা পায়না। বাধা আসবে, প্রতিবন্ধকতা আসবে, হোঁচট খাবেন, ধাক্কা দিয়ে কেউ আপনাকে ফেলে দিতে চাইবে, তারপরও যে যেমন অবস্থানে থাকবেন প্রতিটা নারীকে নিজের সে অবস্থান থেকেই ছোট বড়ো যে কোনো কাজের মাধ্যমে নিজ যাত্রায় এগিয়ে যেতে হবে।'

দুই ঘন্টাব্যাপী আলোচনার মাধ্যমে সেদিনের নারী দিবস অনুষ্ঠানটি শেষ হয়। উপস্থাপনায় ছিলেন ফরিদা ইয়াসমীন এবং সোহানা নাজনীন। অনুষ্ঠানটির পরিচালনা ও কারিগরি সহযোগিতায় ছিলেন এইচ বি রিতা। প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার "টক অফ দ্য উইক" অনুষ্ঠানটি প্রতি বৃহস্পতিবার নিউইয়র্ক সময় রাত নয়টায় ফেসবুক লাইভে সরাসরি সম্প্রচারিত হয়ে থাকে।

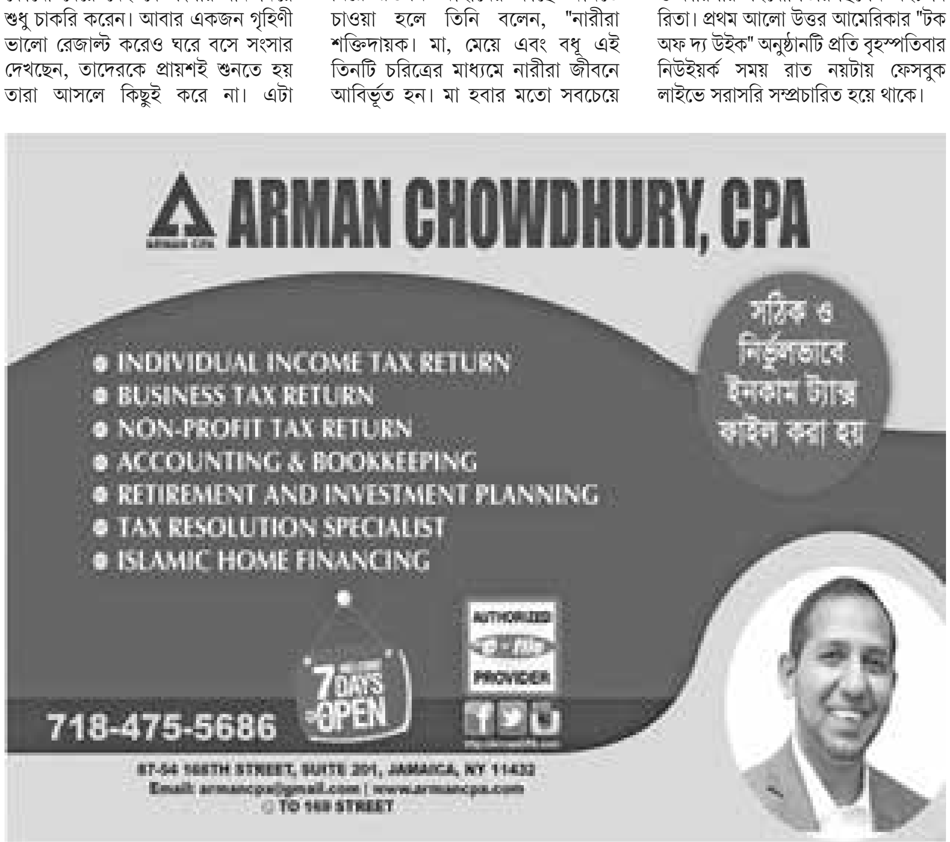

জীবনের সত্য

খ্রীষ্টফার পিউরীফিকেশন

সংসারের মায়া বড় কুহকিনী! ছাড়ি ছাড়ি ক'রেও ছাড়া যায় না। সংসার জিনিসটাও ছাই বড্ড নাছোড়বান্দা! অনেকেই বলেন, কী দরকার মায়া বাড়িয়ে? একদিন তো সবকিছু ছেড়ে ছুঁড়ে চলেই যেতে হবে। যেতে তো হবেই। কিন্তু মন যে মানে না। কোন কিছুতেই সে সায় দেয় না। দেখিনা আরও কিছুটা দিন, বেঁচেবর্তে থাকা যায় কিনা। আমার বলতে এ জগতে যা কিছুই আছে, তার গণ্ডি আরও কিছুটা বাড়াতে পারি কিনা। আমি তো থাকবোই না। কথা সত্যি হলেও একেবারে কপর্দকহীন চ'লে যাবো, তাও নিরেট অকাট্য হলেও উত্তরসূরি যারা থাকবে বংশপরম্পরায়, তারা তো অন্ততঃ ভোগদখল করে যেতে পারবে। সবকিছু যদি 'আমার নয়' ব'লে ত্যাগই করি, তবে চলবে কেন? তাহলে তো জগত সংসার ব'লে এ পৃথিবীতে আর কিছুই থাকতো না।

মানুষ বড়ই আজব জীব! মানুষের এক দল বলে, 'এ জগতে সবই অসাড়। দু'দিনের এ প্রবাসে এক রকম বেড়াতে এবং সওদা করতে এসেছি। জগতের সংসার-আঙ্গিনায় ঘুরে বেড়িয়ে; কর্মের বিপরীতে পাপ-পুণ্য সওদা করতে করতে সময় হলেই চ'লে যেতে হবে। টুপ ক'রে চ'লেই যাবো।' বাস্তবিক, মানুষ সকলেই গেছে। নিয়ত সকলেই যাচ্ছে। ভবিষ্যতে সকলেই যাবে। অপ্রিয় হ'লেও, এ নির্ঘাত সত্য কথা!

আবার আরেক দল মানুষ আছে, যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ, শ্বাস-প্রশ্বাস যতক্ষণ চলে, সবই 'আমার আমার' ব'লে চিৎকার করতেই স্বচ্ছন্দবোধ করে, 'যত পারি ভোগদখল ক'রেই যাবো। জীবন তো মাত্র একবারই আসে। এমন তো নয় যে, একবার ম'রে গিয়ে আবার ফিরতি জীবনে বাকিটুকু ভোগ ক'রে যাবো।'

তো এ ভাবেই চলছে জগৎ-সংসার। তদুপরি এটাই স্বতঃসিদ্ধ সত্য যে, কোন মানুষই অমর বা দেহগতভাবে অমর বা চিরজীবী নয়। জগতে কত ধনাঢ্য, কত ক্ষমতাবান, কত বড় চিকিৎসক, আরও কত বৈজ্ঞানিক, জ্ঞানী, গুণী। তাঁদের কেউ তো আর চিরদিন বেঁচে থাকছেন না।

অবশ্য এক সময়কার সভ্যতা প্রমাণ দেয় যে, দেহগতভাবে মানুষ ম'রে গিয়েও অন্ততঃ তাঁর শারীরিক অস্তিত্বকে একেবারে বিলীন হয়ে যেতে দিতে চায়নি। তাই তখনকার কিছু কৌশল ব্যবহার ক'রে 'মমি' আর 'পিরামিড'কে প্রচলন করলো দৈহিক-স্মারক হিসেবে টিকিয়ে রাখতে। হাজারো বছরের পুরনো সভ্যতার নিদর্শন এখনও সেই প্রচেষ্টার সাক্ষ্য দেয়। তাজমহলের মত স্মারক-স্থাপনা, ইতিহাসখ্যাত ব্যক্তিদের বাঁধাইকৃত সমাধি-সৌধ, এবং এ সকলের গাঁয়ে রচিত এপিটাফ প্রয়াত প্রিয়জনদের স্মরণীয় ক'রে রাখার নিদর্শনের সাক্ষ্য দেয়।

তবুও সার কথা এই যে, সংসারের মায়া ছেড়ে সকলকে, আপনাকে, এমনকি আমাকেও চলে যেতে হবে। তা চলে তো যাবোই। বিষয়টা এমন, এই আছি। আবার এই নেই। এখন আছি জীবিত। কিছুক্ষণ বাদে নাও থাকতে পারি। আজ আছি। কাল নেই। এ বছর আছি। আগামি বছর আমার কী হবে জানি না। এটাই সত্য। গেল বছর এদিনে আমাদের আশেপাশে কত আত্মীয়স্বজন, পরিচিতজন ছিল। আর এ বছর তাদের অনেকেই নেই! এমনকি, আগামিকাল ঠিক এসময় আমরা মানুষ যে বেঁচেই থাকবো, তা কেহই হলফ করে বলতে পারি না।

মৃত্যু মানুষের জীবনে একান্ত চুপিসারেই হানা দেয়। বস্তুতঃ যেদিন মানুষ মায়ের গর্ভে জীবনসত্তা নিয়ে আগমন করে সেদিনই সে মৃত্যুর পরোয়ানা প্রাপ্ত হয়! তার একহাতে এ জগতে ভূমিষ্ঠ হবার ছাড়পত্র, আর অন্য হাতে এ জগত ছেড়ে চ'লে যাবার নিষ্ঠুর পরোয়ানা! এক করকম 'রিটার্ন টিকেট' হাতে নিয়েই আমাদের সকলের আগমন এ প্রবাসে। কেউ কি 'ওয়ান ওয়ে' টিকেট নিয়ে; ফিরে না যাবার মনোবৃত্তি নিয়ে এখানে এসেছেন? এ জগতের 'ইমিগ্রেশন' ফাঁকি দিয়ে কি কেউ ফিরতি টিকেট ছাড়াই আসতে পেরেছেন? নির্দিষ্ট সময়ের 'ভিসা' ছাড়াই কি এ জগতের 'কাস্টমস'-এ ছাড়া পেয়েছেন? 'আমি জন্মসূত্রে চিরদিনের জন্য এ পৃথিবীর নাগরিকত্ব পেয়েছি' ব'লে অতি সহজেই 'গ্রীণ সিগন্যাল'পার হয়ে এসেছেন? মানুষ ও জীবের পক্ষে কি তা সম্ভব? তো, আগত মানুষেরা যতক্ষণ এ জগতে বিচরণ করবেন; ততক্ষণই তাদেরকে হাতে 'এম্বারকেশন কার্ড' নিয়ে চলতে হয়। কখন কোথায় সেই অনাকাঙ্ক্ষিত যমদূত, মুখোমুখি এসে দাঁড়ায় তার কি ঠিক আছে? কেহই তা জানে না।

আবার অনেক মানুষ তড়িঘড়ি ক'রে এ পৃথিবী থেকে চ'লে যাওয়ার জন্য আত্ন-হননের পথ বেছে নেয়। কিন্তু কেন? বেঁচে থাকাই মানুষের যখন চূড়ান্ত ও আপ্রাণ প্রচেষ্টা, তখন কোন কোন মানুষ অকালে তাদের মৃত্যুর আগেই 'মৃত্যু'কে বরণ ক'রে নেয়। কী নির্মম! এ জগতে মানুষ তার অবলম্বন বলতে আর কোন কিছুর উপর যখন ভরসা বা নির্ভর করতে পারে না, সমূহ জগতটাকে তখন তার কাছে তখন একান্তই অসহ্য, বিব্রতকর এবং দুর্বিষহ মনে হয়। যখন যাপিত-জীবনকে বড় কষ্টের বোঝা ব'লেই মনে হয়, তখনই প্রচন্ড আবেগে তাড়িত হয়েই বুঝি, পরিশেষে সে এ পথটাকে বেছে নেয়। তখন তার কাছে কি বেঁচে থাকার বিষয়টাই একান্ত গৌণ ও নিরর্থক হয়ে যায়? বোধ করি, হয়ত তো তাই।

তারপরও অনেকে বলেন, 'আত্মহত্যা করতে গিয়ে, মরতে মরতে মানুষ যখন শেষ ও চূড়ান্ত পরিণতিতে চ'লে যায়; তখন মৃত্যু তার জীবনে নিশ্চিত এবং ধ্রুব-সত্য হয়ে দাঁড়ায়। তারপরেও শেষবারের মতো, অনেকের ভিতরে বাঁচার 'শেষ-আকাঙ্ক্ষা' জেগে ওঠে। তখন তারা কয়েক মুহূর্তের জন্যে হলেও তার অনিবার্য মৃত্যুকে নয়, বরং জীবনকেই ফের আলিঙ্গন করতে চায়। ফিরে পেতে চায় তাদের জাগতিক মানবীয়-অস্তিত্বকে।

আত্মহত্যা' প্রসঙ্গে ডঃ মরিস রলিংস তাঁর 'মৃত্যুর পরে ও আত্মার কথা' গ্রন্থের ৫৫ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, ''আত্মহত্যার চেষ্টা বহু ব্যক্তি করে কিন্তু অনেকেই অকৃতকার্য হয়। যাহারা কৃতকার্য হয় তাহারা মনে করে সব শেষ হইল, কিন্তু তাহা নহে। বস্তুতপক্ষে ইহা আরম্ভ মাত্র। আমি যতগুলি ঘটনা দেখিয়াছি অথবা অন্য চিকিৎসকের নিকট শুনিয়াছি তাহাতে মনে হয় ইহা অর্থাৎ আত্মহত্যা করিয়া কেহ দুঃখের অবসান করিতে পারে না। বরং অপর এক কষ্টকর জীবনের শুরু বা আরম্ভ হয়। আত্মহত্যার পর যাহারা পুনরায় ফিরিয়া আসিয়াছে এবং শরীরের অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করিয়াছে তাহাতে একটি সুখকর অভিজ্ঞতার খবর নাই। যাহা হউক কেবলমাত্র কয়েকজন তাহাদের অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করিয়াছে।'

বিজ্ঞান বলে, সৃষ্টিতে এ মহাজাগতিক পরিমণ্ডলে আপাতদৃষ্টিতে অনেক বস্তুকেই আমরা বিলীন বা নিঃশেষ হয়ে যেতে দেখি। সবকিছুকে অস্তিত্ববিহিন হয়ে যেতে প্রতীয়মান হয়। আসলে কিন্তু তা নয়। বস্তুর শুধু অবস্থার পরিবর্তন এবং রূপান্তর ঘটে মাত্র। বস্তুজগতে 'বিবর্তনবাদ' এবং 'অবিনাশিবাদ' বলে বিজ্ঞান-স্বীকৃত ও প্রমাণিত মতবাদ রয়েছে। মানুষের, জীবের জন্ম-মৃত্যু তারই চলমান প্রক্রিয়া। মৃত্যুর মধ্য দিয়ে মানুষের জীবন-অস্তিত্বের অবস্থান্তর বা রূপান্তর ঘটে মাত্র। শারীরবৃত্তিয়-প্রক্রিয়ার অবসান ঘটিয়ে পার্থিব-পরিমণ্ডল ছেড়ে, মানুষ তার আধ্যাত্মিক সত্তা নিয়ে অজাগতিক-আবহে প্রবেশ করে । সেখান থেকে; সেই স্তর থেকেই আবার শুরু হয়, তার পারলৌকিক জীবনের নতুন অধ্যায়। মানুষ তার জন্য নিশ্চিত আর এক নতুন জগতে প্রবেশ করে। তার সেই জ্ঞানাতীত জগতটা কী? কেমন তার রূপ? এটাই মানুষের চরম ও পরম জিজ্ঞাসা। জানার বিপুল আগ্রহ। কালে কালে মানুষ, এ নিয়ে বিস্তর গবেষণা করে আসছে। কিন্তু তার 'বিজ্ঞান-সম্মত' যুক্তিগ্রাহ্য কোন প্রমাণ বা উত্তর দাঁড় করতে পারেনি সে।

তো, মোদ্দা কথা হল, জীব মাত্রই মৃত্যুকে ভয় পায়। জীবের প্রধান শর্তই হল বেঁচে থাকা। তার পারিপার্শ্বিকতায় জগত-সংসারের যত কিছু প্রতিকূলতা, বাধা-বিপত্তি, সবকিছুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম ক'রেই বেঁচে থাকা, টিকে থাকা এবং নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা জীবের ধর্ম। যতক্ষণ তার অস্তিত্বে প্রাণ আছে, ততক্ষণই সে জীবিত-জীব। প্রাণ নেই তো জড়-অস্তিত্বের কাছে নিজেকে নিঃশর্তভাবেই ছেড়ে দেয়া। অবলীলায় সোপর্দ করা। প্রাণ ধারণ করে, বেঁচে থাকতে থাকতেই জীব তাই, তার জীবনের পরিপূর্ণতার স্বাদ পুরোটাই আস্বাদন এবং উপভোগ করতে চায়। তাই জীবনের বিস্তর চাওয়া আর সীমিত পাওয়ার মাঝে সম্ভাব্য সামঞ্জস্য বিধান ক'রেই সে তার অস্তিত্বটাকে, জীবনটাকে সর্বোপরি তার পছন্দের নিজস্ব জগতটাকে সম্ভাব্য নিরবচ্ছিন্নতার আবহে সাজাতে চায়।

মৃত্যুচিন্তা অধিকাংশ মানুষকেই বিমর্ষ ক'রে তোলে। নড়বড়ে ক'রে দেয় তার জীবনের ভিত্তিকে। পরমায়ু নিয়ে বেঁচে থাকার আত্ম-বিশ্বাসকে। এবং দুর্বল ও বাঁধাগ্রস্ত ক'রে দেয় তার বেঁচে থাকার গতিময় সাবললিতাকে। তখন সে যেদিকেই তাকায়, সবকিছুই ভীষণ পর পর মনে হয়। নিষ্ঠুর আর স্বার্থপর বলেই প্রতিভাত হয় পুরো জগতটাকে। সমূহ পারিপার্শ্বিকতা বড়ই মলিন আর দুঃসহ হয়ে ওঠে তার কাছে। আসলে মৃত্যু নিয়ে মানুষের বিচিত্র ভাবনা, কল্পনা রয়েছে। আমাদের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন, 'মরণরে তুঁহু মম শ্যাম সমান।' অনেকে মৃত্যুর ঘোর থেকে ফিরে এসে, সবিস্তারে বিধৃত করেছেন তাঁদের লব্ধ বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা। এরূপ কতজনেরই বা আছে মৃত্যুর অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতা? তো, মৃত্যুকে জীবনের কাছ থেকে অবলোকন করেছেন অনেকেই। মৃত্যু নিয়ে বিস্তর লেখালেখি, গবেষণা হয়েছে। এখনও হচ্ছে। আগামিতেও হবে। মানুষ এযাবৎ; মৃত্যু-রহস্যের প্রাগৈতিহাসিক খোলসটাকে ভেদ ক'রে কি তার অন্তর্নিহিত রূপ উদ্ঘাটন করতে পেরেছে? প্রকৃত অর্থে বলা যায়, মৃত্যু-রহস্য মানুষের চিন্তা-চেতনায় এখনও অনুদ্ঘাটিত এবং অলিখিত রহস্যময় এক সুবিশাল উপাখ্যান হয়েই আছে ! তো, জীবন-মৃত্যু খেলার মূল নাটাইটা যাঁর হাতে, সেই বিশ্ব-নিয়ন্তা খেয়ালী সৃষ্টিকর্তাই স্বয়ং পরম আয়াসে নিয়ন্ত্রণ করছেন, জীব ও জীবনের অমোঘ পরিণতির ট্রাজেডি-পর্ব। এ কাজে তিনি বড়ই পারঙ্গম! কেবল অদৃশ্য তাঁরই নির্দেশে ও ইশারায়, জগতমঞ্চে আবির্ভূত কোন কোন অভিনেতা-অভিনেত্রির চলমান দৃশ্যপটে করুণ যবনিকাপাত ঘটছে অযাচিতভাবেই। বড্ড অসময়ে। অবলীলায় জীবনের লেনদেনের সমস্ত পাট অসমাপ্ত রেখেই পিছু হ'টে এ জগতের রঙ্গমঞ্চ থেকে বিদায় নিতে হচ্ছে তাদের। জীবন-নাট্যের ঘূর্ণায়মান মঞ্চ থেকে যবনিকা ঠেলে অপসারিত হতে হচ্ছে একান্ত ত্বরিতেই। এইতো বিধির অমোঘ বিধান! নিষ্ঠুর নিয়তি! এই তো জীব ও জীবনের অমোঘ চূড়ান্ত সত্য!

সৃষ্টিতে যতকিছু মহাজাগতিক ধ্রুবসত্য রয়েছে, মানুষের জন্ম ও মৃত্যু তাদের মধ্যে অন্যতম। সূর্যের চারিদিকে তার নিজস্ব কক্ষে আপন গতিতে পৃথিবী ঘুরছে তো ঘুরছেই। আগামিতেও ঘুরবে। কিন্তু জন্মের পর মানুষ বেঁচে আছে তো; বেঁচেই থাকবে অনাদিকাল, তা হয় না। এবং হবেও না। এ জগতে মানুষ জন্ম নিচ্ছে। আবার তাকে ম'রে, এ জগত থেকে বিদায় নিতে হচ্ছে। তাকে চিরতরে চ'লে যেতেই হচ্ছে। মানুষের জন্য জীবনটা যেমন সত্য, মৃত্যুটা বোধ করি তারও চেয়ে বেশি সত্য!

মানুষের আচরিত, ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, প্রচলিত প্রতিটি ধর্মেই জীবন ও মৃত্যুর বিষয়ে রয়েছে সুনির্দিষ্ট মতবাদ। রয়েছে বিশ্বাসের ভিত। মানুষের মৃত্যুর পর তার পুনর্জন্মেও বিশ্বাস করেন অনেকে। সেই মতবাদ ও বিশ্বাসকে আঁকড়ে ধ'রেই মানুষ স্বচ্ছন্দ গতিতে তার আচরিত জীবনের পরিমণ্ডলে নিজেকে পরিচালিত ও পরিশীলিত করতে প্রয়াস পায়। মৃত্যু ও পরজীবন নিয়ে মানুষের রয়েছে জানার সীমাহীন আগ্রহ। তাই প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসের বাইরেও আগ্রহী মানুষ পরজীবন নিয়ে ব্যাপক অনুসন্ধান চালিয়ে যাচ্ছে। মৃত মানুষের আত্মার সাথে জীবিত মানুষের যোগাযোগ করার পুরনো পদ্ধতি 'প্লানচেট'-এর কথাও আমরা শুনি। জীবৎকালে আমাদের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সত্যজিৎ রায় নাকি প্লানচেটের মাধ্যমে মৃত-আত্মার সাথে সংযোগ স্থাপনে আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন!

তাই বলতেই হয়, এ জগত-সংসারের মায়া মানুষকে ছাড়তেই হয়। এর কোন বিকল্প নেই। মানুষের এ জগতে যা কিছু আছে, ধনসম্পদ, প্রভাব, ক্ষমতা, অমর হয়ে বেঁচে থাকার আকুলতা, সমস্তকিছুকে দু'হাতে পিছনে ঠেলে, পরিবার,

চলবে

শিক্ষাই জাতির মেরুদন্ড যদি শিক্ষকের জীবনে থাকে ছন্দ

মাজহার মান্নান

২২ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ দিনটি এমপিওভূক্ত শিক্ষকদের জন্য অবশ্যই অবিস্মরনীয় হয়ে থাকবে। এমন একটি দিনের অপেক্ষায় প্রহর গুনছিলেন লক্ষ লক্ষ এমপিওভূক্ত শিক্ষক। তাদের মাঝে বিরাট প্রাপ্তির আনন্দ বয়ে যাচ্ছে। উচ্চ আদালত থেকে নির্দেশনা এসেছে অবসরের ৬ মাসের মধ্যে এমপিওভূক্ত শিক্ষকদের পাওনা দিয়ে দিতে। অবসরের টাকা উত্তোলনে যে বিড়ম্বনা চলছিলো সেটা থেকে শিক্ষকরা পরিত্রান পেতে চলেছে। বেসরকারি শিক্ষকদের এমনিতেই সমস্যার অন্ত নেই। তদুপরি, অবসরের টাকা পেতে ঘাম ঝরে যেত শিক্ষকদের। অনেক শিক্ষক আছেন যারা মারা গেছেন অথচ জীবদ্দোশায় অবসরের টাকার মুখ দেখতে পারেন নি। বয়সের ভারে জীবন যখন এমনিতেই চলতে চায় না, তখন অবসরের টাকা পেতে হিমালয়সম প্যারা জীবনকেই যেন অর্থহীন করে তোলে। বাংলাদেশে একজন শিক্ষকের প্রাপ্তি খুবই কম। অবসরে গিয়ে এককালীন কিছু টাকার মুখ দেখতে পান তারা। কিন্তু সেটা পেতে যখন চটি ক্ষয় হয়ে যায় এবং ঘুষ দিয়ে টাকা পেতে হয় তখন সেটা আনন্দময় না হয়ে বিষময় হয়।

২০০৫ সাল থেকে এমপিওভূক্ত শিক্ষক কর্মচারীদের অবসর সুবিধা চালু করা হয়। শিক্ষক কর্মচারীরা দুটি সুবিধা পেয়ে থাকেন। একটি হল সর্বশেষ বেসিকের ৭৫ মাসের টাকা (যদি চাকুরি ২৫ বছর পূর্ণ হয়) যেটি পেনশন নামে পরিচিত। অন্যটি হল কল্যাণ তহবিলের টাকা। তবে শিক্ষকরা এই সুবিধা বিনা শর্তে পান না। তাদের কাছ থেকে ১০ শতাংশ হারে প্রতি মাসে বেতন থেকে কেটে রাখা হয়। ৬ শতাংশ অবসর ভাতার জন্য এবং ৪ শতাংশ কল্যাণ তহবিলের জন্য। পূর্বে ৬ শতাংশ কাটা হত। পরবর্তীতে ৪ শতাংশ যুক্ত করা হয়। শিক্ষক কর্মচারীদের ৫ শতাংশ ইনক্রিমেন্ট যুক্ত হবার পর এই ৪ শতাংশ কর্তন শুরু হয়। এই কর্তন নিয়েও শিক্ষকদের মাঝে অস্বস্তি রয়েছে। যাহোক শিক্ষক কর্মচারিরা ১০ শতাংশ হারে দিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু অবসরে গিয়ে তাদের সেই গচ্ছিত টাকা ফেরত পেতে বিড়ম্বনার যেন শেষ নেই। পদে পদে হেনস্থা হতে হয় তাদের। তবে এটা স্বীকার করতে হবে যে আগের থেকে এখন হয়রানি অনেকটা কমেছে। তারপরও অবসর ভাতা পেতে তাদের বছরের পর বছর সময় লেগে যাচ্ছে। সরকার কয়েক ধাপে ঘাটতি পূরুণে অর্থ বরাদ্দ দিয়েছে। তারপরও সবার পাওনা পরিশোধ সম্ভব হচ্ছে। এখনো ঝুলে আছে লক্ষাধিক ফাইল। শিক্ষকদের অবসর সুবিধার গিঁট ছাড়ানোর জন্য যেন কেউ নেই। শিক্ষক কর্মচারীদের হাহাকার যেন যথাযথ কর্তৃপক্ষের কানে পৌছায় না।

আন্দোলন সংগ্রাম করতে করতেই শিক্ষকদের চাকুরি জীবনের বেশিরভাগ সময় ব্যয় হয়ে যায়। অভাব অনটনের সংসারে শুধু স্বপ্ন বুননই চলতে থাকে। কিন্তু সেই স্বপ্নের বাস্তবায়ন দেখা যায় না। বহুবার সংস্কার করার পরও অবসর সুবিধা পেতে শিক্ষকদের দৌড়ঝাঁপ চলে বিরামহীন। এখনো ৪/৫ বছর লাগে অবসরের টাকা হাতে পেতে। ৬০ বছর পর এমনিতেই বার্ধক্য ভর করে শরীরে, তার উপরে অবসর ভাতা প্রাপ্তির জ্বালা যেন জীবনকে দ্বগ্ধ করতে থাকে। শিক্ষক কর্মচারীদের এই সমস্যা নিয়ে লেখালেখি কম হয়নি। অবশেষে হতাশ হৃদয়ে যেন আশার সঞ্চার হতে শুরু করেছে। আদালতের রায় যদি যথাযথভাবে মেনে চলা হয় তবে অসংখ্য শিক্ষককের সমস্যার সমাধান হবে।

সময়ের সাথে সব কিছুর পরিবর্তন হয়। বেসরকারি শিক্ষকের ভাগ্যের পরিবর্তন যেন কোন জালে আটকা পড়েছিলো। ধীরে ধীরে জট খুলতে শুরু করেছে। সরকারি চাকুরিজীবিরা যদি তাদের নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অবসরের টাকা পেয়ে থাকেন তবে এমপিওভূক্ত শিক্ষক কর্মচারীরা কেন পাবেন না? এখন ডিজিটাল যুগ। প্রযুক্তি সব কিছুকে সহজ করে দিয়েছে। সকল এমপিওভূক্ত শিক্ষকদের তথ্য উপাত্ত এখন আপডেট আছে। কোন শিক্ষক কবে অবসরে যাবেন এটা কর্তৃপক্ষের খুব ভাল করে জানা আছে। তাই অবসরে যাওয়ার পর অনলাইনে আবেদন করলে খুব একটা বেশি সময় লাগার কথা নয় টাকা পেতে। বর্তমানে আবেদনের সাথে ব্যাংক একাউন্ট নম্বর চাওয়া হয়

> **সময়ের সাথে সব কিছুর পরিবর্তন হয়। বেসরকারি শিক্ষকের ভাগ্যের পরিবর্তন যেন কোন জালে আটকা পড়েছিলো। ধীরে ধীরে জট খুলতে শুরু করেছে। সরকারি চাকুরিজীবিরা যদি তাদের নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অবসরের টাকা পেয়ে থাকেন তবে এমপিওভূক্ত শিক্ষক কর্মচারীরা কেন পাবেন না?**

এবং সেখানে টাকা জমা হয়। এটা খুব ভাল একটি দিক। অবসরের টাকা পেতে শিক্ষক কর্মচারীরা ম্যানেজিং কমিটির দ্বারাও হেনস্তার শিকার হোন এমন খবর বহুবার পত্রিকায় এসেছে। সেটা থেকে আপাতত পরিত্রান মিলেছে। সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনা থাকলে কোন কিছুই কঠিন নয়। সদিচ্ছার প্রয়োজনটা সবচেয়ে বেশি দরকার। শিক্ষকদের আদালতের দ্বারস্থ হয়ে তাদের সুবিধা প্রাপ্তির জন্য লড়তে হচ্ছে। আদালত যে রায়টি দিয়েছে সেটি একটি যুগান্তকারী রায়। ৫ লাখ শিক্ষক কর্মচারীর অবসর সুবিধা ৬ মাসের মধ্যে দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন মহামান্য হাইকোর্ট। আদালতের এই নির্দেশনার পর বঞ্চিত শিক্ষকদের মুখে হাসি ফুটবে। কেননা অবসর সুবিধা প্রাপ্তির জটিলতার মারপ্যাঁচে শিক্ষকরা দিশেহারা হয়ে পড়েছিলেন। প্রায়ই একটি কথা শোনা যায় তহবিল সংকটের কারণে সবাইকে সময়মত অবসর সুবিধা দেয়া সম্ভব হয় না। এই যুক্তি কতটা খাটে? সরকারি চাকুরিজীবিদের বেলায় এমন কথাতো শোনা যায় না। আমরা পদ্মা সেতু বানাতে পারি, বঙ্গবন্ধু টানেল করতে পারি, পারমানবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র করতে পারি, অথচ শিক্ষকদের পাওনাটুকু সময়মত বুঝিয়ে দিতে যত ঝামেলা। এক্ষেত্রে কেন অপারগতা? এখন মেধাবীরা শিক্ষকতা পেশায় কোন আগ্রহ দেখান না। আমার বাবা আজ থেকে ২৫ বভর আগে এমপিওভূক্ত স্কুল শিক্ষক হিসাবে অবসরে গেছেন। তখন তিনি রিক্ত হস্তে বিদায় নিয়েছেন। কানাকড়িও জুটেনি তার বিদায় বেলায়। তাই আমার বাবা আমাদের শিক্ষকতা পেশায় যেতে বারন করতেন। মহান পেশা হলেও তিনি এর ভিতরে লুকিয়ে থাকা জ্বালাটি বুঝতেন। শিক্ষকতা মহান পেশা ---- এই বাক্যটির বহুমাত্রিক অপব্যবহার লক্ষ্য করি। শিক্ষকতা যদি মহান পেশাই হয় তবে শিক্ষকদের এত দৈন্য কেন? তারা এত অবহেলার শিকার কেন? কেন তাদের প্রাপ্তি পেতে এত গলদ ঘর্ম হতে হয়? মহান পেশাকে কেন এত হীন চোখে দেখা হয়? মুখে শুধু মহানের বয়ান আর জিকির তুলে কি বার্তা দেয়া হয়? শিক্ষকদেরকে কেন দিনের পর দিন প্রেসক্লাবে বসে দুআনা প্রাপ্তির জন্য ছালায় শুয়ে রাত কাটাতে হয়। শিক্ষকের চোখে মরিচের হুড়ে নিক্ষেপ করা হয়। যতবার শিক্ষকরা আন্দোলনে নেমেছে ততবার তারা চরম অপদস্তের শিকার হয়েছে। সাত পাঁচ দিয়ে একটি শিশুবুঝ দিয়ে তাদের আন্দোলনের মাঠ থেকে সরিয়ে দেয়া হয়েছে। শিক্ষা নিয়ে সবাই বড় বড় স্বপ্ন দেখে। সরকারের স্বপ্নতো আরো বড়। কিন্তু শিক্ষকদের নিয়ে তাদের স্বপ্নগুলি এত ছোট কেন? যাদের দিয়ে শিক্ষাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে তাদেরই যদি করুণদশা হয় তবে শিক্ষা কিভাবে আগে? সরকারি - বেসরকারি শিক্ষার বৈষম্য কেন করা হচ্ছে? বর্তমানে স্কুলের একজন সহকারি শিক্ষক ১২৫০০ টাকা বেতন পান। কিভাবে তার সংসার চলে? তার হাড়ির খবর কজন রেখেছে? বেকারের যুগে হয়তো উপায় নেই। তাই ১২৫০০ তেই নিজেকে বিসর্জন দিতে মরিয়া। ফেসবুক খুললে বেসরকারি শিক্ষকদের আহাজারি চোখে পড়ে। তারা কি উচ্চাকাঙ্খী? না, মোটেও না। সরসার চালিয়ে নেয়ার মত বেতন হলে তারা খুশি। বেসরকারি শিক্ষকরা জাতীয়করনের জন্য কেন মরিয়া? দুটি কারনে তারা জাতীয়করন চায়। ১. মাসিক বেতনটি মোটামুটি সন্তোষজনক ২. অবসর সুবিধা পেতে কোন হয়রানি নেই। নতুন শিক্ষা কারিকুলাম নিয়ে বুদ্ধিজীবিরা গলা ফাটাচ্ছেন। কিন্তু এই কারিকুলাম যাকে দিয়ে বাস্তবায়ন করবেন তাকে নিয়ে কেন উচ্চবাচ্য হয় না? মাকে পুষ্টি না দিয়ে শিশুকে সুস্বাস্থ্যবান করার অবান্তর চেষ্টা মাত্র। কোন একজন বুদ্ধিজীবিকে টিভিতে বয়ান করতে দেখলাম ভাল শিক্ষার জন্য শিক্ষকদের উচ্চ বেতন প্রয়োজন নেই। কম বেতনেও ভাল শিক্ষা দেয়া যায়। আমার প্রশ্ন তিনি তার সন্তানকে কোথায় পড়ান? স্বনামধন্য স্কুল কলেজে সবাই বাচ্চা পড়াতে চায়। তারা কি জানেন না যে স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান গুলির শিক্ষকদের উচ্চ বেতন দেয়া হয়। যাহোক কলেবর বাড়াতে চাই না। বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়তে প্রথমে দরকার শিক্ষা ও শিক্ষকের উন্নয়ন। শিক্ষার প্রকৃত উন্নয়ন ছাড়া একটি দেশ আগাতে পারে না।

আদালতের নির্দেশনার পর বেসরকারি শিক্ষকরা হালে পানি পাবেন। যেসব শিক্ষকদের পাওনা দীর্ঘদিন ধরে ঝুলে আছে সেগুলি দ্রুত পরিশোধ করা হোক। যারা নতুন করে আবেদন করবেন অবসরের সুবিধার জন্য তাদের সুনির্দিষ্ট তারিখ দিয়ে দেয়া হোক যেদিন তিনি/ তারা টাকা হাতে পাবেন। আবেদন সম্পর্ণ হওয়ার পর তাদের মেসেজ দিয়ে টাকা প্রাপ্তির ডেট জানানোর ব্যাবস্থা করা হোক। এক্ষেত্রে স্বচ্ছতা আর জবাবদিহিতা সর্বাগ্রে প্রয়োজন। আর যেটা না হলেই নয়, সেটা হল অবসর সুবিধা পেতে যে দুর্নীতি হয় সেটার কবর রচনা করা।

SECI
Sonali Exchange Co. Inc.
Secure, Fast, Reliable.

বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন
শনিবার সকল শাখা খোলা, রবিবার জ্যামাইকা ও জ্যাকসন হাইট্স খোলা
- আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
- আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
- আমাদের ক্যাশ পিকআপ ও বিকাশ রেটও সমান
- আমরা দিচ্ছি ২.৫০% সরকারী প্রণোদনা পাশাপাশি সকল ব্যাংকের একাউন্টে আরও ২.৫০% প্রণোদনা পাবার নিশ্চয়তা

৫% বোনাস

সম্মানিত গ্রাহক ও শুভানুধ্যায়ীদের শুভেচ্ছা

blaze ব্লেজ নামীয় সার্ভিসের মাধ্যমে ২৪/৭/৩৬৫ ভিত্তিতে মাত্র ৫ সেকেন্ডের মধ্যে রেমিট্যান্স প্রেরণ করুন।

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইনক
SONALI EXCHANGE CO. INC.
সোনালী ব্যাংক পিএলসি এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান
LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE DFS NY, DF&I NJ, DIFS MI, DB&F GA, OCFR MD AND FLOFR FL
NMLS NO. 1098789

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।
রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

ASTORIA 718-777-7001	ATLANTA 770-936-9906	BROOKLYN 718-853-9558	JACKSON HTS 718-507-6002	BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150	MANHATTAN 212-808-0790	MICHIGAN 313-358-3845	OZONE PARK 347-829-3875	PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

প্রথম আলো
Prothom Alo North America

রোজার মাস শুরু হয়েছে। আসন্ন ঈদ নিয়ে সবার ভাবনা সর্বত্র। ঈদ মানেই আনন্দ। ঈদ মানে আকাশে নতুন চাঁদ, নতুন প্রত্যাশা, মেহেদি রাঙা হাত। নিজেকে এবং পরিবারের সবাইকে সাজাতে শুরু হয় কেনাকাটা। কাছের মানুষ আর প্রিয় মানুষকে উপহার পাঠাতে ইচ্ছে জাগে মনে। প্রবাসের ব্যস্ত জীবনে সময় ছকেবাঁধা। তাই কেনাকাটার কথা ভাবলেই মাথায় আসে 'অনলাইন নাকি অফলাইন?' কারণ কয়েক বছর আগেও প্রবাসে থেকে মানুষ তার পছন্দের দেশিয় শাড়ি, গয়না, পাঞ্জাবি তার শহরে পেতেন না। মানুষ ধীরে ধীরে অনলাইন কেনাকাটাতেও অভ্যস্ত হয়ে উঠছে। প্রবাসে অনেকে মার্কেটে গিয়ে কেনাকাটার সময় পান না। তাদের কাছে প্রথম পছন্দ অনলাইন কেনাকাটা। অনলাইন শপিং জনপ্রিয়তা ক্রমশ বেড়ে চলেছে। এছাড়া গুণগত মান ও উন্নত গ্রাহকসেবাও পাওয়া যাচ্ছে। তাই কেনাকাটার আধুনিকতম এই মাধ্যম ব্যবহার করছে অনেকেই। অনলাইন শপিংয়ের ক্ষেত্রে ফেইসবুক দিন দিন জনপ্রিয়তা অর্জন করছে। বিশেষ করে ফেসবুকের অনলাইন শপিংয়ের ফ্যান পেইজগুলো। ফেইসবুকে পেইজ তৈরি করে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তারা তাতে দেশি বিদেশি নানান ধরনের পণ্য বিক্রি করছেন। আমাদের শিল্পঘরে আজ তেমনি কয়েকজন মিলে উপস্থিত হয়েছেন। সবাইকে ঈদ শুভেচ্ছা—**রোকেয়া দীপা**

আইরিন রহমানের সিন্ডারেলা'স ড্রিম ক্লোজেট

নারী-শাড়ি, সালোয়ার কামিজ যাই পরুক না কেন, তার কোনো না কোনো গয়না চাই। আর গয়না না হলে কোনো সাজকেই যেন সম্পূর্ণ করা যায় না। তাই এবারের ঈদে সিন্ডারেলা'স ড্রিম ক্লোজেটে রাখা হয়েছে নান্দনিকতার ছোঁয়া। মুক্তা, রুবিসহ নানা রকম পাথরের নিখুঁত কারুকাজ করা কানের দুল, লকেট, চোকার, মুক্তার ছোট টপ বা হাতে একটি এক লহরের ব্রেসলেট পরার মতো জুয়েলারি। আছে গলায় পরার মতো এক লহরের মুক্তার মালা। ঈদের জন্য সিন্ডারেলা'স ড্রিম ক্লোজেটের দুর্দান্ত সব মাস্টার পিস কালেকশন রয়েছে। এবার ঈদের জন্য বেশ কিছু মেলার আয়োজন রেখেছেন এবার আইরিন রহমান। ক্রেতাদের জন্য আরো থাকছে বিশেষ ছাড়, ফ্রি গিফ্টের ব্যবস্থা।

আইরিন রহমান, আমেরিকার স্বনামধন্য ব্যাংকে ওমেন'স বিজনেস এডভোকেট হিসেবে কর্মরত আছেন। পাশাপাশি নারী উদোগ্যতা হিসেবেও অল্প বিস্তর কাজ করে যাচ্ছেন। আইরিন রহমান বলেন, 'শুধুমাত্র স্বপ্নকে পুঁজি করে অনলাইন ডিজাইনার জুয়েলারি ব্যবসার সূচনা করি। পেশাগত জীবন এবং পারিবারিক জীবনের ব্যস্ততম সময়ের মাঝেও ছেলেবেলার অনেক স্বপ্নের একটি যেন, হঠাৎ করে আবার আমার মাঝে জেঁকে বসে। তাই কোভিড পরবর্তী সময়ে আবারও অনলাইন ক্লাস শুরু করি। নিউইয়র্কের নামকরা একটি ইউনিভার্সিটি থেকে জুয়েলারি ডিজাইনার কোর্স সম্পন্ন করে নিজের ডিজাইন করা জুয়েলারি নিয়ে অনলাইন ভিত্তিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলি! মায়ের গয়নার বাক্সের চোখ ধাঁধানো সব গয়নার প্রতি ঝোঁক ছিল ছোটবেলা থেকে। মা, নানীরা যে সমস্ত গয়না পরতেন অনেকটা সে ধাঁচের সাথে মিল রেখে তার সাথে কিছুটা নতুনত্ব এনে মূলত গয়নাগুলো ডিজাইন শুরু করা হয়। এছাড়াও প্রাচীন মোগল আমলের নারীদের গয়নার ডিজাইনগুলোর প্রতিও একধরনের ভালোবাসা থেকে মূলত সে রকম ধাঁচের আদলে ডিজাইনার গয়নাগুলোর বেশিরভাগই হাতে তৈরি করা হয়; সিন্ডারেলা'স ড্রিম ক্লোজেটে।"

মূলত জুয়েলারিই সিন্ডারেলা'স ক্লোজেটের মূল উপাদান।তবে ক্লায়েন্টদের অনুরোধে তাদের চাহিদা অনুযায়ী নানা ধরনের শাড়ি, মেয়েদের পোষাক, ছেলেদের পাঞ্জাবি প্রি-অডারের ভিত্তিতে সরবরাহ করা হয় বলে জানান, আইরিন রহমান।

ব্যবসা শুরুর প্রথম বছরেই বিয়ের অনুষ্ঠানের জন্য একেবারে ভিন্ন মাত্রায় ব্রাইডাল সেটসহ অতিথিদের জন্য দারুণ সব ডিজাইনের জুয়েলারি সরবরাহ করে প্রশংসা অর্জন করেন আইরিন রহমান! ব্রাইডাল সেট বা হলুদসহ বিয়ে, অ্যানিভার্সারিসহ যে কোন অনুষ্ঠানের জন্য গ্রাহকরা রুচিমত জুয়েলারি বা পোষাক পেতে পারেন এখানে। আইরিন রহমান বলেন, 'ভবিষ্যতে বাংলাদেশে সিন্ডারেলা'স এর একটি শাখা খোলার জন্য উদ্যেগ নেয়ার ইচ্ছা আছে যাতে করে দেশের মানুষরাও আমার ডিজাইনার কালেশনকে হাতের মুঠোয় পেতে পারেন। সব বয়সের মেয়েরা যাতে সুন্দর পরিপাটি সেজে খুব সাধারণ গয়নায় নিজেকে আরও আকর্ষণীয় করে রাখতে পারেন সেটাই মূল লক্ষ্য। গয়না ছাড়া কোন সাজই পরিপূর্ণ হয়না।'

শিকাগো, ওমাহা, বোস্টন, নিউজার্সি, ফ্লোরিডা, ক্যালিফ্রোনিয়া ,ডেলোয়ার, কানেক্টিকাতে ইতোমধ্যেই বেশ কয়েকটি জুয়েলারি শো করা হয়েছে। দেশি এবং বিদেশি ক্রেতাদের কাছ থেকে বিপুল সাড়া পাওয়া গেছে এ সমস্ত জুয়েলারি শো'গুলো থেকে। এছাড়াও নিয়মিত অনলাইনে ফ্রি শিপিংসহ আমেরিকার বিভিন্ন স্টেটে হোল-সেলেও গয়না সরবরাহ করা হয় সিন্ডারেলা'স ড্রিম ক্লোজেট থেকে। যে কোন অনুষ্ঠানের জন্য সুলভমূল্যে একেবারেই নতুন এবং ভিন্ন রকমের কাস্টম মেইড ডিজাইনার জুয়েলারির জন্য যোগাযোগ করতে পারেন আইরিন রহমানের সাথে। এক এক পিসের ডিজাইনার জুয়েলারি অত্যন্ত স্বল্পমূল্যে পাওয়া যায় সিন্ডারেলা'স অন লাইন পেজে। ফেসবুকে Cinderella's Dream Closet page গিয়ে বেছে নিতে পারেন আপনার পছন্দের গয়নাটি। সিন্ডারেলা'স ক্লোজেট থেকে আপনার কাছে পৌছে যাবে আপনার কাঙ্খিত জুয়েলারি সহ ডিজাইনার পোষাকটি! সাথে দেয়া হবে বিশেষ ছাড়সহ নানা রকম ফ্রি গিফট।

সেরতাজ শিরিন চৌধুরী'র সেরতাজ

'সেরতাজ' এর কর্ণধার সেরতাজ শিরিন চৌধুরি, থাকেন নিউজার্সিতে। তিনি সিলেটের বিয়ানীবাজারের মেয়ে। জন্ম, পড়াশুনা, বেড়ে উঠা সবই সিলেটে টাউনে। বিবাহ সূত্রে তিনি আমেরিকাতে পাড়ি জমান। এখানে আসার পর দুই মেয়ের মা হোন তিনি, ফাইজা এবং যাহারা। সংসার, চাকুরি করার পাশাপাশি ব্যস্ত জীবনে সুযোগ খুঁজতে থাকেন তিনি ছোটবেলার স্বপ্নটাকে বাস্তবে রুপান্তরিত করার।

সেরতাজ বলেন, 'ছোটবেলা থেকেই আমার একটা স্বপ্ন ছিল নিজের একটা বুটিক হবে, যেখানে দেশের ঐতিহ্যকে কেন্দ্র করে নিজের ডিজাইনের কাপড় থাকবে। ছোটবেলার স্বপ্নকে কিছুটা হলেও বড় হয়ে রূপান্তর করতে চেষ্টা করে যাচ্ছি। দেশের বাইরে থেকে দেশের ঐতিহ্যকে সবার সামনে তুলে ধরার অক্লান্ত চেষ্টা এখনো অব্যাহত। যখন অনলাইনের যোগ ছিল না তখন থেকেই আমি অনেক রকমের ব্যবসার সাথে জড়িত ছিলাম, স্বামীর সাথে। মাঝখানে আবার একটা লম্বা বিরতি হয়ে যায় কারণ মেয়েদেরকে সম্পুর্ণ সময়টা দিতে হয় আমাকে। কাজের মধ্য থেকেও কোভিড-১৯ শুরু হওয়ার পর থেকে আবার ব্যবসাটি শুরু করি। আলহামদুলিল্লাহ সবার অনেক সাপোর্ট পেয়েছি এবং পাচ্ছি এই কাজের জন্য।'

সেরতাজ-এ এবার ঈদে রয়েছে অভিনব সব কালেকশন। ঈদে সবাই সবার থেকে আলাদা কিছু পরতে পছন্দ করেন আর সেই ভাবনা থেকেই সেরতাজের কালেকশন হবে আলাদা, অভিনব কিছু। তবে সেরতাজ শিরিন চৌধুরী বলেন, কালেকশনে কী আনা হবে, সেটা না হয় সারপ্রাইজ থাক। তবে ঈদের জন্য সেরতাজে থাকবে বিশেষ ছাড়।

সেরতাজ শিরিন চৌধুরী একই ধরনের কাজ করতে পছন্দ করেন না বলে জানান। তিনি বলেন, 'কাষ্টমাররা এখন আর সিমিত কোন কিছু কিনার মধ্যে সীমাবদ্ধ নন। তারা এখন পণ্যের ভিন্নতাতে বিশ্বাসী। সেই সাথে ভালো কোয়ালিটি আছে কিনা তাও দেখেন। আর আমিও নতুনত্ব পছন্দ করি। তাই কাষ্টমারের চাহিদা আর নিজের ধারণাকে কাজে লাগিয়ে সব সমই নতুন এবং অভিনব কিছু কাষ্টমারদের দিতে আগ্রহী থাকি। আমার কাছে আছে দেশিয় শাড়ি থেকে শুরু করে শীতল পাটি এবং পাঠির উপরে নানা রকম প্রোডাক্ট তোলে নিয়ে আসি। যেমন- হাতপাখা, ব্যাগ, জুতি, গয়না। এর পরে গামছা দিয়ে বানানো হ্যান্ড পেইন্ট শাড়ি, পাঞ্জাবি ব্লাউজ নানা রকম জুয়েলারি। মনিপুরি শাড়ির উপরে হ্যান্ড পেইন্ট এবং মসলিন শাড়ির উপর নিজস্ব ডিজাইনের হেন্ডপেইন্ট থাকে। এগুলো সম্পুর্ণ সেরতাজ টিমের কাজ। সিলেটের ঐতিহ্যবাহী আলি আমজাদ সাহেবের ঘড়ি এবং কিন ব্রিজ এর ছবি দিয়ে হেন্ডপেইন্ট করে শাড়ি বানালাম যা সত্যি আমার সম্মানিত কাষ্টমারদের মধ্যে সাড়া জাগিয়েছে।'

ভবিষ্যত পরিকল্পনা নিয়ে সেরতাজ শিরিন চৌধুরী বলেন, 'যে কোন ব্যবসায় বা কাজে চেষ্টা করলে ছোট থেকে ধীরে ধীরে বড় হওয়া যায়। আমি ও অনেক স্বল্প পরিসরে শুরু করেছিলাম। আজ আমার কষ্ট এবং আমার শুভাকাঙ্ক্ষী কাষ্টমারদের কারণে আমার ব্যবসাটি আলহামদুলিল্লাহ মোটামোটি ভালো চলছে। ভবিষ্যতে ইচ্ছা আছে ব্যবসাটিকে আরো বড় করার এবং শুধু মাত্র আমার দেশের ঐতিহ্যবাহী জিনিস নিয়ে কাজ করার যা কালের বিবর্তনে হারিয়ে যাচ্ছে।'

বাংলার ঐতিয্যকে নতুন করে সবার সামনে তোলে ধরার প্রাত্যাশা নিয়ে কাজ করে যাচ্ছেন সেরতাজ শিরিন চৌধুরী।

তার এই স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করার জন্য স্বামী হেলালুল ইসলাম চৌধুরি প্রতিনিয়ত পাশে থাকছেন। সেরতাজ শিরিন চৌধুরী বলেন, 'উনি যেভাবে আমাকে সাপোর্ট করেন, আমি মনে করি প্রতিটি মানুষের সাথে এইরকম একজন মানুষ থাকা উচিত। সালাম জানাই আমার বাবা-মা সহ পরিবারের প্রতিটি মানুষকে আমাকে সাপোর্ট করার জন্য। আমার এই কাজের সাথে যারা আমার পাশে ছিলেন, আজ আমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছি এর জন্য প্রতিটি মানুষকে আমি কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই।'

সামিনা নাজের 'সামিনাজ কালেকশন'

বাহারি পোশাক-গয়না নিয়ে ঈদের আয়েজনে ইতোমধ্যেই প্রস্তুতি নিয়ে ফেলেছেন সামিনাজ কালেকশন। ঈদের জন্য থাকছে শাড়ি, বাংলাদেশি এবং ভারতীয় গয়না, পুরুষদের জন্য পাঞ্জাবি ও শিশুদের পোশাক। সামিজা নাজ বলেন, 'সবসময় আমরা চেষ্টা করি মানসম্পন্ন ও অত্যাধুনিক কিছু করতে। আগামী মার্চ এর ১ থেকে ৩ তারিখ পর্যন্ত সামিনাজ কালেকশনের প্রি-রমাজান এক্সিভিশন। অনলাইনের গ্রাহকরাও এই সুবিধা পাবেন। ঐ ৩ দিন থাকছে সব কিছুর উপর ৫ শতাংশ মূল্যহ্রাস। এ ছাড়াও নিয়মিত লাইভ সেশন চলবে চাঁদ রাত পর্যন্ত।'

সামিনাজ কালেকশনের কর্ণধার সামিনা নাজ। তিনি বলেন, '১৯৯৭ সালের নভেম্বর মাসে, যখন বাংলাদেশ ছেড়ে আমি কানাডায় স্থায়ীভাবে থাকার ইচ্ছা নিয়ে আসি, তখন একটা স্বপ্ন দেখেছিলাম। তখনও নামটা ঠিক করিনি। কিন্তু কিছু করবো এটার একটা পরিকল্পনা ছিল মাথায়। তাই কিছু দেশিয় হ্যান্ডি ক্রাফট, গয়না সাথে এনেছিলাম। তারই ফলশ্রুতিতে ১৯৯৮ সালে সামিনাজ কালেকশনের জন্ম হয়। ধীরে ধীরে বেড়ে উঠা আমার এই স্বপ্নটি ছিল আমার তৃতীয় সন্তানের মত। ভীষণ ভালোবাসা, প্যাশন থেকে হাঁটি হাঁটি পা পা করে এগিয়ে যাই সময়ের স্রোতে। পাশাপাশি কাজও চালিয়ে যাই। প্রচণ্ড একাগ্রতা, নিষ্ঠা, সততার ফসল আমার এই সন্তান (সামিনাজ কালেকশন'স)। পরম করুনাময় আল্লাহ পাকের অশেষ রহমতের কল্যাণে আজ আমি এখানে। আর পাশাপাশি রয়েছে আমার মা, স্বামী, সন্তানদের সহযোগিতা। আর বিশেষভাবে আমার আজকের সামিনাজ পরিবাবের সাপোর্ট আর ভালোবাসা।'

গত বছর সেপ্টেমবর মাসে, ২৫ বছর পূর্ণ করেছে সামিনাজ কালেকশন। গ্রাহকদের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখেই সামিনা নাজ এই কালেকশনের সম্প্রসারণ করেছেন। শুরুর দিকে কেবল শাড়ি, সালোয়ার কামিজ দিয়েই সীমাবদ্ধ থাকলেও ভারত, পাকিস্তান এবং বিশেষ করে বাংলাদেশি গয়না, হিজাব, আবায়া, ছেলেদের পাঞ্জাবি ও শিশুদের পোশাকও যুক্ত হয়েছে সামিনাজ কালেকশনে।

কানাডা ছাড়াও আমেরিকার সর্বত্রই সামিনা নাজ সামগ্রী পাঠিয়ে থাকেন। আমেরিকার বাঙ্গালিদের জন্য একটি সুখবর হল, গত বছর অক্টোবর মাসে সামিনাজ কালেকশন আমেরিকায় তার প্রথম ব্রাঞ্চ উদ্বোধন করেছে। সেই সুবাধে গ্রাহকরা আমেরিকা থেকেও সামিনাজ এর সামগ্রী পাবেন এবং অনলাইনের মাধ্যমে পেমেন্ট করতে পারবেন বলে জানান, সামিনা নাজ। ভবিষ্যতে আরো অনেক কিছু করার ইচ্ছা রাখেন সামিনা নাজ। তিনি বলেন, 'সেটার মধ্যে একটা সম্প্রতি বাস্তবায়ন হয়েছে। আমরা আমাদের কথায় ও কাজে খুবই দৃঢ়। মানসম্মত পণ্য গ্রাহকের কাছে ঠিক সময়ে পৌছে দেওয়া আমাদের লক্ষ্য। আমেরিকার আমার এই নতুন উদ্যোগ সফল হবে আমি খুবই আশাবাদী, ইনশাআল্লাহ।'

সবশেষে, প্রথমআলো উত্তর আমেরিকার এই ঈদ সংখ্যার পাতাটির জন্য রোকেয়া দীপাকে ধন্যবাদ জানান সামিনা নাজ। তিনি বলেন, 'এই প্ল্যাটফর্মে সামিনাজ কালেকশনকে রিপ্রেজেন্ট করার এই সুযোগ কখনো আসবে আমি কল্পনাও করিনি।'

নাদিরা ওয়াহিদের 'শাটী'

এবারের ঈদ কালেকশনে শাটী নিয়ে আসছে রাজশাহীর বলাকা সিল্ক শাড়ি ও মসলিন শাড়ি, নতুন ডিজাইনের কুর্তি এবং পাঞ্জাবি। সেইসাথে বরাবরের মতই শাটীর নিজস্ব ডিজাইনের সুতির শাড়ি ও তার সাথে মানানসই নকশার ব্লাউজ থাকছে।

নাদিরা ওয়াহিদ, শাটীর কর্ণধার। তিনি বলেন, 'শাটীর যাত্রা শুরু হয় ২০২৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। আমি আমার ফ্যাশন ডিজাইনিং ক্যারিয়ার শুরু করি ১৪ বছর বয়সে। এবং জাতীয় পুরস্কার পাওয়া শুরু করি ১৫ বছর বয়সে। তখন থেকেই আমার লক্ষ্য ছিল বাংলাদেশের সুবিধাবঞ্চিত মেয়েদের জন্য কিছু করা। যেখানে আমার ডিজাইনিং দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে তাদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারব। এভাবেই শাটীর পথচলা শুরু। বর্তমানে শাটীর সাথে প্রায় ৮০-র অধিক মেয়ে কাজ করে।

টাঙ্গাইল হ্যান্ডলুম শাড়ি, রাজশাহী সিল্ক ও মসলিন শাড়ি, ব্লাউজ, পাঞ্জাবি, কামিজ, কুর্তি-আমাদের সব পোশাকেই হ্যান্ড ব্লক এবং হাতের কাজ থাকে। আমাদের কাঠের ব্লকের নকশা থেকে শুরু করে সুতার রঙ পর্যন্ত সবকিছুই আমাদের নিজস্ব আনন্য ডিজাইনে তৈরি করা হয়। '

শাটীর কালেকশন নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগান অঙ্গরাজ্যে দুটি ঈদ মেলায় অংশ নিচ্ছেন নাদিরা ওয়াহিদ। তিনি বলেন, 'আবুল হোসেন কোরাইশি প্রকল্পকে সহযোগিতা করতে শাটী ব্রান্ডটি প্রতিষ্ঠা হয়েছে। আমার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা হল শাটীর রিসেলারদের মাধ্যমে দেশিয় পণ্য বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দেয়া।'

পাখির সঙ্গে কথা, প্রসঙ্গ পেন্ডুলাম এবং...

বিশেষ প্রতিনিধি

গত বছর মাত্র ৮ মাসে পেন্ডুলাম নাটকের ৮টি সফল মঞ্চায়ন হয় নিউইয়র্ক শহরে। ইতিপূর্বে বাঙালি কমিউনিটিতে এত অল্প সময়ে আর কোন নাটকের এতগুলো শো হয়নি। এ প্রসঙ্গে কথা হয় অভিনেতা, উপস্থাপক, নির্মাতা খাইরুল ইসলাম পাখি'র সাথে।

প্রশ্ন: নিউইয়র্ক শহরে গত বছরের মে মাসে প্রথম শো হয়েছিল পেন্ডুলাম নাটকের এবং গত ডিসেম্বরের মাঝেই আপনারা ৮টি শো করেছেন। ইতিপূর্বে আমাদের কমিউনিটিতে কোন নাটকের ক্ষেত্রেই যা ঘটেনি।এই নাটকের ডিরেক্টর এবং মূখ্য অভিনেতা হিসেবে এই কৃতিত্ব আপনাকে দিতেই পারি। আপনি কি বলেন?

উত্তর: যতটুকুই সফলতা তা সম্ভব হয়েছে পুরো টিমের কারণেই। এই কৃতিত্ব আমার একার না। প্রথমেই বলবো নাট্যকার মাসুম রেজার কথা। তিনি আমার প্রতি আত্মবিশ্বাসী হয়ে পেন্ডুলাম নাটকটি লিখে দিয়েছেন।এছাড়াও এ কৃতিত্ব পেন্ডুলাম টিমের সকলের। যে যেভাবেই আমার সঙ্গে কাজ করেছেন, সহযোগিতা বা সাহায্য করেছেন তাদের সবার।

প্রশ্ন: পেন্ডুলাম নিয়ে আর কি ভাবনা রয়েছে, আরও শো করবেন কি?

উত্তর: অবশ্যই। দেখুন একটি মঞ্চ নাটক মঞ্চায়নে অনেক কষ্ট এবং সময় যায়। তাই প্রথম থেকেই আমার চিন্তা ছিল বেশি শো করার এবং বেশিদিন শো করার। আমরা দেশে যেভাবে গ্রুপ থিয়েটার করেছি এখানেও সেভাবে কাজ করতে চেয়েছি। আগামী মে মাসের ১৮ তারিখ নিউ জার্সিতে আমরা আরও ২টি শো করছি। অন্য স্টেইটে এবং অন্য দেশে শো করার কথাও চলছে। তবে সবকিছুই নির্ভর করছে দ্বিপাক্ষিক সমঝোতার উপর।

প্রশ্ন: পেন্ডুলামের সুবাদে অনেকদিন বাদে আপনি মঞ্চে অভিনয় করলেন বা অভিনয়ে ফিরলেন, আপনার অভিজ্ঞতা বলুন?

উত্তর: এটা পায়ের নিচে মাটি খুঁজে পাওয়ার মতো অনুভূতি কিংবা নিজেকে ফিরে পাওয়া বলতে পারেন।

প্রশ্ন: নিজের অভিনয়ে আপনি কতটা তৃপ্ত হয়েছেন?

উত্তর: খুব বেশি না। প্রথম শো নিয়ে খুব মন খারাপ হয়েছিল। অনেক ওভারলোডেড ছিলাম। এমনকি প্রস্তুতিতেও খামতি ছিল। পরের শো গুলি থেকে বেটার হচ্ছে মনে হয়। তবে আগামীতে আরো ইম্প্রুভ হবে আশা করছি। আসলে মঞ্চ নাটকের ক্ষেত্রে তাই হয়। বেশ কিছু শো এর পর মূল ফ্লেভার পাওয়া যায় বা সবকিছু পরিপক্ক হয়।

প্রশ্ন: আপনার ডিরেক্টরিয়াল ওয়ার্ক নিয়ে কিছু বলুন?

উত্তর: আমি আমার পুরো টিমের কাছেই কৃতজ্ঞ। তাদের অনিমেষ ধন্যবাদ। তাদের ডেডিকেশন ছাড়া এই কাজটি করা প্রায় অসম্ভব ছিল। আর ডিরেক্টর হিসেবে আমি চেষ্টা করেছি গল্পটি সহজ ভাবে উপস্থাপন করার। যদিও মাসুম রেজার ক্ষুরধার লেখাই আমাকে বহুপথ এগিয়ে দিয়েছে।

প্রশ্ন: নিউইয়র্কের দর্শকদের নিয়ে কিছু বলুন?

উত্তর: দর্শকরাতো আমাদের লক্ষ্মী। যারা ইতোমধ্যে পেন্ডুলাম দেখেছেন তাদের অনেক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। যারা এখনও দেখেননি তাদের কথা ভেবে আমাদের আরো শো করার পরিকল্পনা আছে। অনেকে ফ্রি শো করার কথা বলেন কিন্তু কি করবো বলুন? নিজেরা সময় আর শ্রম তো দিচ্ছি, যার মূল্য না পেলেও- একটা অনুষ্ঠানে কিছু খরচাতো হয়, সেটা না উঠলে কিভাবে হয় বলুন? তাই দর্শকদের প্রতি উদাত্ত আহবান আপনারা দর্শনীর বিনিময় নাটক দেখুন এবং আমাদের সহযোগিতা ও উৎসাহ দিন।

প্রশ্ন: পেন্ডুলামের সবক'টি শোই আপনারা খুব সময় মতো শুরু করেছিলেন, কিভাবে সম্ভব হল?

উত্তর: এ বিষয়ে আমরা তৎপর ছিলাম এবং আমাদের সদিচ্ছাও ছিল।

প্রশ্ন: নিউইয়র্কে প্রায় সব অনুষ্ঠানই দেরিতে শুরু হয়, এ বিষয়ে আপনার মন্তব্য কি?

উত্তর: এই প্রেকটিস অবশ্যই বন্ধ হওয়া উচিত এবং সবার সদিচ্ছা থাকলে তা সম্ভব। এ দেশে সবকিছুই তো সময় মতো চলে, আমরা কেন নয়?

প্রশ্ন: গত বছর পেন্ডুলাম ছাড়াও তওকীর আহমেদ, রোকিয়া রফিক দেবী আরো দু'টি নাটক মঞ্চে আনলেন। আপনারা তো সবাই বাংলাদেশ গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশনের সহযাত্রী। তাদের কাজ নিয়ে কি বলতে চান?

উত্তর: আমি তো বলব গত বছর নিউইয়র্কের দর্শকদের জন্য আনন্দের ছিল যে, তারা ভিন্নধর্মী তিনটি নাটক দেখেছেন। এভাবে চললে সংস্কৃতি প্রিয় মানুষেরা আগামীতে আরো ভালো ভালো কাজ দেখতে পাবেন। আর যাদের কথা বললেন এ দুজনই অভিজ্ঞ এবং ভালো কাজ করেন যা নিঃসন্দেহ।

প্রশ্ন: নিউইয়র্ক শহরের অন্যান্য সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড নিয়ে কিছু বলুন। অনেক তো কাজ হচ্ছে মানসম্পন্ন অনুষ্ঠান হচ্ছে কি?

উত্তর: দেখুন অনেক কাজ তো হবেই, আমাদের মানুষজনওতো বাড়ছে দিন দিন। কিছু কাজ ভালো হবে কিছু খারাপ হবে এটাই নিয়ম। আমি যারা ভাল কাজ বা মানসম্পন্ন কাজ করছেন বা করার চেষ্টা করছেন তাদের সাধুবাদ জানাই, এপ্রিশিয়েট করি।

প্রশ্ন: এখানে অনেক নাচ-গান সর্বস্ব অনুষ্ঠান হয়, এওয়ার্ড অনুষ্ঠান হয়, আপনার মন্তব্য শুনতে চাই?

উত্তর: দেখুন বিভিন্ন ধরনের বিনোদন মানুষ পেতে চায় বলেই বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠানও হয়।এটা সব কমিউনিটিতেই হয়। তবে সবকিছুই মানসম্মত ভাবে উপস্থাপিত হলে আর কোন কথা থাকে না। প্রসঙ্গত বলতে চাই, এই শহরের বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান সবচেয়ে বেশি যিনি করেন আর সবচেয়ে দক্ষ প্রোমোটার যিনি, উনি একদিন কথা প্রসঙ্গে বলছিলেন- বাজেট বা স্পন্সরদের সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের সমঝোতা করতে যেয়ে অনেক সময় সদিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও অনুষ্ঠানের অনেক কিছু ঠিক রাখতে পারেন না বা মান সম্পন্ন অনুষ্ঠান করে উঠতে পারেন না। তবে তিনি যে খুবই পজেটিভ ভালো কিছু করার জন্য, সেটা তার কথায় বেশ স্পষ্ট।

প্রশ্ন: নতুন কোন নাটক নিয়ে ভাবছেন?

উত্তর: নতুন ভাবনাতো আসেই। যখন দেখি সময় মেলানো কষ্ট তখনই ভয় লাগে। জীবন জীবিকাও তো চালাতে হয়। তবে নতুন একটি নাটকের পান্ডুলিপির কাজ চলছে।

প্রশ্ন: কি নাম নতুন নাটকের?

উত্তর: 'আগুনি'।

প্রশ্ন: আগুনি? বেশ অন্যরকম নাম। এ নিয়ে আরো কিছু জানতে চাই?

উত্তর: বেশ ক'জন নারীর জীবন সংগ্রামের কাহিনী হলো আগুনি নাটকের উপজীব্য।

প্রশ্ন: পেন্ডুলামতো অন্য একটি দলের হয়ে করেছিলেন, আগুনিও কি তাই?

উত্তর: না। আগুনি মঞ্চে আসবে, 'থিয়েটার সেভেন্টি ওয়ান' এর ব্যানারে।

প্রশ্ন: থিয়েটার সেভেন্টি ওয়ান?

উত্তর: নতুন একটি গ্রুপ বা নাট্য দল। এই থিয়েটার সেভেনটি ওয়ানের ব্যানারে আসবে নতুন নাটক আগুনি।

প্রশ্ন: এখানে নাটক করতে যেয়ে কি কি চ্যালেঞ্জ ফেস করেছেন?

উত্তর: প্রধানত সময়। এখানে অনেক মানুষ আছে থিয়েটার করতে চায় কিন্তু সময় নেই তাদের। জীবন ও জীবিকা ব্যাহত হয়। আর অনেক বেশি খরচ সবকিছুতেই। খরচ উঠানো বেশ কঠিন। আর লোক স্বল্পতার কারণে নিজেকে অনেক বেশি কিছু করতেও হয়।

প্রশ্ন: যাই হোক,অন্য প্রসঙ্গে আসি। আগের জীবন মিস করেন না, দেশ?

উত্তর: কি বলেন! প্রতি নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে। অবেলায় এসেছিতো, মনটা সময় সময় কেঁদে ওঠে। অন্যান্য মিডিয়াম অত মিস করি না, তবে স্টেইজ খুব মিস করি বলেই পেন্ডুলাম বা আগুনি এসব করে মন ভালো রাখার চেষ্টা করি।

প্রশ্ন: আপনি ভাল আবৃত্তিও করেন, নিউইয়র্কের মঞ্চে তেমন দেখি না কেন?

উত্তর: শুধুমাত্র আবৃত্তি না বিভিন্ন জন আরও ভিন্ন কিছুও করতে বলেন। কিন্তু সময় স্বল্পতা ও বিভিন্ন কারণে করা হয়ে ওঠে না। আর বেশি বেশি এক্সপোজার ছোটবেলা থেকেই আমার অপছন্দ। আমি অনেক সময় নিরব থাকতেও ভালোবাসি, কিছুটা নিভৃতচারীও বলতে পারেন। তবে আগামী সেপ্টেম্বরে কবিতা বা আবৃত্তি নিয়ে একটা কাজ করার ইচ্ছা আছে। নামও ঠিক করে রেখেছি। 'হৃদয়পুরে পদ্মরস' ধীরে ধীরে প্রস্তুতিও নিচ্ছি।

প্রশ্ন: অনুষ্ঠান উপস্থাপনাওতো করেন না বহুদিন বা টিভি অনুষ্ঠান নির্মাণ?

উত্তর: এসবের প্রস্তাবও পাই। সময়, বাজেট, বোঝাপড়া সব কিছু যদি মিলে যায় করব হয়তো কখনো।

প্রশ্ন: এপ্রিলের মাঝামাঝি নিউইয়র্কে প্রথমবারের মতো হতে চলেছে সুচিত্রা সেন আন্তর্জাতিক বাংলা চলচ্চিত্র উৎসব। এই উৎসবের আপনি একজন উপদেষ্টা। উৎসব নিয়ে বলুন?

উত্তর: আমি দারুণভাবে উচ্ছসিত এই উৎসব বিষয়ে। আশা করছি নতুন কিছু ও ভালো কিছু হতে চলেছে। কারণ উৎসব নিয়ে যারা অক্লান্ত পরিশ্রম করছেন তারা পরীক্ষিত। এ শহরে বেশ কিছু বড় ইভেন্ট এই দল সাকসেসফুলী সম্পন্ন করেছে। এরা রবীন্দ্র উৎসব, লালন উৎসব, জোছনা উৎসব আয়োজন করে তাদের কুশলতার সাক্ষর রেখেছেন। তাদের এই উৎসবের সাথে উপদেষ্টা হিসেবে আমাকে যুক্ত করায় তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই। আমার সাথে উপদেষ্টা হিসেবে আরো যারা আছেন তারা অনেক অনেক বেশি বিজ্ঞজন। আমি তাঁদের সাথে কাজ করে নিজেকে সমৃদ্ধ করতে পারবো এটাই প্রত্যাশা।

প্রশ্ন: আপনার এখনকার জীবন-যাপন এবং পরিবার নিয়ে কিছু শুনতে চাই?

উত্তর: আমি নিউইয়র্ক ডিপার্টমেন্ট অফ এডুকেশনের আন্ডারে একটা স্কুলে কাজ করি। পাশাপাশি আমি নিউইয়র্ক স্টেইটের একজন লাইসেন্স রিয়েলটর। আর আমার স্ত্রী জ্যাকলিন, নিউইয়র্ক সিটির হিউম্যান রিসোর্স ডিপার্টমেন্টে জব অপুরচুনিটি স্পেশালিষ্ট হিসেবে কাজ করছে এবং পাশাপাশি স্যার উইলিয়াম ব্যভারেজ ফাউন্ডেশন নামের যুক্তরাজ্য ভিত্তিক একটি নন প্রফিট অর্গানাইজেশনের জাতিসংঘ প্রতিনিধি।আর আমাদের মেয়ে গুনগুন, এনভায়রনমেন্টাল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছে। ছেলে রাজ্য, গত বছর ইউনিভার্সিটি শুরু করেছে মাত্র। ল পড়ার ইচ্ছে আছে ওর।

প্রশ্ন: প্রথম আলোর পাঠকদের উদ্দেশ্যে কিছু বলুন?

উত্তর: আসুন সবাই মিলে ভালোর সাথে থাকি, আলোর পথে থাকি। আর যারা কমিউনিটির জন্য ভাল কাজ করার চেষ্টা করছেন, তাদের পাশে থাকি। তাহলে তারা ভালো কাজের শক্তি পাবেন, সাহস পাবেন।

প্রশ্ন: প্রথম আলোকে সময় দেয়ার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।

উত্তর: প্রথম আলো এবং আপনাকে অনেক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা, আমাকে কথা বলার সুযোগ করে দেয়ার জন্য। বিশেষ করে নতুন দল, নতুন নাটক, নতুন কাজের কথা আজ বলা হয়ে গেল প্রথম আলোর মাধ্যমে। আবারও অনিমেষ ধন্যবাদ প্রথম আলোর সংশ্লিষ্ট সবার প্রতি।

শেষবারের মতো ঝলসে যাবার আগে

হরিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

বলে ফেলার মতো সহজ সুন্দর
জলপ্রপাতের ধার ঘেঁষে
এখনও দু'একটি বাড়ি দেখা যায়
পাহাড় জঙ্গল নদীর নামে তাদের পরিচয় হলেও
তারা হাঁ করলেই ঢুকে যেতে পারে
এক একটা কঠিন বছর
অথচ আমাদের চরিত্রহীনতার জন্যে পড়ে থাকে
অগণন নগ্ন নির্জন পথ

কোথাও কেউ নেই বলেই আমাদের কোনো গল্প নেই
অথবা এমন গল্প যাদের বাড়ির উঠোনগুলো
মরুভূমির গরম বালির একা আর হিংস্র

শেষবারের মতো ঝলসে যাবার আগে
গল্পের দুয়ার থেকে চিৎকার করছি
এখনই শব্দের শুকনো পেটের ভেতর
একটু জলের দোলা দাও
আর ঠিক তখনই উদ্ধত পায়ে হেঁটে যাচ্ছে
ফাইবারের মূর্তি ধারণায় বিশ্বাসী বেশ কিছু তরুণ পথ
যাদের প্রতিটি পদছাপ
পুরোনো রক্তমুখী ক্ষতস্থানের মতো গভীর।

জ্বলছি জলের প্রজ্জ্বলনের মতো

আশরাফ হাসান

আমি জ্বলছি জলের প্রজ্জ্বলনের মতো
কখনো দেশলাই-হৃদয়
কখনো বারুদগন্ধী মৃত্তিকা
কখনো-বা শিল্পতুলির মতো দাবানল

আমি জ্বলছি নিসর্গনিশিন্দা
জ্বলছি স্বপচ্যুত ইস্পাত-ইচ্ছের মতো
সবুজ সম্ভাবনার চোখ থেকে গড়িয়ে পড়া
অগ্নিলাভার মতো পোড়া অশ্রু

আমার যাত্রাপথে থমকে যাওয়া স্রোতের মতো
দাঁড়িয়ে থাকে সকালের বিবস্ত্র আলো
দুপুরের উল্লাসহীন রোদ
আর সন্ধ্যার ক্লান্তিহীন পোশাক

আমি চলছি বিরতিহীন গতির
নৈঃশব্দ্য-ধ্বনির মতো
জ্বলছি উপুড়হওয়া চাঁদের নিচে জেল্লার মতো

আমার আকাশে যৌবনামেঘের বিদ্রুপ
কাদামাটির ঠিকানায় দিয়েছি পত্র-প্রযত্ন
ললাটে লিখেছি 'পরিযায়ী-গিনিপিগ' নাম

আমি মূলত ভিটেমাটিহীন উদ্বাস্তু এক
আমার একহাতে নুয়েপড়া পলাশীর প্রান্তর
অন্যহাতে রক্তাক্ত নদীর মতো কারবালা
বেনামি ঝড়ের মতো আছড়েপড়া নিশ্বাস
আমি নিজদেশের সন্ধানে নিমগ্ন-নিরুদ্দেশ

আমি মধ্যরাতে হারিয়ে যাওয়া 'প্যারাডাইস লস্ট'
ডাহুকের ছেঁড়াপালকে বজ্রাহত সুর
সমুদ্রমন্থনে ডিসকভারি 'ডেস্ট্রয়ার'

আমি বহুকাল ধরে পুড়ছি তোমার চোখের উনুনে
আমি জ্বলছি
বাসরত্যাগী 'হানযালা'র প্রেমের মতো
জমাটপাহাড়ের নিচে পারমাণবিক চুল্লির মতো

আমি জ্বলছি রাতের পাঁজরে, দিনের ঔরসে
আমি এভাবেই জ্বলি, জ্বলছি যুগযুগ ধরে;
তোমার উন্মুক্ত বন্দরে।

ড্রেসিং টেবিল কিম্বা পড়ার টেবিলে

আহসান জামান

তোমার ড্রেসিং টেবিলে
সেপ্টিপিনটির মতো আমিও
কেবল বসে থাকি, অপেক্ষায়।

চোখ ভর্তি কৌতুহল নিয়ে
তোমার চুল বাঁধা দেখি, কত যত্নে
নিজকে বানাও রোজ পূঁজোর প্রতিমা।

আমি ঠাঁই একা বসে দূরত্ব মাপি;
আয়নার অই পাশের তোমার সাথে এপাশের
সত্যিকারের তোমাকে।

প্রতিবিম্বের তুমি কেবলই পণ্য
ধরে আছো লাবণ্য, এপাশের তুমি
শিল্পী স্বপ্নময়ী; সাজাও রোজ অভিলাষে।

আমি সাদা বক পাখি অথবা
সারসের দীর্ঘ গ্রীবায় এক ব্যথিত
কাল ঘড়ি; ডাইরির পাতার মতো বসে
থাকি, তোমার পড়ার টেবিলে; নিরন্তর।

ভাগ্যলক্ষ্মী

এনাম আনন্দ

যেদিক তাকাই- শুধুই দেখি
বিদঘুটে অন্ধকার ও প্রেতাত্মাদের অশুভ ছায়া!
পুষ্প-তনুরা অঙ্কুরের অপেক্ষায়
পথপানে চেয়ে- নির্দ্বিধায় কাটিয়ে দিচ্ছি যুগের পর যুগ।
হয়তবা একদিন- দীপ্তশিখা নিয়ে
টগবগিয়ে ছুটে আসবে কোনো পথিক, দূর হবে অন্ধকার,
খুলে যাবে ভাগ্যের দুয়ার।
আলোর তেজস্ক্রিয়তায় দৌঁড়ে পালাবে অশুভ ছায়া।
সে আশায়-
বিপুল মুগ্ধতা নিয়ে সংসার সাজাই, স্বপ্ন দেখি,
দেখি প্রেয়সীনির হাস্যোজ্জ্বল মুখ।

বিবর্ণ সময়

শারমিন নাহার ঝর্ণা

বিবর্ণ সময় যেন কচ্ছপের মত ধীরে ধীরে
পা ফেলে যায়,
চেনা সময় যেন অচেনার ভান ধরে
উদাসীন অপারগ।
সময়ের চোখে অসময়ী জাগ্রত ঘুম,
খিটখিটে মেজাজের চাদরে-
ঢাকা সময়ের অবয়ব।

মধুময় সময়ের শরীর ভালো নেই
মনটা ভীষণ খারাপ
জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে,
মাথা ব্যথা ও তো আছে।
একটু স্নেহ আদর যত্ন চাই তার,
জ্বরের জন্য চাই সোহাগের থার্মোমিটার,
তবেই সে সুস্থ হয়ে তাড়াবে বিবর্ণ সময়।

আমারও নিদ্রা ভাঙ্গুক

বিলকিস ঝর্ণা

শীতের তীব্রতা বাড়ে, হাটখোলার মাঠে ঘোড়া চড়ে
অঘ্রানে চাঁদের উঠানে রেডিও বাজে
যুদ্ধের খবরে ভরে যায় আমাদের ঘর।

কাস্টিম পাটের দাম বেড়ে যায়
হলুদ ঘাঁটি ফুলের মাঠে শীতল সন্ধ্যা নামে
তোমার কাটাছেঁড়া জ্যাকেটের পিঠে
রোজকার বিস্ফোরণ
যুদ্ধে বাঁচার কলাকৌশল সব পুরনো হয়
আর পুরনো হয় তোমার দুঃখও।

রাতের পাখিরা ঝিমোয়, দরজায় খিল আটা
তবুও পথের ফেরিওয়ালা হাঁকে
দরজা থেকে দরজায়-লাল নীল হলুদ বিলাসিতা।

পার্বণে পার্বণে বাঁশি বাজে
মেঘেদের গায়ে তার সুর কেটে যায়
মেঘেরা নিজের মত ছুটে পাহাড় থেকে পাহাড়ে
একটা পাখি কাকে যেন ডেকে যায় একা
আমারও নিদ্রা ভাঙ্গুক।

নূর-উন-নাহার

সোমের কৌমুদী

ফিরে গিয়ে ফিরে আসা ত্বরান্বিত হলে
শর্বরী দুঃখ ভুলে হেসে উঠে; নূরময় নাহার।
যামিনী ঘুমিয়ে থাকে পরম সুখে নাহারের বুকে।

ফিরে গিয়ে ফিরে আসা ত্বরান্বিত হলে
সুবাসিত সত্যের সৌরভ ফের ছড়াবে,
স্নিগ্ধ কৌমুদী ছড়িয়ে পড়ে পৃথিবীর বুকে।

ফিরে গিয়ে ফিরে আসা ত্বরান্বিত হলে
'সত্য' অমলিনই রবে ইস্রাফিলের শিঙার ফুৎকারে।

অপরাহ্ন সুসমিতোর গল্প

১.
মায়ের পেটে যাচ্ছি

ক্যাডেট কলেজ থেকে আমাকে রাসটিকেট করা হয় আমি যখন একাদশ শ্রেণি। আমি একা না, আমার সাথে আরো ৪ জন। ক্লাস সেভেনে আমাকে যখন বাবা ক্যাডেট কলেজে ভর্তি করান তার ছয় মাস পরেই আমি একদিন ছুটিতে বাসায় এসে গোঁ ধরি ক্যাডেটে আর পড়ব না। আমার কথা বাসায় কেউ পাত্তা দেয়নি।

আমাকে আমার বয়সের তুলনায় অনেক ছোট লাগতো। হস্টেলে রাতের আলো নিভে গেলে রুমমেট বড় ভাই আমাকে জড়িয়ে ধরতেন, চুমু খাওয়ার চেষ্টা করতেন। মনে হতো রুমমেট বড় ভাই পশু হচ্ছে রাতের অন্ধকারে। আমি ভয়ে কাঁপি। কাউকে কিছু বলতে পারি না। ক্যাডেটে বড় ভাইদের পানিশমেন্ট খুব তীব্র।

বাথরুমে লুকিয়ে বুক সেভ করতাম, মুখ সেভ করতাম যাতে আমার যেন তাড়াতাড়ি বুকে লোম ওঠে, দাড়িগোঁফ গজায়। আমাকে যেন ক্লাস সেভেনের চাইতে অনেক বড় দেখায়। ড্রিলে বেশি বেশি রোদে পুড়তাম যাতে আমার ফর্সা রঙটা যেন পুড়ে কালো হয়ে যায়। রুমে শর্টস পড়তে ভয় করত, রুমমেট চান্স পেলেই উরুতে হাত রাখেন। আমি অক্ষম চিৎকার করে উঠি। বাবার প্রতি, সমস্ত মানুষের প্রতি আমার ঘৃণা সেভিংস একাউন্টের মতো জন্ম নিতে থাকে।

আমি আস্তে আস্তে পকেটে চাকু রাখতে শুরু করি। ক্যাডেট কলেজে রোদ নামে সাঁওতাল অঞ্চলের মতো। শীত নামে, বর্ষার নিপুণ তীর ছুটে যায় আমার অজস্র কান্নার ক্ষুরধ্বনিতে। একাকী একাকী।

এস এস সিতে আমি সম্মিলিত মেধা তালিকায় দ্বিতীয় হলাম। বাসায় যেন ব্রাজিলীয় উৎসব। যেন বিশ্বকাপ জেতার আনন্দ। আমি নিরিবিলি মুষড়ে পড়তে থাকি। মিনমিন করে বাবাকে আবার বলতে থাকি, ক্যাডেট কলেজে পড়ব না। আমাকে নিয়ে এসো। প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে দরখাস্ত পাঠানোর মতো আমার সবিনয় আবেদন বাবার কান স্পর্শ করল না।

একাদশ শ্রেনীতে উঠে একদিন ঘুটঘুটে রাতে রুমমেট বড়ভাইকে ছুরি চালাই। সমস্ত হাউস জুড়ে তুমুল চিৎকার। আমাদের রুম ভেসে গেল লাল ফুটফুটে জবা ফুলের মতো সুন্দর রক্তে। প্রিফেক্টসহ ক্যাডেট কলেজের সব কর্মকর্তা ছুটে এলো।

আমার নামে মামলা হলো, বহিষ্কৃত হলাম আমি।

না না। মেধাবী রুমমেট সুদর্শন বড় ভাই মারা যাননি। আমার অপটু ছুরি চালনা তার উরুতে লেগেছিল মাত্র। পেপারে নিউজ হলো। তখনি আমার মায়ের সাথে বাবার সম্পর্ক চুকেবুকে গেল। ছাড়াছাড়ি। বাবা তার গার্লফ্রেন্ড কাম একান্ত সচিবকে নিয়ে অস্ট্রেলিয়া উড়াল দিলেন।

বাবা আমাকে ভোলেননি। আমাকে নিয়ে এলেন মেলবোর্নে। দিনভর বিয়ার খাই, টো টো করে ঘুরি। যদিও ভর্তি হয়েছিলাম মনাশ ইউনিভার্সিটিতে। পড়াশুনায় আমার আর মন নেই। দিনভর ঘুমাই, ক্লাস করি না। রাত জাগি শহরের সাথে পাল্লা দিয়ে। বাবা মাঝে মাঝে আমাকে দেখতে আসেন। চুপচাপ হু হু করে কাঁদেন। আমার বিরক্ত লাগে।

বাবার ব্যবসা মেলবোর্নে ফুলতে থাকে।

একদিন দুপুর নাগাদ টাকার দরকার পড়ল খুব, বাসে করে যাচ্ছিলাম বাবার কাছে। মেলবোর্ন ক্রিকেট গ্রাউন্ডের পাশ দিয়ে আমার বাস। জানালা দিয়ে স্টেডিয়ামের চারপাশ দেখি। সেই স্বপ্নের গ্রাউন্ড। জলিমন্ট রোডে এসে দেখি রাস্তার একপাশে ভিড়, পুলিশের গাড়ি, অ্যাম্বুলেন্স।

শহরের স্বাভাবিক ছবি। আচমকা ভিড় গলে চোখ পড়ে একটা লোক রাস্তায় লম্বালম্বি পড়ে আছে। পায়ে ক্র্যাম্প ব্যান্ডেজ। বাস ড্রাইভারকে অনুরোধ করে ইমেইলের গতিতে নেমে যাই বাস থেকে। ছুটে যাই ভিড়ের কাছে। পুলিশ আটকে দিচ্ছে।

আমার বাবা রক্তাক্ত পড়ে আছে জলিমন্ট রোডে।

বাবার লাশ নিয়ে ছুটে চলে অ্যাম্বুলেন্স সাইরেন বাজিয়ে। ইয়ারা পার্কে আমি সবুজ হয়ে ঝিম মেরে বসে থাকি। পার্কটা কী যে সুন্দর! মনে হচ্ছে আমি সেই ক্লাস সেভেন। বাবার কনে আঙ্গুল ধরে হাঁটছি হাঁটছি। তির তির করে ছোট ছোট পা।

: বাবা ইয়ারা নদী দেখব
: ঐ তো
: বাবা চিম্বুক পাহাড়ে যাব
: ঐ তো
: বাবা আমি আর পড়ব না
: আচ্ছা বাবুইটা
: বাবা তোমার আঙ্গুল ছেড়ো না
: আচ্ছা বাবুই

দুপুরের রোদের তেজ কমে আসে মাখনের মতো নরোম প্রপাতে। আমি ছোট হতে থাকি ছোট হতে থাকি। মনে হচ্ছে ভ্রুণের মতো আমার মায়ের পেটে ঢুকে যাচ্ছি।

: মা আমাকে নাও। মা..

২.
ময়মনসিংহ ভাতের দোকান

প্রতিদিন আমি তিনবেলা ভাত খাই। সিমের বিচি আর শিং মাছ দিয়ে ঝোলের সাথে মোটা চালের গরম ভাত আমার খুব প্রিয়। খাবার সময় কোনো কথা বার্তা বলি না। কারো সামনে বসেও খাওয়া আমার স্বভাবে নাই। বিরক্ত লাগে। বিয়ের দাওয়াত পেলে সকাল থেকে না খেয়ে থাকি যাতে রাতে দাওয়াতে পেট বোঝাই করে খেতে পারি আর টেবিলে একলা বসার চেষ্টা করি।

খাওয়ার সময় আমার বিশ্রী চপচপ শব্দ করি বলে আশেপাশের লোকজন খুব বিরক্ত হয়। সামনের দাঁত খুব বিশ্রী টাইপ উঁচু আমার এক বোন আছে, এ নিয়ে অনেক চড় থাপ্পড় দিয়েছে, স্বভাব আমার আর পাল্টায়নি। বরং বেড়েছে।

দাঁত উঁচু আমার এই বোনটার বিয়ে হয়েছিল বিসিএস ক্যাডারের এক কর্মকর্তার সঙ্গে। লোকটারও সামনের পাটির দাঁত উঁচু। আদর্শ জুটি। দুলাভাইয়ের ওখানে বেড়াতে গেলেই তিনি আমার সঙ্গে রসিকতা করতেন।

: শালা হা করো তো?
: কেন দুলাভাই?
: দেখি তো তোমার দাঁত, উঁচু দাঁতের বংশ কিনা তোমরা!

বলে তিনি খেকশিয়াল টাইপ শব্দ করে হাসতেন। রাগে দু:খে আমার চোখের পানি চলে আসত। দুলাভাই দুই হাতে ঘুষ খেতেন। এলাকায় মসজিদ বানানোর চাঁদার বই বানিয়ে নিতেন। লোকজন ওনার কাছে কাজে কর্মে এলে বলেন;

: দেখেন এখানে দুই নম্বর কোনো কারবার নেই। তবে খুশি হয়ে আমাদের এলাকার মসজিদের নামে যদি কিছু দান করতেন..

বলেই তিনি চাঁদার বইটা বাড়িয়ে দিতেন। লোকজন মহা আনন্দে দুলাভাইকে টাকা দিতেন। দুলাভাই এদিকে আপার নামে, তার মায়ের নামে জমি কেনে। আমার ভাগনেকে আবার টরন্টো পাঠিয়ে দিয়েছেন।

আপা খাবার টেবিলে আমাকে ডাকে না লজ্জায়। একাই খেতে ডাকে। প্রতিদিন বিকেলে ঘুরতে বেরুলে আমাকে পকেট ভর্তি করে টাকা দেয়। বুঝতে পারি দুলাভাইয়ের ঘুষের টাকা। খরচ করতে কী যে আরাম!

বিকেলের পকেট খরচ পেলেই রিক্সা করে গুলিস্তান। ওখানে একটা লাল সালু মাজার আছে। খাদেম আবার পার্ট টাইম গাঁজা বিক্রি করে। খাদেমের কাছ থেকে গাঁজা কিনেই সাঁ করে ঢুকে যাই পাশের গণ শৌচাগারে। শৌচাগারে ঢোকার মুখে বিশাল করে সাইনবোর্ড।

প্রস্রাব : ৩ টাকা
পায়খানা : ৫ টাকা

দুলা্ভাইয়ের ৫টাকা খরচ করে ঢুকে যাই নিরাপদখানায়। ভিতরে বসে সিগারেটের ভিতর গাঁজা পুরি। আহা ঘুষের টাকা..

সন্ধ্যা নামে চায়ের কাপের হাতল বেয়ে। টেম্পো নিই, নো শেয়ারিং। এক টানে পলাশী ব্যারাক। ওখানে একটা ভাতের দোকান আছে : মৈমনসিংহ ভাতের দোকান।

মালিক ময়মনসিংহের। আমি একবার ময়মনসিংহ বেড়াতে গেলে ওখানে আকুয়া চৌরঙ্গীরপাড়ে ওনার সাথে পরিচয় হয়, পরে খাতির। লোক ভালো। কেমনে কেমনে যেন লোকটার বউয়ের সাথে আমার মন মজে যায়। পুরো ময়মনসিংহ আমার দিওয়ান-ই-ইশক লাগে। মাঝে মাঝে ওনার বউ আর আমি ছায়াবানী সিনেমা হলে দুজন...

পলাশী ব্যারাকে লোকটাকে আবার দেখা পেয়ে পুরানো ইশক নদীচরের মতো জেগে ওঠে। মৈমনসিংহ ভাতের দোকানে আরাম করে ভাত খাই চপচপ শব্দ করে। কেউ বিরক্ত করে না। অনেক সময় নিয়ে গলা পর্যন্ত খাই। ঘেমে যাই খেতে খেতে। দম বন্ধ লাগে।

মালিক আমার খাওয়া দেখে খুব খুশি হয়। জানে আমি দিলদরিয়া কাস্টমার। সবাইরে বকশিষ দিই। বিল দেওয়ার সময় টাকা গুনি না। ক্যাশের সামনে এসে বড় একটা ঢেকুর তুলে পকেটে হাত ঢুকিয়ে যা আসে বিল দিই। বলি;

: রাখইনছেন। আমরা আমরাই তো। ভাবীজান কেমন আছেন?

লোকটা অনাবিল হাসি দেয়। অফুরন্ত টাকার কী মাজেজা!

: ইয়াল্লা কী যে করুইন না আফনে! বাসাত যাইন, পলাশের মা পলাশ বাসাতই...

একটা সুগন্ধি সিগারেট ধরিয়ে পলাশী ব্যারাকের হলুদ বাসা গুলোর পাশ দিয়ে হাঁটতে থাকি। ভরপেটের হাঁটা। দুনিয়াটাকে বেহেস্ত লাগে।

পলাশদের বাসার সামনে এসে দাঁড়াতেই বুকের মাঝে ধুকধুক করে। কেমন যেন আবেশ লাগে। ইশক রৌশনাই লাগে। কলিং বেল চাপি চোখ বন্ধ করে। ভেতরে টিয়া পাখির ডাক দিয়ে কলিং বেল বেজে ওঠে ..

টের পাই আমার হৃদয় পার হয়ে যাচ্ছে ..

আকুয়া চৌরঙ্গীর মোড়, ছায়াবানী সিনেমা, অজন্তা সিনেমা, গৌরাঙ্গ বস্ত্রালয়, বিপিন পার্ক, সাহেব কোয়ার্টার, জয়নুল আবেদীন চিত্রশালা..ব্রহ্মপুত্র

আমি উড়ে যাচ্ছি, উড়ে যাচ্ছি...

JALALABAD ASSOCIATION OF AMERICA INC.
খোশ আমদেদ মাহে রমজান
জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইন্‌ক
Jalalabad Association of America INC
ইফতার ও দোয়া মাহফিল
তারিখ: ১৭ই মার্চ ২০২৪ ইং, রবিবার, সময়: বিকাল ৫ টা
স্থান: গুলশান টেরেস, ৫৯-১৫, ৩৭ এ্যাভিনিউ, উডসাউড
সম্মানিত জালালাবাদবাসী
নাযাতের সুমহান বার্তা নিয়ে মাহে রামাদান আমাদের মাঝে আসন্ন। মাহে রামাদান উপলক্ষে প্রবাসের অন্যতম বৃহত্তর সংগঠন জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইনক এর উদ্যোগে আগামী ১৭ ই মার্চ রোজ রবিবার এক ইফতার ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়েছে। উক্ত ইফতার দোয়া মাহফিলে স্বপরিবারে স্ববান্দবে সকলের উপস্থিতি একান্ত কাম্য।সবার ঘরে ছড়িয়ে পড়ুক মাহে রমাদানের বরকত, কল্যানের বার্তা।
মিজানুর রহমান চৌ. শেফাজ (আহবায়ক) দুরুদ মিয়া রনেল (সমন্বয়কারী) আতাউল গণী আসাদ (সদস্য সচিব)
বোর্ড অব ট্রাষ্টী
ওহিদুর রহমান মুক্তা (সিলেট), আব্দুল মুকিত চৌ. মারুপ (সুনামজঞ্জ)
ইঞ্জিনিয়ার সৈয়দ ফজলুর রহমান (হবিগঞ্জ), সৈয়দ জুবায়ের আলী (মৌলভী বাজার)
কার্যকরী পরিষদ এর সদস্যবৃন্দ (২০২২-২০২৪)
শাহীন কামালী (সভাপতি) মঈনুল ইসলাম (সাধারণ সম্পাদক)
• দুরুদ মিয়া রনেল, সহ-সভাপতি (সিলেট)
• আতাউল গণি আসাদ, সহ-সাধারণ সম্পাদক
• আব্দুল এম চৌধুরী (উমেল), সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পাদক
• জয়নাল উদ্দিন (লায়েক), সমাজ কল্যান সম্পাদক
• মিজানুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক (মৌলভীবাজার)
• মোঃ মনির উদ্দিন, সহ-সভাপতি (হবিগঞ্জ)
• মাইনুজ্জামান চৌধুরী, কোষাধ্যক্ষ
• দেওয়ান এম.এ মোতাচ্ছিল (মন্‌জু), আইন ও আন্তর্জাতিক সম্পাদক
• হেলিম উদ্দিন, সাধারণ সদস্য (সিলেট)
• শেখ জামাল হোসাইন, সহ-সভাপতি (হবিগঞ্জ)
• ইফজাল আহমেদ চৌধুরী, সাংগঠনিক সম্পাদক
• আল-মোস্তাজাব, ক্রীড়া সম্পাদক
• জামাল আহমদ, সাধারণ সদস্য (সুনামগঞ্জ)
• বসির খাঁন, সহ-সভাপতি (মৌলভীবাজার)
• সাহিদুল হক রাসেল, প্রচার ও দপ্তর সম্পাদক
• সুতিপা চৌধুরী, মহিলা বিষয়ক সম্পাদক
• মিজানুর রহমান চৌধুরী শেফাজ, সাধারণ সদস্য (হবিগঞ্জ)

এইচ বি রিতার নির্বাচিত কবিতা: যা মেদহীন দ্যোতনা সৃষ্টি করে মনে

আনন্দ পাল

কবিদের নিদিষ্ট কোন দেশ নেই, নেই কোন নির্ধারিত ঠিকানা।কবির বসবাস জলে স্থলে আকাশে। কবি ঘুরে বেড়ায় দুঃখ কাতর মনে। কবি খোঁজেন সুন্দরের প্রতিমূর্তি। কবির কলমে উঠে আসে অবিচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর স্তুতি।কবি মূলত বসবাস করেন পাঠকের হৃদয়ে।

কবি এইচ বি রিতা, জন্মেছেন বাংলাদেশের নরসিংদী জেলায়।বর্তমানে আমেরিকা প্রবাসী তিনি।সেখানে শিক্ষকতা পেশাতে নিয়োজিত আছেন।আমার সাথে তাঁর ফেসবুকে পরিচয়।আমাদের গুণী লেখক কবিরা ফেসবুককে দোষারোপ করেন।বলেন, ফেসবুক আসাতে নাকি সাহিত্যের মান কমে গেছে। এই কথার সাথে আমি পুরোপুরি একমত হতে পারি না।আমি মনে করি ফেসবুক আসাতে বরং কবি লেখকদের সাহিত্যচর্চা গতি পেয়েছে ভরসা পেয়েছে। যেখানে একটা কবিতা ছাপানোর জন্যে কোন রকম বাণিজ্য করতে হয় না, কোন বড় লেখকের করুণা ভিক্ষা করতে হয় না।অযোগ্য লেখা হওয়ার স্বত্তেও কোন বিশেষ লোকের সুপারিশের প্রয়োজন হয় না। লেখার ভালোমন্দ মান আগে যেমন ছিল এখনও আছে,থাকবে। প্রকৃত পাঠক ভালো খারাপ যাচাই করবেন, এটাই স্বাভাবিক। বরং ফেসবুকের কল্যাণে এইচ বি রিতার মতো অনেক প্রতিভাবান কবি সাহিত্যিকে সান্নিধ্য পাওয়া আমাদের জন্য সহজ হয়েছে।

প্রচার বিমুখ কবি এইচ বি রিতার কবিতার সাথে ফেসবুকের মাধ্যমেই আমার প্রথম পরিচয় ঘটে। তাঁর কবিতা আমাকে বেশ মুগ্ধ করে।তারপর তাঁর টাইম লাইনে দেখতে পেলাম নির্বাচিত কবিতার বইটিসহ এবারে তাঁর তিনটি বই বের হয়েছে।তাঁর কবিতা পড়ার লোভ সামলাতে না পেরে দুটো বই কিনে ফেলি। আজ তাঁর নির্বাচিত কবিতা বইটি পড়া শেষ করলাম।এত ভালো প্রতিটি কবিতা,আমি বাধ্য হলাম এক বসাতেই বইটি শেষ করতে। ভালো লেখার এই একটি গুণ জোর করে পড়তে হয় না। লেখাই পড়তে বাধ্য করে, টেনে নিয়ে যায় কবিতার পরের কবিতায়।

কবি তাঁর কবিতায় নিজস্ব ভাষা তৈরি করতে পেরেছেন বলে কবিতাগুলো পড়তে আরো আরাম, আরো গতি পেয়েছি।তাঁর কবিতায় বাস্তবতা আছে, আধুনিকতা আছে,প্রেম আছে, অভিমান আছে। আর সবগুলো কবিতায় একটা টান টান মেসেজতো আছেই। এমন গুণী লেখককে কথায় প্রকাশ করা মুস্কিল। তাঁকে চিনতে হয় তাঁর অনন্য সৃষ্টির মাধ্যমে। যারা এইচ বি রিতার কবিতার সাথে পরিচিত তাঁরা অবশ্যই আমার সাথে একমত হবেন। যারা পড়েননি তাঁরা আমাকে বিশ্বাস করে পড়ে দেখতে পারেন, তাকে পড়ে অবশ্যই আপনারাও প্রাণ খুঁজে পাবেন, পাবেন অপার তৃপ্তি। সবগুলো কবিতা বা কবিতার অংশতো তুলে ধরা সম্ভব নয়, তাই আমাকে খুব খুব মুগ্ধ করা কয়েকটা কবিতার অংশ বিশেষ আপনাদের জন্য নিচে দিলাম।

'জ্বর নেমেছে'
পুড়ে যায় শরীর তার
জ্বর নেমেছে গায়ে, ভীষণ জ্বর।
সূর্য ছুঁয়ে গেছে মধ্য আকাশ
কুয়াশায় ঢেকেছে মন
কাঁপুনি ওঠে তাই শীতল প্রবাহে
বুজে আসা গোল গোল চোখ-
জ্বর নেমেছে গায়ে তার; ভীষণ জ্বর।

বুকে কাঁপন পুরাতন অভ্যাসে
বিড়ালছানা মিউমিউ ডাকে
বোধ খোয়া যায় মমতার কাছে
ভীত মন তারে কোথায় রাখে-
জ্বর নেমেছে গায়ে তার; ভীষণ জ্বর।

'উড়ন্ত চুম্বন'
স্রষ্টার অপারগতা আমাকে কখনো ভাবায়নি।
তাঁর সৃষ্টির নির্মমতা আমাকে ভাবিয়ে তোলে প্রায়শই।

দখল করে নিতে চায় তারা ভূগর্ভ-রাজ্য
পৃথক স্বতন্ত্র সত্তাকে আধিপত্যের সাথে গুঁজে দিতে চায়
কখনো ব্রেসিয়ারের তলে,কখনোবা গন্ধযুক্ত বগলতলে।
ট্রেডমার্ক নির্বোধ গর্বে গর্ভবতী হয় নির্বুদ্ধিতায়
অনুশোচনায় পান্ডিত্যের; ভেস্তে যাওয়া সময়;
ডুকরে কাঁদে।(অংশবিশেষ)

'নিগূঢ় বাস্তবতা'

ভেজা কাপড়, ছেঁড়া জুতো পায়ে
বাড়ি ফেরার পথে ছেলেটি ভাবছিল
ঘরে খাবার নেই
মায়ের ডাক্তার দেখাতে হবে;
বাবার চশমাটাও আর কাজ করছে না।

মন খারাপ করে ঘরে ফিরতেই মা জানতে চাইলেন,
কী হলো?
ফিরে এলে যে?
ছেলে বলল,তুমুল বৃষ্টির কারণে আজ রাতের শেষ ট্রেনটি মিস করেছি মা।
বিস্ময় চোখে ছেলের দিকে তাকালেন মা।
বললেন, চাকরিটা কি তবে হবে না?
ছেলেটির ভেজা কাপড়, জুতো জোড়া থেকে তখনো
অবিরত বৃষ্টির পানি ঝরছিল।

'আজ বৃষ্টি নামুক'
ফ্লাশিংয়ের বৃষ্টিতে আমার প্রেম,
ফোঁটার মতো ঝরছে
প্রতিটি মুহূর্ত, থামছে না
এখানে জড়িয়ে আছে একটি স্পর্শ, মধুর আলিঙ্গন
দুটি হৃদয় ভিজেছিল কোনো একদিন - ঠিক
এই বৃষ্টিতে।(অংশবিশেষ)
'আমি আমার চিন্তার কর্তা- খচ্চরও'
আমার মানসিকতার গভীরে
চিন্তার একটি মহাবিশ্ব প্রায়শই খুঁজে পাই,
যেখানে সেরিব্রাল একটি খেলার মাঠ তৈরি করে
এবং নিউরোট্রান্সমিটার-নিউরনের গোলকধাঁধা,
আমাকে বিভ্রমে ফেলে।
আমি আমার চিন্তার কর্তা, আবার খচ্চরও
তাই তারা আমাকে সুখী করে, অসুখী করে
আমার বর্তমান এবং ভবিষ্যত নিয়ে খেলাব করে
নিজেকে তাই এই পৃথিবীতে রাজা এবং দাস-
উভয়ই মনে হয়। (অংশবিশেষ)

'নিরংশু'
কবিতার সংজ্ঞা জানা নেই
তাই নির্বোধ আমি তাকিয়ে থাকি
নগ্ন গাছেদের ডালে
শুনি চড়ুইদের আলাপন
ডানা ঝাপটাতে ঝাপটাতে তারা গান গায়
রোদ পোড়ায় মাটি,পাথর
হুঙ্কার বাতাস আগমনী বার্তা দেয়
ছলনায় কৌশলে
কাঠবিড়ালী তাকিয়ে থাকে অ্যাট দিকে
অস্থিরতা নিয়ে
বলি, ভয় নেই ভয় নেই
আমি মানুষ নই
তুমি নিরাপদ
তাকিয়ে থাকি বৃদ্ধটির দিকে
লাঠি হাতে সংসার টানে সে
বাজারের ব্যাগ হাতে
ক্লান্তির দিন
তাকে থামায় না কোথাও
গাড়িগুলো ছুটছে
গন্তব্য কি জানা আছে চাকার?
কবিতার সংজ্ঞা জানা নেই
তাই বোকার মতো বসে থাকি পারসন্স-এর সাইডওয়াকে।

প্রতিটি কবিতাই মেদহীন দ্যোতনা সৃষ্টি করে মনে। প্রচুর ভাবায় আর শিহরণ জাগিয়ে যায়। আমি কবি এইচ বি রিতার দীর্ঘ কাব্যিক জীবন কামনা করছি। কবি ও কবিতার জয়হোক।

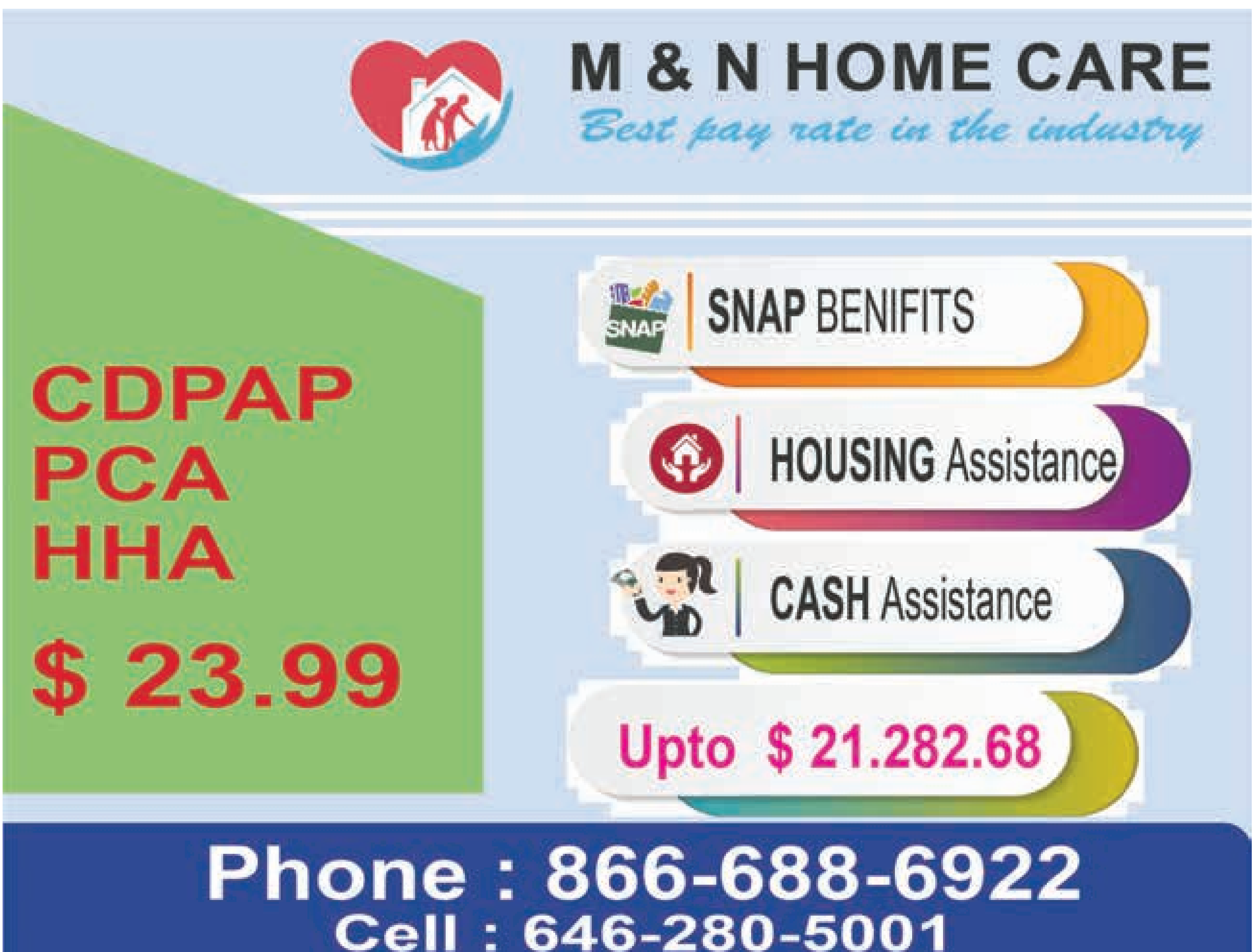

INJURED? WE CAN HELP!!

FREE
Accident Consulation

WE ALSO HANDLE

- CAR ACCIDENTS | গাড়ি দুর্ঘটনা
- TRUCK ACCIDENTS | ট্রাক দুর্ঘটনা
- TRIP AND FALL | ট্রিপ এবং পতন
- UBER/LYFT ACCIDENT | UBER/LYFT দুর্ঘটনা
- DEPORTATIONS | নির্বাসন
- ADJUSTMENT OF STATUS | স্থিতির সামঞ্জস্য
- ASYLUM APPLICATIONS | আশ্রয়ের আবেদনপত্র
- VAWA PETITIONS | তাদের পিটিশন আছে
- FIANCE VISA PETITIONS | বাগদত্তা ভিসা পিটিশন
- FAMILY PETITIONS | পারিবারিক পিটিশন
- EB1/E82 PETITIONS | EB1/E82 পিটিশন
- UNCONTESTED DIVORCE | অপ্রতিদ্বন্দ্বী বিবাহবিচ্ছেদ

Have you or a loved one been injured by a carelessly driven vehicle or 18-wheeler or by another's irresponsible conduct?

Let us protect your rights and recover the full amount due from the insurance companies and responsible parties.

ATTORNEY AT LAW

MELANIE ABRAMS, ESQ.

RECOVERED MILLIONS FOR OUR CLIENTS.

GET HELP TODAY!
718-997-9797

104-70 QUEENS BOULEVARD, SUITE 502
FOREST HILLS, NY 11375

abramslawgroupny.com
https://g.co/kgs/iC36XA
abramslawgrouppc
abramslawgrouppc

প্রয়োজনে এটর্নী হাসপাতাল বা বাসায় আসবেন

প্রথম আলো

Prothom Alo North America
14 March 2024, Thursday, Issue 365

১৪ মার্চ ২০২৪, ৩০ ফাল্গুন ১৪৩০, ৪ রমজান ১৪৪৫, বৃহস্পতিবার

জো বাইডেন

বাইডেনের অভিবাসন কর্মসূচি সমর্থন করেছেন টেক্সাসের ফেডারেল বিচারক

উত্তর আমেরিকা অফিস

টেক্সাসের ফেডারেল বিচারক শুক্রবার, অ্যাটর্নি জেনারেল কেন প্যাক্সটনের পক্ষ থেকে দায়ের করা প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন প্রশাসনের অভিবাসন কর্মসূচির বিরুদ্ধে মামলাটি প্রত্যাখ্যান করেছেন।

এরপর পৃষ্ঠা ২৮ কলাম ৪

মার্কিন শুনানিতে প্রশ্নের মুখে বাংলাদেশ

তৈরি পোশাক রপ্তানি

১১ মার্চ ভার্চ্যুয়াল এ শুনানির আয়োজন করে যুক্তরাষ্ট্রের সরকারি সংস্থা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কমিশন।

ডেস্ক রিপোর্ট

যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে তৈরি পোশাক রপ্তানি করে এমন পাঁচ দেশের বিষয়ে শুনানি অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১১ মার্চ সোমবার ভার্চ্যুয়াল এ শুনানির আয়োজন করে যুক্তরাষ্ট্রের সরকারি সংস্থা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কমিশন (ইউএসআইটিসি)। প্রায় চার ঘণ্টার ওই শুনানির বড় অংশ জুড়ে বিভিন্ন প্রশ্নের মুখে পড়েন বাংলাদেশের প্রতিনিধিরা। ইউএসআইটিসির চেয়ারম্যান ডেভিড জোহানসন ও তাঁর তিন সহকর্মী বাংলাদেশে শ্রম অধিকার,

শ্রম আইন, শ্রমিকদের উৎপাদনের তুলনামূলক দক্ষতা, মজুরিসহ নানা বিষয়ে জানতে চান।

মার্কিন বাণিজ্য প্রতিনিধি দপ্তরের (ইউএসটিআর) অনুরোধে বাংলাদেশসহ এই পাঁচ দেশ নিয়ে তদন্ত শুরু করছে ইউএসআইটিসি। কীভাবে এ দেশগুলো মার্কিন পোশাকশিল্পের বাজারের এত বড় অংশ দখল করে রেখেছে, তা তথ্যানুসন্ধান করে দেখবে কমিশন। এই পাঁচ দেশের

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ১

যুক্তরাষ্ট্রে ‘টিকটক’ অ্যাপ নিষিদ্ধ হতে যাচ্ছে!

রহমান মাহবুব

আমেরিকায় জনপ্রিয় সামাজিক অ্যাপ 'টিকটক' নিষিদ্ধ হতে যাচ্ছে। ১৩ মার্চ বুধবার যুক্তরাষ্ট্র কংগ্রেস এ নিয়ে একটি বিল পাস করেছে। এই বিলের অধীনে জনপ্রিয় ভিডিও অ্যাপ টিকটকের ওপর দেশব্যাপী নিষেধাজ্ঞা আসবে।

যদি না এর বর্তমান চাইনীজ মালিক কোম্পানীটি বিক্রি করে দেয়!

কারণ আমেরাকার আইন প্রণেতারা টিকটক কোম্পানির বর্তমান মালিকানা কাঠামোকে জাতীয় নিরাপত্তার জন্য হুমকি হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

৩৫২-৬৫ ভোটে পাস হওয়া বিলটি এখন সিনেটে যাবে। যেখানে এর পাশ হওয়ার সম্ভাবনাটা এমুহূর্তে অস্পষ্ট হলেও প্রেসিডেন্ট বাইডেন বলেছেন, বিলটি

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ১

নারী দিবস: শিক্ষা ও দৃঢ় মনোবল নারী মুক্তির প্রথম ধাপ

টক অব দ্য উইক

৭ মার্চ প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার নির্ধারিত সাপ্তাহিক আলোচনানুষ্ঠানে এ অভিমত ব্যক্ত করা হয়।

সোহানা নাজনীন

'সকল সামাজিক এবং পারিবারিক প্রতিবন্ধকতা থেকে নারীকে মুক্তি পেতে দরকার শিক্ষা, একাগ্রতা, চেষ্টা এবং লক্ষ্য। ঐক্যবদ্ধ না হলে নারীদেরকে বিছানা থেকে রাষ্ট্র পর্যন্ত পুরুষশাসিত সমাজে নতজানু হয়ে থাকতে হবে। পুরুষদের পাশে সমকক্ষ হতে হলে নারীকে স্বাবলম্বী হতে হবে। যে নারী নিজ স্বপ্ন ছুঁড়ে ফেলে কেবল সংসার সামলান, সেই সামলানোটাও বিরাট এক চাকরি যার যথাযথ মূল্যায়ন করতে হবে। নারীকে শক্তির সঞ্চার করতে হবে, দৃঢ় মনোবল হচ্ছে নারীর অস্তিত্বের শক্তি। দুর্বল মনোবল নিয়ে একজন নারী নিজের অস্তিত্ব জানান দিতে পারে না। ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ এবং রাষ্ট্র কখনোই একজন দুর্বল মানুষকে মুল্যায়ন করে না। যে যেমন অবস্থানে থাকবেন সেই অবস্থান থেকেই প্রতিটা নারীকে নিজের যাত্রায় এগিয়ে যেতে হবে, মনোবল দৃঢ় রেখে পদক্ষেপ নিতে হবে। মেয়েদের জীবন পাখির মতো, স্বপ্নের জায়গায় মেয়েরা এখনও বন্দী। ডানা কেটে, পায়ে শিকল পরিয়ে নারীকে খাঁচা থেকে ছেড়ে দেয়া হয়েছে। সারা দুনিয়া দেখছে নারীরা মুক্ত কিন্তু আসলে তারা এক অদৃশ্য খাঁচায় বন্দী'-নারী দিবস নিয়ে নিজেদের ভাবনাগুলো এভাবেই ব্যাক্ত করেছেন একদল নারী অতিথি।

গত বৃহস্পতিবার ৭ মার্চ প্রথম আলো

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ২

কমিউনিটি অপ-এডে মেয়র

নিউইয়র্ক সিটিকে সুযোগের শহর হিসাবে গড়তে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ

এইচ বি রিতা

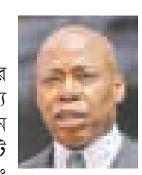

এরিক অ্যাডামস

‘মানুষ আমাদের শহরে বেঁচে থাকার জন্য আসে। তারা এখানে কাজ করতে, একটি জীবন গড়তে এবং আমেরিকান স্বপ্ন নিয়ে বাঁচতে আসে। এবং অ্যাডামস প্রশাসন সেই স্বপ্নের জন্য শর্ত তৈরি করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। জননিরাপত্তা রক্ষা, আমাদের অর্থনীতি পুনর্গঠন এবং

এরপর পৃষ্ঠা ২৮ কলাম ৪

পবিত্র রমজান

বাজেট অধিবেশনের সূচনায় পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত

নিউইয়র্ক স্টেট সিনেট

গ্লোবাল পিস অ্যামব্যাসেডর স্যার ড. আবু জাফর মাহমুদের উদ্যোগে এ আয়োজনটি সুসম্পন্ন হয়।

উত্তর আমেরিকা অফিস

পবিত্র রমজান ও কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার মাসে নিউইয়র্ক স্টেট সিনেটের বাজেট অধিবেশন শুরু হয়েছে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের মধ্য দিয়ে। পৃথিবীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও বহুজাতিক নগরীর স্টেটে পবিত্র কোরআনের বাণী তেলাওয়াত এই প্রথম। ১১ মার্চ, সোমবার স্টেট সিনেটর জেসিকা রামসের কোরআন তেলাওয়াতের প্রস্তাবনা সিনেট সভায় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। এ প্রক্রিয়ায় নেতৃত্ব দেন ডেমোক্রাট রাজনীতিক, গ্লোবাল পিস অ্যামব্যাসেডর স্যার ড. আবু জাফর মাহমুদ। তার সঙ্গে ছিলেন ট্রেড ইউনিয়ন নেতা মিলন রহমান। কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জ্যাকসন হাইটস ইসলামিক সেন্টারের খতিব মাওলানা আব্দুস সাদিক। কোরআন তোলাওয়াতের সময় অধিবেশনে উপস্থিত সকল সিনেট সদস্য ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ দাঁড়িয়ে সম্মান প্রদর্শন করেন।

উল্লেখ্য, নিউইয়র্ক স্টেট সিনেট সিডিপ্যাপ রক্ষা তথা ও হেলথ বাজেট

এরপর পৃষ্ঠা ২৮ কলাম ১

সম্পাদক: **ইব্রাহীম চৌধুরী**, নির্বাহী সম্পাদক: **মনজুরুল হক**। প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা কর্তৃক ৩৭-১৮, ৭৩ স্ট্রিট, সুট # ২০২ জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক-১১৩৭২ থেকে প্রকাশিত।
ফোন: ৭১৮- ৩০৮ - ৫০২০, **ই-মেইল: নিউজ:** news@prothomalony.com, **বিজ্ঞাপন:** cm@prothomalony.com